পঞ্চমবর্ষ, পঞ্চম ; ১৩২৪ ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার পঞ্চবিংশ উপন্যাস

নাবিক-বধূ

[প্রথম সংস্করণ]

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা ।

উৎসর্গ

যাঁহার করুণা, উদারতা ও সহানুভূতি

জীবনে ভুলিবার নহে,

প্রথম যৌবনে যাঁহার সাহচর্য্য লাভে

যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি,

সেই সুখময় স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ

বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষী বান্ধব,

সেই

উদারচেতা, বহুগুণালঙ্কৃত

মহিষাদলাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে

প্রদত্ত হইল।

নাবিক-বধূ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আফ্রিকার কেপ্ টাউনের 'গবর্মেণ্ট-হাউসে' সেদিন বল-নাচের ধূম পড়িয়াছিল। এই নৃত্যোৎসবে কেপ্ কলোনির বহু সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী যোগদান করিয়াছিলেন; মহিলাবর্গ প্রজাপতির ন্যায় বেশভূষায় মজলিসের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। মজলিসে আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। সেই সান্ধ্য-মজলিসে যে সকল ইংরাজ-যুবক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফিলিপ ডড্‌লে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুপুরুষ; বিশেষতঃ রমণীর মনোরঞ্জনে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই যুবক নৌ-সেনাপতি এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণের অধীনে লেফ্‌টেনাণ্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নিমন্ত্রিত নরনারীগণ লাট-প্রাসাদে সমাগত হইলে লাট সাহেব আগন্তুক-গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণকে বলিলেন, "আজ যাহারা এখানে আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি ছোক্‌রার চেহারা আমার বড় ভাল লাগিতেছে; উহারই নাম বুঝি ফিলিপ ডড্‌লে? তোমার অধীনে ছোক্‌রা লেফ্‌টেনাণ্টগিরি করে না?"

এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণ বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, উহারই নাম ফিলিপ ডড্‌লে। ছেলেটির যেমন রূপ, সেইরূপ গুণ। কালে ও একজন ভাল যোদ্ধা হইবে, উন্নতিও করিবে। আপনি বুঝি উহার পরিচয় জানেন না? কাপ্তেন জ্যাক ডড্‌লেকে আপনার মনে পড়ে?—তাঁহার সহিত আপনার ত বেশ আলাপ ছিল।"

লাট সাহেব বলিলেন, "ভারতে সে কাপ্তেনী করিত ? '৭১ অব্দে সেকন্দরাবাদ নগর হইতে সে লর্ড বেলামীর মেয়েটিকে ফুস্‌লাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল না ? আহা, বেচারা তেল্-এল্-কেবিরের যুদ্ধে মারা পড়িয়াছিল—একথা বেশ মনে আছে।"

এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণ সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বটে ; এ তাঁহারই পুত্র।"

লাট সাহেব বলিলেন, "বটে ! বল কি ? হাঁ, উভয়ের চেহারায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বটে। উহার পিতা তাহার সমসাময়িক যোদ্ধ্‌গণের মধ্যে অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ ছিল। বেচারার দুর্ভাগ্যের কথা মনে হইলে দুঃখ হয়। ডড্‌লের কথা আমার বেশ মনে আছে। রেড্‌ফর্ণ, ছেলেটিকে দেখিয়া আমার বড় মমতা হইয়াছে ; উহার সহিত একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণ বলিলেন, "তবে ত তাহার বেশ সুযোগ উপস্থিত। বিলম্ব করিলে উহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা অল্প, কারণ উহাকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে।"

লাট সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে আজই উহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিব ; উহার পিতার খাতিরে আমি উহার সহিত আলাপ করিয়া উহাকে সম্মানিত করিব।"

অনন্তর লাট সাহেব তাঁহার একজন এডিকংকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে তাহাকে কি আদেশ করিলেন। তখন এক দফা নাচ শেষ হইয়াছিল। যে সকল যুবক-যুবতী দীর্ঘকাল নৃত্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গল্পগুজব ও বিশ্রাম করিবার জন্য বারান্দার দিকে যাইতেছিলেন।—তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য সেখানে আসনশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কয়েক মিনিট পরে পূর্ব্বোক্ত এডিকং ডড্‌লেকে সঙ্গে লইয়া লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল।

লাট সাহেব ডড্‌লেকে দেখিয়া তাহার করমর্দ্দন করিয়া সদয়ভাবে

বলিলেন, "কি হে ছোক্‌রা! তুমি আছ কেমন? আমি এইমাত্র এড্‌মিরালের নিকট শুনিলাম তুমি আমার প্রিয় বন্ধু জ্যাক ডড্‌লের ছেলে। তোমার চেহারা অনেকটা তোমার পিতার চেহারার মতই; তথাপি যে আমি তোমাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! নৌ বিভাগের কার্য্যে তোমার উন্নতি দেখিলে আমি বড়ই সুখী হইব; তুমি আমাকে তোমার মুরুব্বি বলিয়া মনে করিও। সে কথা যাক্—তোমার মা ভাল আছেন ত?"

ডড্‌লে সবিষাদে বলিলেন, "না মহাশয়, আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে; গত বৎসর শীতকালে কয়েক দিনের অসুখে তিনি মারা গিয়াছেন।"

লাট সাহেব সহানুভূতিভরে বলিলেন, "কি দুঃখের কথা! আমি না জানিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, এজন্য কিছু মনে করিও না। অল্প বয়সে তুমি পিতামাতা উভয়কেই হারাইয়াছ। তোমার পিতা তোমার মাতার বড় গৌরব করিতেন। যে নাচের মজলিসে তোমার মাতার সহিত তোমার পিতার প্রথম পরিচয়, আমি সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তোমার মা বড়ই সুন্দরী ছিলেন; নৃত্যেও তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ডড্‌লের ন্যায় প্রেমিক পুরুষ যে তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। যাহা হউক, আমি আর দীর্ঘকাল তোমাকে আট্‌কাইয়া রাখিব না; তুমি সময় পাইলেই মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবে। দু'জনে গল্প করিব। আবার নাচ আরম্ভের সময় হইয়াছে, এখন তুমি তোমার সঙ্গিনীর নিকট যাও; কিন্তু যাহার সহিত নাচ করিবে, তাহাকে হয়রাণ করিয়া মারিও না, স্মরণ রাখিও যুবতীদের হৃদয় তোমাদের যুদ্ধ-জাহাজের মত দুর্ভেদ্য নয়; আর যদি তাহা একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মেরামতের জন্য ডকেও পাঠান যায় না।"

লাট সাহেবের এই রসিকতায় যুবক বড় কৌতুক বোধ করিলেন, কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাকে হাস্য সংবরণ করিয়া লাট সাহেবের নিকট বিদায় লইতে হইল। তিনি লাট সাহেবকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিবেন, এমন সময় তাঁহার উপরওয়ালা এড্‌মিরাল তাঁহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন

করিয়া বলিলেন, "ডড্‌লে, আমি তোমার আমোদ-প্রমোদে বাধা দিতে চাহি না, কিন্তু নাচের পর যদি তুমি সময় পাও,—তাহা হইলে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তোমাকে এমন একটি খবর দিব—যাহা শুনিয়া তোমার আনন্দের সীমা থাকিবে না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আপনি যখন বলিবেন —সেই মুহূর্ত্তেই সাক্ষাৎ করিব।"

এড্‌মিরাল বলিলেন, "না, না, তোমার অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। সে কথা এখনই বলিতে হইবে—এরূপ মনে করিও না; বিলম্বে বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। এখন তুমি যাইতে পার; তোমার সুবিধা অনুসারে এক সময় আমার সহিত দেখা করিলেই চলিবে।"

ডড্‌লে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু এড্‌মিরাল কি সুসংবাদ দিবেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। যাহা হউক, তিনি মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বারান্দায় আসিলেন, এবং যে যুবতীর সহিত তাঁহার নাচিবার কথা, তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ কে একজন পশ্চাৎ-দিক হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিলেন।

ডড্‌লে সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, আগন্তুক তাঁহারই একটি বন্ধু,— একজন টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট। আগন্তুক ডড্‌লেকে সহাস্যে বলিলেন, "ব্যাপার কি হে ছোক্‌রা!—অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তুমি দেবতাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সহিত সমকক্ষের মত গল্পগুজব করিতেছিলে, দেখিয়া প্রথমটা ত আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতেই পারি নাই! যাহারা আমাদিগকে কীট-পতঙ্গের মত দেখে, তাহাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, আলাপ আপ্যাত! তোমার সৌভাগ্য ত কম নয়, দেখিয়া আমাদের মত আদার ব্যাপারীর হিংসা হয়। কিন্তু ভাই, সত্য কথা বলিতে কি—ঐ যে লাট বেলাটগুলো, উহারা সোজা চিজ্‌ নয়; ও সকল কুসংসর্গে না মেশাই ভাল। লাট সাহেব কি মৎলবে তোমায় ডাকিয়াছিল বল ত।"

ডড্‌লে হাসিয়া বলিলেন, "টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্টের পদটি এবালিস্‌ করা

উচিত কি না সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে ডাকিয়াছিলেন। আমাদের বড় কর্ত্তার বিশ্বাস—ঐ পদটি না থাকিলেও নৌ-যুদ্ধে জয়লাভের ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট বলিলেন, "আমার পদের কোনও মূল্য আছে কি না তা সুযোগ পাইলে এক সময় তোমাকে বুঝাইয়া দিব। সমুদ্রের মধ্যে তোমাকে একবার পাইলে হয়; ডাঙ্গায় বসিয়া আমার পদের মহিমা তুমি বুঝিতে পারিবে না, বিশেষতঃ শান্তির সময়। সে কথা থাক, এটর্নি-জেনারেলের হাত ধরিয়া পরীর মত সুন্দরী যে মেয়েটি আসিতেছে—উহাকে চেন কি? কেপ্‌ টাউনের সকল সুন্দরীকেই ত আমি চিনি, কিন্তু উহাকে ত চিনিতে পারিতেছি না! পূর্ব্বে কোন দিন উহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হইতেছে না। কি সুন্দর মুখখানি, কি চমৎকার অঙ্গসৌষ্ঠব! এরূপ সুন্দরী আজিকার এই মজলিসে আর একটিও নাই; উহার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছা হইতেছে!"

টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট ডড্‌লেকে ছাড়িয়া আলোকরশ্মি কর্তৃক আকৃষ্ট পতঙ্গের ন্যায় সেই যুবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবতীও ধীরে ধীরে ডড্‌লের দিকে আসিতে লাগিলেন। ডড্‌লে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! সত্যই এমন অপরূপ রূপ তিনি জীবনে কখন দেখেন নাই। সেই দুর্লভ রূপরাশি দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার—"নয়ন না তিরপিত ভেল!"

কিন্তু অধিককাল সেই যুবতীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে পাছে রূঢ়তা প্রকাশিত হয়, এই ভয়ে ডড্‌লে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া, যাঁহার সহিত তাঁহার নাচিবার কথা—তাঁহারই সন্ধানে চলিলেন। ইতিমধ্যে সেই সুন্দরীর সঙ্গী এটর্নি-জেনারেল ডড্‌লেকে ডাকিয়া বলিলেন, "ডড্‌লে, একটা কথা শুনিয়া যাও; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাকে আমার সঙ্গিনীর সহিত পরিচিত করি। ইনি মিস্ এরস্‌কাইন। মিস্ এরস্‌কাইন, লেফ্‌টেনাণ্ট ডড্‌লে আধুনিক নূতন নূতন ফ্যাসানের নৃত্যে অসাধারণ পারদর্শী; বিশেষতঃ প্রেমের অভিনয়ে

ইঁহার মত সুযোগ্য ও সুরসিক অভিনেতা নৌ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আর কেহ আছেন কি না তাহা জানি না।"

এইরূপে মিস্ এরস্কাইনের সহিত লেফ্‌টেনাণ্ট ডড্‌লের প্রথম পরিচয় হইল।—এটর্ণি-জেনারেলের রসিকতায় ডড্‌লে যে বিশেষ দুঃখিত হইলেন এ কথা বলা যায় না, তবে তিনি একটু লজ্জিত হইলেন বটে। কিন্তু এই ভদ্র লোকটির রসিকতা একটু স্থূল হইলেও তিনি বড় সহৃদয় ও খোলা মেজাজের লোক—ইহা ডড্‌লের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং তাঁহার প্রগল্‌ভতায় তিনি বিরক্ত হইলেন না।

ডড্‌লে মিস্ এরস্কাইনকে বলিলেন, "মিস্ এরস্কাইন, আমার বোধ হয় আপনি এখন খুব ব্যস্ত। কিন্তু যদি আপনার বিশেষ অসুবিধা না হয়,—তাহা হইলে আপনার সঙ্গে আমাকে একবার নাচিবার অনুমতি দান করিলে আমি কৃতার্থ হই।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "আমি এইমাত্র নাচের মজলিসে উপস্থিত হইয়াছি; এখন পর্য্যন্ত আর কেহ আমার সঙ্গে নাচিবার জন্য দরখাস্ত করে নাই, সুতরাং আপনার সঙ্গে নাচিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতে আমার আপত্তি নাই। কেপ্ টাউনে আমি তেমন পরিচিত নহি।"

তৎক্ষণাৎ নাচের বন্দোবস্ত হইল। ডড্‌লে মিস্ এরস্কাইনের কার্ডে নিজের নাম লিখিয়া বন্দোবস্তটি পাকা করিলেন; তাহার পর তিনি মিসের নিকট বিদায় লইলেন।

ডড্‌লে তৎপূর্ব্বে যে মহিলাটির সহিত নাচিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে মিস্ এরস্কাইনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই যুবতী মিস্ এরস্কাইনকে চিনিতেন, তিনি বলিলেন, "এই যুবতীটির পিতা মাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে; প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে সে ইংলণ্ড হইতে কেপ্ কলোনিতে আসিয়াছে। তাহার পিতা গবর্মেণ্টের অধীনে কন্‌ট্রাক্টরের কায করিতেন। এই কার্য্যে তিনি ক্রমে লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। মিস্ এরস্কাইন এদেশে আসিয়াই তাহার একটি সখীর

সহিত দেখা করিতে উত্তরাঞ্চলে গিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার মামা ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের গৃহে বাস করিতেছে। এই মামা ভিন্ন সংসারে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই নাই।—আপনি বোধ হয় ডাক্তার ল্যাম্পিয়নকে জানেন ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। একরাত্রে তিনি জাহাজের উপর আমার সহিত এক টেবিলে আহার করিয়াছিলেন ; এদেশে আসিয়াও তাঁহার সহিত আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

যুবতী বলিলেন, "লোকটাকে বোধ হয় আপনার মনে ধরে নাই ; সত্য কি না—ঠিক বলুন।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তাঁহার সম্বন্ধে যখন বিশেষ কিছু জানি না, তখন তাঁহাকে মনে ধরিয়াছে কি না কি করিয়া বলি ? তাঁহাকে অপছন্দ করিবার কি কোন কারণ আছে ?"

যুবতী বলিলেন, "এ আপনার মনের কথা নয়। দেখুন, আমি লোকের মনের কথা বলিয়া দিতে পারি।—আমার গণনা করিবার শক্তি আছে, আপনারও অদৃষ্ট-ফল গণিয়া বলিয়া দিতে পারি ; আপনি কি তাহা জানিতে চাহেন ?"

ডড্‌লে কৌতূহলভরে বলিলেন, "আপনি অদৃষ্টের ফলাফল বলিতে পারেন ?—আমার ভাগ্যে কি আছে তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। আপনি কি হাত দেখিয়া গণনা করেন ? না, অন্য কোন উপায়ে ভাগ্যফল পরীক্ষা করেন ?"

যুবতী বলিলেন, "আমি করতলের রেখা দেখিয়া অদৃষ্ট ফল-গণনা করি, আপনার হাত দেখি।"

ডড্‌লে যুবতীর সম্মুখে দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিলেন।

যুবতী মিনিট-দুই তাঁহার কররেখা পরীক্ষা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বয়স অল্প, আর আপনি উচ্চাভিলাষী ; দেশ ভ্রমণেও আপনার অত্যন্ত অনুরাগ।"

ডড্‌লে হাসিয়া বলিলেন; "ওঃ—আপনি ত ভারি গণনা করিলেন! ওকথা

না গণিয়াই যে-সে বলিতে পারিত। আমার মুখ দেখিয়াই বলিতে পারা যায় আমার বয়স অল্প; আমি যে উচ্চাভিলাষী, তাহা আমার সামরিক পরিচ্ছদেই প্রকাশ। উচ্চাভিলাষ না থাকিলে কে নৌ-বিভাগে চাকরী করিতে যায়? আর যাহারা এই চাকরী করে, তাহাদিগকে সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় ইহাই বা কে না জানে?—না, আপনার গণনার সিদ্ধান্তে আমি সুখী হইতে পারিলাম না।"

যুবতী বলিলেন, "কিন্তু আমার গণনা এখনও ত শেষ হয় নাই। দেখিতেছি ছদ্মবেশ ধারণে আপনার বেশ দক্ষতা আছে, কিন্তু এখনও আপনি সেই দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করেন নাই। আপনি সহজে নিরুৎসাহ হন না; আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করেন—তাহা শেষ না করিয়া ছাড়েন না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনি অন্ধকারে ঢিল ছুড়িলেন! এই দৈববাণীতে আপনার শক্তির কোন পরিচয় পাইলাম না। ভবিষ্যতে ঘটিবে—এমন বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন?"

যুবতী আরও দুই মিনিট ডড্‌লের করতলে দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন, "আপনি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ফাঁদে পা দেন নাই; শক্ত জাল ছিঁড়িয়া বাহিরে আসিয়াছেন! এখন আপনি বেশ নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু আপনার জীবনের গতি শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইবে। আপনি একটি দীর্ঘাকৃতি সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবেন! আপনার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে, কিন্তু আপনি অশেষ মনোকষ্ট পাইলেও সেই যুবতীর প্রণয়লাভে সমর্থ হইবেন। প্রথম দর্শনের পর বিরহ, বিরহান্তে অদূরেই মিলন। তাহার পর প্রাণের আশঙ্কা; কিন্তু আপনি মরিবেন না। তবে পৃথিবীতে কেহই অমর নহে, আপনিও একদিন মরিবেন; কিন্তু খুব বড় লোক হইয়া অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া মরিবেন!"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার শেষ গণনাটি শ্রুতিসুখকর বটে! যদি মরিতেই হয়—তবে বড়লোক হইয়া মরাই প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহার পর?—আপনার বিদ্যা বুঝি ঐ পর্য্যন্ত! আর কিছু গণিতে পারেন না?"

বলিলেন, "না, আমি আর কিছু বলিতে পারিব না। আপনার হাত দেখিয়া যাহা যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়াছি; এ বিদ্যায় আমার তেমন অধিক পারদর্শিতা নাই।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমার যে আরও গোটাকত কথা জানিবার ছিল! আপনি বলিলেন না—আমি যে যুবতীর প্রেমে পড়িব—তিনি দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী ?"

যুবতী বলিলেন, "আপনার করচিহ্ন দেখিয়া তাহাই বুঝিয়াছি।"

ডড্‌লে তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীর এই দৈববাণী বিশ্বাস করিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি এ সকল কথা বিস্মৃত হইলেন।—যথাসময়ে তিনি মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত মহা উৎসাহে নৃত্য করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। নৃত্য-শেষে তাঁহারা পরিশ্রান্ত দেহে প্রাসাদ-বারান্দায় নব-নির্ম্মিত একটি কৃত্রিম লতাকুঞ্জে বিশ্রাম করিতে চলিলেন।

ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ জানাইবার উপযুক্ত ভাষা আমার নাই; নাচিয়া এত আনন্দ আমি বহুকাল পাই নাই। আপনি বলিয়াছেন—কেপ্ কলোনিতে আপনি অল্পদিন পূর্ব্বে আসিয়াছেন। এদেশে কতদিন পূর্ব্বে আসিয়াছেন জানিতে পারি কি ?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে আসিয়াছি। আমি এখানে আমার মামা ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের বাঙ্গলোয় আছি।—আপনি বোধ হয় তাঁহাকে চেনেন।"

ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, দুই-একবার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁহার বেশ সুনাম আছে শুনিয়াছি।"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমান—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। রাজনীতিতেও তাঁহার গভীর জ্ঞান। কালে তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করিবেন—এরূপ আশা করেন।—মিঃ ডড্‌লে, আপনিও বোধ হয় উচ্চাভিলাষী ?"

ডড্‌লে সবিস্ময়ে বলিলেন, "একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আজ আর একজনও আমাকে ঠিক এই কথাই বলিতেছিলেন।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "কথাটা নিশ্চয়ই মিথ্যা নহে ; আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি আপনি উচ্চাভিলাষী। উচ্চাভিলাষ থাকা ভাল। যে সকল যুবক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চাভিলাষী না হয়, তাহারা তেমন উন্নতি করিতে পারে না। ভবিষ্যৎ-জীবনে খ্যাতিও লাভ করিতে পারে না। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা সামান্য সাধনার ফল নহে।—সেই গৌরব অর্জ্জন করিতে পারা পরম শ্লাঘার কথা।"

ডড্‌লে বলিলেন, "মিস্ এরস্কাইন, আমি জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করি—আপনি কি ইহা ইচ্ছা করেন ? কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ত অশোভন হইল ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনার নিকট অনুকূল উত্তর পাইলে আমার সৌভাগ্যোদয় হইবে।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "হাঁ, আপনার জীবনের ব্রত সফল হউক ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমার বিশ্বাস—জীবনের যুদ্ধে আপনি জয়লাভ করিবেন। আপনার সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত ; অগ্রসর হউন আপনার আশা পূর্ণ হইবে। কিন্তু ঐ শুনুন গান আরম্ভ হইয়াছে, এইবার আমার নাচের পালা, চলুন 'বল্-রুমে' যাই।"

উভয়ে বল্-রুমে প্রবেশ করিলে আবার কিছুকাল নৃত্য চলিল। মিস্ এরস্কাইন অন্য একটি যুবকের সহিত নাচিলেন। এবার যাঁহার সহিত ডড্‌লের নাচিবার কথা ছিল, নাচিতে-নাচিতে মসৃণ মেঝের উপর পড়িয়া তাঁহার পায়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, এজন্য তিনি নৃত্যে যোগ দিতে পারিলেন না ; ডড্‌লে এড্‌মিরালের সহিত আলাপ করিতে চলিলেন। এড্‌মিরাল তখন মঞ্চের উপর বসিয়া লাট-পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলেন। ডড্‌লেকে দেখিয়া এড্‌মিরাল লাট-পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া উঠিলেন, এবং ডড্‌লের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "ডড্‌লে, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ; চল একটু নিরিবিলি যায়গায় গিয়া বসি। আমার কথা শেষ করিতে বেশী সময় লাগিবে না, সেজন্য তুমি চিন্তিত হইও না।"

উভয়ে একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বসিলে এড্‌মিরাল বলিলেন, "কথাটা

আজ তোমাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু লাট সাহেব তোমার পিতার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে বলিলেন, কথাটা আজই তোমাকে বলা ভাল।—আমি তোমার উপর একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিতে চাই; কিন্তু তুমি সে ভার গ্রহণ করিতে সম্মত কি না, সর্ব্বাগ্রে তাহা জানা আবশ্যক।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার অধীনে এত সুদক্ষ কর্ম্মচারী থাকিতে আমার উপর আপনি কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন! আমার পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা।—কিন্তু আমি সেই ভার গ্রহণের যোগ্য কি না তাহা ত জানি না।"

এড্‌মিরাল বলিলেন, "তোমার যোগ্যতায় আমার সন্দেহ নাই; আমি অযোগ্য পাত্রে কোনও ভার অর্পণ করি না। আমি তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা ও শক্তি-সামর্থ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি; তোমার কার্য্যের উপরেও আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।—এখন আমার কথা মন দিয়া শোন। আমার বিশ্বাস, যে কার্য্যে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা,—সেরূপ কার্য্যের ভার লইতে তোমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। তোমার উপর আমি এইরূপ একটি কার্য্যের ভার দিব; তুমি এদেশে অনেক দিন আছ—সুতরাং আমেদ বেন্-হাসেনের নাম বোধ হয় তোমার অজ্ঞাত নহে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "সে নিয়াসা হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে ক্রীতদাসের ব্যবসায় করে না? আমরা ত তাহাকে বহুদিন হইতে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তাহার নাম কে না জানে?"

এড্‌মিরাল বলিলেন, "উত্তম কথা।—তাহা হইলে তুমি বোধ হয় এ কথাও জান যে, আফ্রিকা দেশে তাহার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত নরপশু দ্বিতীয় নাই। চাতুর্য্যে ও ফন্দী-ফিকিরে সে আমাদিগকে বহুবার পরাস্ত করিয়াছে। আজ সংবাদ পাইয়াছি, সে সায়ার নদী দিয়া এক চালান রাইফেল্ লইয়া যাইবে। প্রথমে সে তাহা জাহাজ হইতে কিল্‌ম্যানে নামাইয়া লইবার মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু সে সংবাদ পাইয়াছে—পর্টুগীজ্‌রা ইহাতে আপত্তি করিবে। এইজন্য সে কমোরো দ্বীপের অদূরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গুলি-বারুদ বন্দুক প্রভৃতি

তাহার নিজের বোটে তুলিয়া লইবে, এবং গোপনে নিয়াসা হ্রদে লইয় যাইবে। যে জাহাজে ঐ সকল মাল আসিতেছে—সেই জাহাজখানি আটক করিয়া তাহা খানা-তল্লাস করিতে পারিতাম,—কিন্তু তাহা যে উহারই মাল ইহার কোনও অকাট্য প্রমাণ পাই নাই বলিয়া জাহাজখানি আটক কর সঙ্গত মনে করি নাই। এই মালগুলি কখন আমেদের বোটে নামাইয় দেওয়া হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; পরে সেই বোট আমেদ কর্তৃক পরিচালিত হইতে দেখিলেই তাহা দখল করিতে হইবে। কিন্তু এদেশে কোনও লোকের উপর এই কার্য্যের ভার দেওয়া যায় না; সুতরাং আমা সৈন্যদল হইতেই যোগ্য লোক প্রেরণ করা আবশ্যক। আমি জানি, তুমি ছদ্মবেশ-ধারণে অসাধারণ দক্ষ, এতদ্ভিন্ন তুমি খাঁটী আরবের মতই আরব কথা বলিতে পার; এইজন্য এ ভার আমি তোমার উপরেই দিতে চাই তুমি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে—এটুকু আমার বিশ্বাস আছে। যদি আমার যৌবন থাকিত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সানন্দে এই কার্য্যভা গ্রহণ করিতাম।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি আনন্দের সহিত এই ভার গ্রহণে সম্মত আছি আপনি এইভাবে আমাকে সম্মানিত করিলেন, এজন্য আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম। এরূপ বিপদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমা বড়ই আনন্দ। আমি কার্য্যোদ্ধারের জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করিব না; তবে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না বলিতে পারি না।"

এড্‌মিরাল বলিলেন, "সেজন্য তুমি চিন্তিত হইও না; তবে কাযটা কঠি বটে! কতবার সেই দুর্ব্বৃত্তকে ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই; আশ করি এবার আর সে পলাইতে পারিবে না। তাহাকে ধরিবার জন্য সাধু ব অসাধু কোন উপায়ই উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আমেদ যদি হ্রদ-সন্নিহিত প্রদেশে গুলি-বারুদ বন্দুক প্রভৃতি লইয়া যাইতে সমর্থ হয়—তাহা হইলে আমাদের সেখানে স্বার্থরক্ষা করা কঠিন হইবে; গত পাঁচ বৎসর কাল আমরা সেখানে যে কিছু কায করিয়াছি, সমস্তই পণ্ড হইবে!"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমাকে কালই যাত্রা করিতে হইবে?"

এড্‌মিরাল বলিলেন, "আগামী শনিবারের মধ্যে রওনা হওয়াই চাই; ধ্যে এখনও তিন দিন আছে। তুমি এ ভার লইতে রাজী আছ ত? তুমি নে করিও না—আমি তোমাকে এই কার্য্যে বাধ্য করিতেছি। ইচ্ছা করিলে মি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেও পার। তুমি এ ভার গ্রহণ না করিলে আমি ন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি স্বেচ্ছায় এ ভার গ্রহণ করিলাম; আমার সম্মতির কোনও কারণ নাই। আপনি যেদিন বলিবেন, সেই দিনই ত্রা করিব; কিন্তু একটা কথা এখনও বুঝিতে পারি নাই; মনে করুন, মি সৌভাগ্যক্রমে আমেদের বোটের উপর চড়াও করিলাম, কিন্তু আমেদও চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাষ করিবে; বোটের মাঝি-মাল্লারাও তাহার অনু-ত। এ অবস্থায় কি কৌশলে বোটখানি দখল করিব?"

এড্‌মিরাল বলিলেন, "আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। তুমি মোজাম্বিকে পস্থিত হইয়া সেখানকার ব্রিটীশ কন্সলের সহিত সাক্ষাৎ করিবে; সে তামাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিবে। তবে তোমাকেও অত্যন্ত সতর্ক াকিতে হইবে, যেন হাসেন সন্দেহের কোনও অবকাশ না পায়। কাল সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আরও অনেক কথা হইবে; আজ আর তোমাকে াট্‌কাইয়া রাখিব না, আজ প্রাণ ভরিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া লও;—মোজাম্বিকে সকল আমোদ-প্রমোদের সুবিধা নাই।"

ডড্‌লে এড্‌মিরালকে ধন্যবাদ দিয়া নাচের মজলিসে প্রবেশ করিলেন। খন মিস্ এরস্‌কাইন অন্য একটি যুবকের সহিত নাচিতেছিলেন। নৃত্য শেষ হইলে ডড্‌লে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার বারান্দায় আসিয়া একটি নির্জ্জন কোণে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ডড্‌লে বলিলেন, "মিস্ এরসকাইন, আপনার সহিত আজ দৈবক্রমে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আবার কখন আমাদের দেখা হইবে কি না, কে বলিতে পারে? আপনি বোধ হয় শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন?"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "হাঁ, দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ডে যাত্রা করিব।"

ডড্লে বলিলেন, "আমিও তিন দিনের মধ্যেই কেপ্ টাউন ত্যাগ করিতেছি।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "বটে! আপনাদের নৌ-বহর কি তবে দক্ষিণ-আফ্রিকা ত্যাগ করিতেছে?"

ডড্লে বলিলেন, "না, আমি বিশেষ কোনও কার্য্যভার লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া আর বুঝি আপনাকে দেখিতে পাইব না।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "আশা করি, আপনার সময়টা বেশ আনন্দে কাটিবে।"

ডড্লে বলিলেন, "আমি আমোদ করিতে যাইতেছি না, গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া যাইতেছি; কিন্তু আপনার সহিত পুনর্ব্বার দেখা করিবার জন্য আমার হৃদয় ক্রমাগত হাহাকার করিবে।—আপনার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলে যে কত সুখী হইব—তাহা কি করিয়া বুঝাইব?"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "ইহা আমার পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু আপনি আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাতের জন্য এত উৎসুক কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও আপনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না; বিশেষতঃ আপনি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।"

ডড্লে বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু তথাপি মনে হইতেছে যেন কত দিনের আলাপ! সময়ে সময়ে এমন শুভ মুহূর্ত্তে দুইজনের পরিচয় হইয়া যায় যে, জীবনে তাহা ভুলিতে পারা যায় না।"—ডড্লে বোধ হয় আরও কিছু হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন,—কিন্তু বাড়াবাড়ি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। মিস্ এরস্কাইন লক্ষপতির দুহিতা না হইলে আরও দুই-একটি কথা বলা চলিত; কিন্তু পাছে তাঁহার আগ্রহে কেহ কোনরূপ অভিসন্ধির আরোপ করে—এই ভয়ে তিনি জিহ্বা সংযত করিলেন।

এরস্কাইন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, তাঁহার

পর ডড্‌লেকে বলিলেন, "ঐ যে মামা বোধ হয় আমার খোঁজেই এইদিকে আসিতেছেন! তিনি নৃত্যে যোগ দিতে ভালবাসেন না, বসিয়া-বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, শেষে বিরক্ত হইয়া বোধ হয় উঠিয়া আসিতেছেন।"

ডড্‌লে ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মিস্ এরস্‌কাইন, আমার শেষ কথাটা শুনুন; আপনার অধিক সময় নষ্ট হইবে না। আজই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, সাক্ষাতের পরই বিদায়! হয় ত জীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি সরল ভাবে উত্তর দিবেন কি?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "এ আর শক্ত কথা কি?"

ডড্‌লে বলিলেন, "যদি ভাগ্যে থাকে তঁ ভবিষ্যতে—কখন-না-কখন আপনার সহিত আমার দেখা হইতে পারে।"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন "অসম্ভব কি? মনে করুন দেখা হইল, তাহার পর?"

ডড্‌লে বলিলেন, "যদি আমার সে সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে আপনি আমার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইবেন?—আমার সহিত মিশিতে আপত্তি—করিবেন না ত?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "আপত্তি কি?—আর আপনার মত রসিক সুজনের সহিত আলাপ করিয়া কেনই বা দুঃখিত হইব?—আমার কথা শুনিয়া খুসী হইয়াছেন ত?—ঐ যে মামা আসিয়াছেন, এখন বাড়ী যাইব।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মিস্ এরস্‌কাইন তাহাকে বলিলেন, "মামা, আপনি মিঃ ডড্‌লেকে চেনেন কি?"

ডাক্তার বলিল, "হাঁ, উঁহার সহিত পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল।"

উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু উভয়েই পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিল, যেন তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব!

মিস্ এরস্‌কাইন ডড্‌লের নিকট বিদায় লইলেন; যাইবার সময় বলিলেন, "আশা করি পুনর্ব্বার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তখন আপনার গল্প শুনিব; আপনি যে কার্য্যে যাইতেছেন তাহাতে সিদ্ধিলাভ করুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে ডড্‌লে সংবাদ পাইলেন, সেইদিন বেলা এগারটার সময় এড্‌মিরালের সহিত দেখা করিতে হইবে। ডড্‌লে পূর্ব্বেও নৌ-সেনাপতির প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ বিচিত্র কার্য্যভার লইয়া তিনি আর কখনও সেখানে যান নাই। ডড্‌লে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন ; তখন এড্‌মিরাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা চুরুট টানিতেছিলেন। এড্‌মিরাল মহাশয় ডড্‌লেকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সহাস্যে বলিলেন, "কাল অনেক রাত্রি জাগিয়াছিলে, মনে করিয়াছিলাম তোমাকে ক্লান্ত দেখিব ; কিন্তু দেখিতেছি তুমি বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছ ! তোমাদের মত বয়সে উৎসাহটা এই রকমই থাকে বটে, তোমরা ক্লান্ত হইতে জান না।"

অনন্তর কাযের কথা আরম্ভ হইল। উভয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাল মানচিত্র ও নানাপ্রকার কাগজ-পত্র লইয়া অনেক কথার আলোচনা করিলেন। সেই সময় ডড্‌লে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া লইলেন। কখন কি ভাবে চলিতে হইবে, কি করিতে হইবে—প্রভৃতি কোন বিষয় তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না।

অবশেষে এড্‌মিরাল মহাশয় অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার শেষ কথা ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ। মোজাম্বিকে উপস্থিত হইয়া তুমি কোন বিষয়ে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য বা উৎসাহ প্রকাশ করিও না। অসতর্কভাবে কোনও কাযে হাত দিও না। বিন্দুমাত্র ভ্রম-প্রমাদে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। ইষ্টসিদ্ধি না হইয়া অনর্থপাত হইতে পারে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি খুব সতর্ক থাকিব। আমি আমেদের বোট অধিকার করিয়া জাঞ্জিবারে যাত্রা করিব, এবং বোটখানি কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মা

করিয়া দিব ; তাহার পর আমাদের জাহাজের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিব।”

এড্‌মিরাল বলিলেন, “ঠিক। যদি বিশেষ কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহা হইলে তুমি জাঞ্জিবারে গমনের পর সপ্তাহমধ্যে আমরা সেখানে উপস্থিত হইব ; কিন্তু যদি দেখি তুমি তখন পর্য্যন্ত সেখানে পৌঁছিতে পার নাই, তাহা হইলে আমরা তোমার অন্বেষণে যাত্রা করিব। তোমাকে আর যাহা করিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে লিখিত উপদেশ প্রদান করিব, তাহা তুমি অবকাশ কালে পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে। আমার প্রত্যেক উপদেশ তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইলে তুমি সেই কাগজগুলি নষ্ট করিবে। তাহা হইলে তাহা অন্যের হাতে পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না। আমার কথা বুঝিয়াছ ?”

ডড্‌লে বলিলেন “তা আর বুঝি নাই ?”

ডড্‌লের কথা শুনিয়া এড্‌মিরাল খুসী হইলেন। তিনি ডড্‌লের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ; এই যুবকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও কার্য্যতৎপরতায় তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা হইয়াছিল। তাঁহার মনে পড়িল, তিনিও যৌবনকালে ডড্‌লের মত বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ ছিলেন, বিপদের কার্য্যে মাথা বাড়াইয়া দিতে তাঁহারও অসাধারণ উৎসাহ ছিল ; কিন্তু এখন তিনি প্রৌঢ়, প্রথম যৌবনের সেই উৎসাহ, উদ্যম, ক্ষিপ্রতা অন্তর্হিত হইয়াছে ; যাহা তিনি হারাইয়াছেন তাহা এই যুবকের নিকট পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি উঠিয়া ডড্‌লের হাত ধরিয়া বলিলেন, “তুমি অবিলম্বে ম্যাথুজের সহিত সাক্ষাৎ কর। তাহার পর ‘ডিউসি অস্ আফ্রিকা’ নামক জাহাজের টিকিট লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও ; সেই জাহাজখানি আগামী শনিবার বন্দর ত্যাগ করিবে। ইতিমধ্যে যদি নিজের কাযের জন্য দুইদিন ছুটি চাও, তাহা পাওয়া কঠিন হইবে না।”

ডড্‌লে এড্‌মিরালকে ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় লইলেন।—তাঁহার দুইদিন ছুটি লইবার বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না,—কিন্তু না চাহিতেই যে ছুটি পাওয়া যায়,—এমন যুবক কে আছে, যে তাহা প্রত্যাখ্যান করে ?

সেইদিন অপরাহ্নকালে ঘুরিতে-ঘুরিতে ডড্‌লে একটি ক্লাবে উপস্থিত

হইলেন; তিনি এই ক্লাবে মধ্যে-মধ্যে আমোদ-প্রমোদ করিতে আসিতেন তিনি ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি বংশবিনির্ম্মিত চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক খানসামাকে কিছু খাবার আনিতে আদেশ করিলেন তাহার পর একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া ধূমপান করিতে করিতে এড মিরালের উপদেশগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি দ্বার খুলিয়া একজন লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আগন্তুক ভৃত্যকে আহ্বান করিবার জন্য সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সেই কক্ষের এক কোণে উপস্থিত হইল, তাহার পর টেবিলের উপর হইতে কতকগুলি কাগজপত্র টানিয়া লইয়া তাহা নাড়াচাড় করিতে লাগিল। আগন্তুক একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি কাগজ পরীক্ষা করিতে-করিতে হঠাৎ ডড্‌লেকে দেখিতে পাইল।

আগন্তুক ডড্‌লেকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কে, মিঃ ডড্‌লে যে! কেমন আছেন? আজ দিনটা ভারি খারাপ, নয় কি?"—তাহার পর সে চেয়ারখানি ডড্‌লের পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া বলিল, "কাল রাত্রে লাট সাহেবের বাড়ীর নাচে খুব স্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন? সেখানে অনেক লোক যুটিয়াছিল, কেমন?"

ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, সচরাচর যেমন হয়, তার চেয়ে লোক কিছু বেশীই হইয়াছিল।—মিস্ এরস্‌কাইন ভাল আছেন ত?"

আগন্তুক বলিল, "কৈ, কোনও রকম অসুখের কথা ত শুনি নাই। সে বড় চালাক মেয়ে; অনেককে দেখিয়াছি নাচিতে-নাচিতে এলাইয়া পড়ে, শেষে সেই ধাক্কা সামলাইতেই দু'দিন যায়, এরস্‌কাইন তেমন মেয়ে নয়।"

আগন্তুক এরস্‌কাইনের মামা—ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন। সে আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীরভাবে কাগজ দেখিতে লাগিল। বস্তুতঃ উইল্‌ফ্রেড ল্যাম্পিয়ন কিছু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক লোকেই জানিত—তাহার ন্যায় ধূর্ত্ত সচরাচর দেখা যায় না। সকলেই তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করায় তাহার মেজাজ কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার

ল্যাম্পিয়ন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিল, নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর তাহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। নিজেকে অন্য সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে বিপন্ন হইতেও হইত। লোকটি সুবক্তা ও বাগ্মী ছিল; সাধারণের নেতৃত্ব করিবার শক্তিও অল্প ছিল না। শত্রুপক্ষ তাহার বিদ্রূপ-কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইত। কেহ তাহাকে সহজে ঘাঁটাইতে চাহিত না। অসারহৃদয় হুজুগপ্রিয় রমণী-সমাজেই তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সেই শ্রেণীর পুরুষেরাও তাহার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু অনেকেই তাহাকে কপট বলিয়া ঘৃণা করিত। লোকটি দীর্ঘাকৃতি, মস্তকের সম্মুখভাগে টাক, প্রশস্ত ললাট, খড়্গের ন্যায় উন্নত নাসিকা,দাড়ি নাই, গোঁফজোড়াটা অত্যন্ত জমকালো। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদেরও যথেষ্ট পারিপাট্য ছিল। বস্তুতঃ এরূপ সৌখিন লোক সে অঞ্চলে অধিক ছিল না। লোকের প্রশংসালাভের জন্য ডাক্তার বেশ ভুষায় বিস্তর অর্থব্যয় করিত।

যাহা হউক, এখন আমরা আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করি।

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন আহার শেষ করিয়া কাগজখানি পাঠ করিল, তাহার পর হাঁই তুলিয়া কাগজখানি মেঝের উপর নিক্ষেপ করিল, এবং ডড্‌লের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি শীঘ্রই দেশান্তরে যাইতেছেন? আপনার সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা হয়! কিন্তু বোধ হয় আপনি ইংলণ্ডে যাইতে পারিলে অধিকতর সুখী হইতেন।"

ডড্‌লে যে রাজকার্য্যে দেশান্তরে যাইতেছেন—একথা বাহিরের কোন লোক জানিত না; সুতরাং ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার হঠাৎ কেন এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিল—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহার মনে হইল, তিনি পূর্ব্বদিন নাচের মজলিসের বাহিরে মিস্ এরস্‌কাইনকে তাঁহার বিদেশ-যাত্রার কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন তাহার ভাগিনেয়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, সম্ভবতঃ ডাক্তার তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিল।

ডড্‌লে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিলেন, "এক বৎসর বা দেড় বৎসর

মধ্যে আমার বোধ হয় ইংলণ্ডে যাওয়া ঘটিবে না।—আমরা এদেশে অতি অল্প দিন আসিয়াছি।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর ভাবে সিগারেট টানিতে লাগিল। তাহার পর সোজা হইয়া বসিয়া গোঁফে তা' দিয়া বলিল, "আপনি পূর্ব্বে কখন কি 'ডিউসি অস্ আফ্রিকা' লাইনে ভ্রমণ করিয়াছেন ?"

ডড্‌লে অতি কষ্টে বিস্ময় দমন করিয়া বলিলেন, "ডিউসি অস্ আফ্রিকা লাইনে ?—না, আমি আর কখন সে লাইনে ভ্রমণ করি নাই। আপনি কি এই জাহাজওয়ালা-কোম্পানীকে জানেন ?"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিল, "আমি গত বৎসর তাহাদের একখানি জাহাজে মোজাম্বিক পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া একজন লোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাহার নাম বার্টন ; সে ভারি জবর লোক—যেন একটা হাতি। মাথার চুলগুলি সব লাল ! সে 'ডার্ক কন্টিনেণ্ট ডেভেলপ্‌মেণ্ট' কোম্পানীর এজেণ্ট।"

ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, তাহার সহিত আমারও একবার আলাপ হইয়াছিল। তাহার সহিত আমার যখন দেখা হয়—তখন সে ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছিল।"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "সে এখন ছুটি শেষ করিয়া ফিরিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি তাহার একখানি পত্র পাইয়াছি। তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন।—আমার এ অনুরোধ আপনার মনে থাকিবে কি ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার কি বিশ্বাস আমি আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে যাইতেছি ? আপনার এরূপ ধারণার কারণ কি ?"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "আমার এরূপ ধারণা কিরূপে হইল তাহা আপনাকে বলিতে পারিব না। আপনি বোধ হয় এ কথা আমার ভাগিনেয়ীকে বলিয়াছিলেন, আমি তাহারই কাছে ইহা শুনিয়া থাকিব।"

কিন্তু ডড্‌লে কেপ্‌ টাউন হইতে কোথায় যাইবেন তাঁহা মিস্ এরস্‌কাইনকে নিশ্চয়ই বলেন নাই ; এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। গুপ্তকথা ব্যক্ত হইবার ভয়ে তিনি ইচ্ছা করিয়াই এ কথা প্রকাশ করেন নাই ; তবে ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন এ কথা কাহার নিকট শুনিল ? ডড্‌লে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু ডাক্তারের মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এটুকু বুঝিলেন যে, তাঁহার গতিবিধির সন্ধান রাখিয়া ডাক্তারের লাভ আছে। নিশ্চয়ই কোনও গুপ্ত অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সে এ সকল সন্ধান লইতেছে।—কিন্তু তাহার অভিসন্ধি কি ? ডড্‌লের এই অভিযানের সহিত ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

ইতিমধ্যে ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "আপনার যাত্রায় যদি দুই চারিদিন বিলম্ব থাকে—তাহা হইলে আগামী রবিবার আমাদের গৃহে আপনি ভোজন করিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব। আমার ভাগিনেয়ী মিস্ এরস্‌কাইন আপনাকে দেখিয়া যে অত্যন্ত সুখী হইবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বরে কোনরূপ ছলনা বা চাতুর্য্যের আভাস ছিল না, কিন্তু ডড্‌লে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, ডাক্তারের চক্ষু দু'টি যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; সে চক্ষুতে তাহার মানসিক উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য পরিস্ফুট হইতেছিল।

ডড্‌লে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম, কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমি সে দিন পর্য্যন্ত কেপ্‌ টাউনে থাকি—তাহা হইলে নিশ্চয়ই যাইব ; আমি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব কি না তাহা আগামী কল্য আপনাকে বলিতে পারিব।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিল, "তাহাই হইবে। যদি আগামী কল্য আপনার নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাই, তাহা হইলে বুঝিব আপনি নিমন্ত্রণ রক্ষা

করিতে যাইবেন। বেলা দুইটার সময় আমরা আহার করি।—আপনি বোধ হয় আমার বাড়ী চেনেন?"

ডড্‌লে সেদিনও সেই বাড়ীর পাশ দিয়া দুইবার যাতায়াত করিয়াছিল; এবং মিস্ এরস্‌কাইনকে দেখিবার আশায় দ্বিতলের বাতায়নের দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ডাক্তারের বাড়ী চেনেন না—এ কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন আর কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। ডড্‌লে একটি সিগারেট ধরাইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমে মিস্ এরস্‌কাইনের কথা তাঁহার মনে উদিত হইল। মিস্ এরস্‌কাইন কি চমৎকার সুন্দরী! কথাগুলি কেমন মিষ্ট!—তিনি কি কোন দিন এই কুবের-নন্দিনীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন, তাঁহাকে লাভ করা কি সম্ভব হইবে?—যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহার জীবন ধন্য হইবে; দেশে তাঁহার যে পৈত্রিক সম্পত্তি আছে তাহাতেই বেশ সুখে চলিবে; কিন্তু এই সুখস্বপ্ন সফল হইবে কি?

তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দুইটি যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদের একজন টর্পেডো লেফ্‌-টেনাণ্ট ব্রাড্‌ফোর্ড, অন্যটি 'এণ্ড্রোমেডা' জাহাজের কর্ম্মচারী পার্শিভাল; উভয়েই ডড্‌লের বন্ধু।

ব্রাড্‌ফোর্ড মিঃ ডড্‌লেকে দেখিয়া উল্লাস ভরে তাঁহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, "ডড্‌লে, তুমি এখানে! আমরা তোমাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি? এখানে তুমি কি করিতেছ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "একটু বিশ্রাম করিতেছি। আমি দু'দিন ছুটি পাইয়াছি, কাযেই সময়টুকু একটু আরামে কাটাইবার জন্য আগ্রহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমাকে তোমরা খুঁজিতেছিলে কেন?"

পার্শিভাল বলিলেন, 'তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি। ডিক্ পয়েণ্ডার

'পন্টিফ্রাক্ট কাস্‌ল' জাহাজে এখানে আসিয়াছে, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পথে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। সে তোমাকে ও আমাদের দু'জনকে তাহার জাহাজে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। যাইবে ত ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "নিশ্চয়ই যাইব। পয়েণ্ডার ছুটি পাইয়াছে ?"

ব্রাড্‌ফোর্ড বলিলেন, "তাহাই ত বোধ হয়। আর ছুটিরই-বা অপরাধ কি ? বেচারা বার বৎসর পর দেশে যাইতেছে!—কিন্তু সে বিস্তর টাকা জমাইয়াছে, টাকাগুলি ব্যবসায়ে খাটাইবে শুনিয়াছি।"

সেইদিন সন্ধ্যার পর ডাকের জাহাজে খানার আয়োজন হইল ; সে অতি বিরাট আয়োজন! যিনি এই প্রীতিভোজের আয়োজন করিলেন, তাঁহার নাম মাননীয় রিচার্ড পয়েণ্ডার, তিনি আর্ল অফ্ উইম্পার্ডনের কনিষ্ঠ পুত্র। গত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি পূর্ব্ব-আফ্রিকার সন্নিহিত কোনও দ্বীপে বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। এই দীর্ঘকালে তিনি স্থানীয় অধিবাসিগণের ভাষা শিখিয়াছিলেন, তাহাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

রিচার্ড পয়েণ্ডার কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার বন্ধুগণকে বলিলেন, "আমি যে দেশে ফিরিতেছি, এ কথা বিশ্বাস করিতে এখনও প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার যে কত আনন্দ হইতেছে, তা আর কি বলিব ? তোমাদের লইয়া যাইতে পারিলে আমি আরও অধিক সুখী হইতাম—সে সৌভাগ্য হইবে কি ?"

টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর সৌভাগ্য! কতদিন আমাদিগকে আটক থাকিতে হইবে তা কে বলিবে ? যদি টাকার মানুষ হইতাম তাহা হইলে চাকরী ছাড়িয়া দেশে গিয়া স্ফূর্ত্তি করিতাম ; কিন্তু টাকা ত নাই, বড় লোক হইবার কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না, তবে যদি কোন লক্ষপতির কন্যা আমার কন্দর্পের মত চেহারা দেখিয়া বিবাহ করিয়া ফেলে—তাহা হইলে রাতারাতি বড়লোক হইতে পারিব!"

পয়েণ্ডার বলিলেন, "দেশে ত যাইতেছি, ইচ্ছা আছে দেশে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া একটা বিবাহ করিয়া ফেলিব। আমি খুব বেশী বড়লোকের মেয়ে

চাহি না ; লাখ খানেক টাকা বার্ষিক আয় আছে—এ রকম কোন সুন্দরীর প্রেমে পড়িতে পারিলে কৃতার্থ হইব। ডডি, তুমি এমন সুপুরুষ, একটা শিকার যুটাইতে পারিতেছ না ? রূপ দেখিয়া যদি কোন কুবের-নন্দিনী তোমার প্রেমের পাথারে হাবুডুবু না থাইল—ত এমন চেহারা কি জন্য ?"

টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট বলিলেন, "ডডির কথা ছাড়িয়া দাও, ছোক্‌রার একটা মস্ত দাঁও ফস্‌কাইয়া গিয়াছে। কাল রাতে লাট-প্রাসাদে নাচের মজলিসে ডডি এক যুবতীর প্রেমের তুফানে পড়িয়া নাকানি-চুবানী থাইয়াছিল,—কিছু লোনা জলও পেটে ঢুকিয়াছিল। যুবতী যেমন সুন্দরী—তেমনি সাঁশালো, লক্ষপতির কন্যা। এমন শিকার হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিলে হে! ধিক্, খোলা গরম থাকিতে থাকিতে বিবাহের ভিয়ান চড়াইলে না কেন? কথাটা পাড়িতে কি ক্ষতি ছিল ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "ব্রাড্‌ফোর্ডটা প্রকাণ্ড গাধা! সেই যুবতী উহার মত টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্টকে গ্রাহ্যও করে নাই, এইজন্য আপ্‌শোষ হওয়ায় হতভাগাটা এই রকম প্রলাপ বকিতেছে। উহার অপেক্ষা সে আমার বেশী থাতির করিয়াছিল, এই হিংসায় মরিতেছে আর কি!"

পয়েণ্ডার বলিলেন, "তোমাদের ভাগ্য ভাল, কিন্তু আমার অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কোন লক্ষপতির কন্যা মিলিল না ; চারে মাছ না আসিলে আর বঁড়্‌সি গিলিবে কে? অগাধ সমুদ্রে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছি, চুনোপুঁটিতে দুই একটা ঠোকর দেয়, সে সব নিতান্ত অগ্রাহ্য। যাহা হউক, যাহার প্রেমের তুফানে পড়িয়া এতটা বেসামাল হইয়াছ—সেই ভাগ্যবতীটিকে জানিতে পারি কি ?"

ডড্‌লে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্রাড্‌ফোর্ডের নেশাটা বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, তাহার তথন মহা স্ফূর্ত্তি, সে কথা চাপা দিতে দিল না ; সোৎসাহে বলিল, "ডডি সে কথা বলিবে না, পাছে শিকার হাতছাড়া হয়! কিন্তু আমার কাছে লুকাইবার চেষ্টা বৃথা।—সেই যুবতীর নাম মিস্ এরস্‌কাইন। মাস ছয়েক পূর্ব্বে সে এদেশে আসিয়াছে। আঃ, কি চমৎকার তার রূপ ভাই, আর নিখুঁত গড়ন, তার উপর তার বাপের বিপুল ঐশ্বর্য্য!"

পয়েণ্ডার বলিলেন, "বল কি! তবে আমি একবার উমেদারী করিয়া দেখিব না কি? তাড়াতাড়ি দেশে না ফিরিয়া মাসখানেক না হয় এখানেই থাকিয়া যাই; ভাগ্য প্রসন্ন হইলেও হইতে পারে।—আমার এমন চেহারা তাহার মনে ধরিবে না? যুবতী-মনোরঞ্জনের শক্তিও আমার যে নাই, তাও বলিতে পারি না।—এই পরীর এখানে আড্ডা কোথায়?"

ডড্‌লে বলিলেন, "তিনি তাঁহার মাতুল ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের বাড়ীতে থাকেন; ডাক্তার ল্যাম্পিয়নকে জান ত?—ভারি টাকার মানুষ।"

পয়েণ্ডার বলিলেন, "ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের ভাগিনেয়ী? বল কি! ল্যাম্পিয়নটা ভয়ঙ্কর চতুর লোক, কিন্তু একদিন তার সমস্ত চালাকি বাহির হইয়া যাইবে। লোকটাকে শীঘ্রই ডুবিতে হইবে; তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।"

ডড্‌লে সবিস্ময়ে বলিলেন, "তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।—ব্যাপার কি, সকল কথা খুলিয়া বল।"

পয়েণ্ডার বলিলেন, "দেড় বৎসর পূর্ব্বে ফুকার পশ্চিমাংশে আরবদের বোট-সংক্রান্ত যে গোলমাল ঘটিয়াছিল—সে কথা কি তোমার মনে পড়ে?"

ডড্‌লে বলিলেন, "বিলক্ষণ মনে পড়ে! সেই ব্যাপারের সহিত ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের কি সম্বন্ধ?"

কিন্তু হঠাৎ অন্য কথার প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। আহারাদির পর তিন বন্ধু একত্র তীরে অবতরণ করিলেন। ডকের অদূরে একটি ছোট বাড়ী ছিল; যে সকল জাহাজ ডকে আসিত, সেই সকল জাহাজের নাবিক, ফায়ারম্যান প্রভৃতি অনেকে এই বাড়ীতে আড্ডা দিতে আসিত। সেখানে তাহাদের পানাহারেরও বন্দোবস্ত ছিল। পয়েণ্ডার এই অট্টালিকায় প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডড্‌লে ও টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কারণ সেখানে জুয়া খেলাও চলিত; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, পয়েণ্ডার সেখানে প্রবেশ করিলে জুয়ায় মাতিবেন, এবং তাঁহার হাতে যাহা কিছু ছিল—তাহা সমস্তই তাঁহাকে

খোয়াইতে হইবে। কিন্তু পয়েণ্ডার তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না; বন্ধুদ্বয়ের চেষ্টা বৃথা হইল। তখন তাঁহারা অগত্যা পয়েণ্ডারের সহিত সেই জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

ডড্‌লে টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্টকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "লোকটার হাতে যাহা কিছু আছে—আজ সমস্তই তাহা এখানে রাখিয়া যাইবে। উহাকে আমাদের সঙ্গে না আনিলেই ভাল হইত।"

পয়েণ্ডার সেকথা শুনিয়াও শুনিলেন না, তিনি পাশের একটি সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। ডড্‌লে ও টর্পেডো লেফ্‌টেনাণ্ট তাঁহার সহিত অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া দূরবর্ত্তী একটি আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে অনেকগুলি লোক জটলা করিতেছিল, তাহাদের উত্তেজনাপূর্ণ ভাবভঙ্গি দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, দুই এক মিনিটের মধ্যেই তাহাদের হাতাহাতি আরম্ভ হইবে! সেই কক্ষটিতে খানদুই টেবিল, কয়েকখানি জীর্ণ আরাম-কেদারা সংরক্ষিত ছিল। তাঁহারা দেখিলেন, সেই কেদারাগুলি খালি পড়িয়া আছে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটি দীর্ঘাঙ্গী যুবতী পাশের একটি কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে আগন্তুকগণকে তাহাদের প্রার্থিত পানীয় পরিবেশন করিতে লাগিল। হঠাৎ পয়েণ্ডারের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে যুবতী তৎক্ষণাৎ অস্ফুটস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হাতের বোতল নামাইয়া রাখিয়াই দ্রুতপদে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

পয়েণ্ডার বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি যে এই যুবতীকে চিনি; কিন্তু পূর্ব্বে উহাকে কোথায় দেখিয়াছিলাম—মনে করিতে পারিতেছি না। স্ত্রীলোকটি আমাকে চিনিতে পারিয়াছে—কিন্তু সে আমাকে চিনিবামাত্র সরিয়া পড়িল কেন, সন্ধান লইতে হইতেছে।"

পয়েণ্ডার কক্ষান্তরে প্রবেশ করিবার জন্য সেই দিকে চলিলেন; পাছে তিনি কোন বিপদে পড়েন, এই আশঙ্কায় ডড্‌লেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু পয়েণ্ডার সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন, ডড্‌লে তাহা

বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, একটি কক্ষের দ্বার কয়েক ইঞ্চি খোলা রহিয়াছে; তাহার ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছে। ডড্‌লে সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া, কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই কক্ষের অভ্যন্তর হইতে কাহার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।—তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহা মিস্ এরস্-কাইনের মাতুল ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর!

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিতেছিলেন, "না, না, এ বড় ঝুঁকির কায! ইহাতে বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল।"

একজন মোটা গলায় বলিল, "যতবড় ঝুঁকির কাযই হউক—ইহাই তোমার একমাত্র সুযোগ। আর ইহাতে বিপদেই বা পড়িবে কেন? তুমিই ত বলিতেছিলে যেরূপে হউক—তোমার টাকা চাই।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিলেন, "টাকা, হাঁ, টাকা চাই বৈ কি! এই অর্থের উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে; উহা না পাইলে আমার ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা বিলুপ্ত হইবে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে! লোকে সকল কথাই জানিতে পারিবে; আমি উন্নতির উচ্চতম সোপান হইতে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইব।—হাঁ, টাকা চাই; কিন্তু কিরূপে তাহা পাইব?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি মোটা গলায় বলিল, "আমার মতলবে চলিলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। উইলখানি যে তোমার সম্পূর্ণ অনুকূল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ত?"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিল, "হাঁ, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই উইল আমার অনুকূল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তাহা হইলে আমি যাহা বলিব—তদনুসারে তোমাকে কায করিতে হইবে; কিন্তু আমি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পারিশ্রমিক লইব, এ কথা ভুলিও না। এক পেনিও কম লইব না।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ম বলিল, "কিন্তু আমার দায়িত্ব কত অধিক তাহ ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?—তোমার আর এমন কি অধিক দায়িত্ব আছে ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "কিছু ত আছে, আমার পক্ষে তাহাই যে অনেক যাহা হউক, অগ্রে দরজাটা বন্ধ কর। দরজা খোলা থাকিলে আমাদে পরামর্শ অন্যে শুনিতে পারে ;"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন লোক সেই দ্বারের নিকট আসিল, দেখিয়া ডড্‌লে—দরজার পাশে লুকাইলেন। তিনি দেখিলেন, লোকটি দ্বার খুলিয় বিস্ফারিত নেত্রে একবার বাহিরের দিকে চাহিল।—সে ডড্‌লেকে বা অ কাহাকেও দ্বারপ্রান্তে দেখিতে না পাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ডড্‌লে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে—যে কক্ষ হইতে সেখানে গিয়াছিলেন, সে কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না তবে কথাগুলি তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মোজাম্বিক দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোহর। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে এই দ্বীপের কোনও অধিবাসী তাহার গৃহের বহির্ভাগে চূণকাম করিতে পারিত না। এখানকার লাট সাহেবের প্রাসাদ, ভজনালয়, ব্রিটীশ কন্সলের আবাস, বিসপের বাসগৃহ, নূতন কষ্টম আফিস প্রভৃতি অট্টালিকা দ্বীপের একাংশে অবস্থিত। অট্টালিকাগুলি দেখিতেও সুন্দর। প্রাচ্য মহাদেশের বৈচিত্র্যই ইহাদের বিশেষত্ব।—কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহা ইউরোপীয় দ্বীপের অনুরূপ

একদিন অপরাহ্ণ কালে 'ডিউসি অস্ আফ্রিকা' কোম্পানীর একখানি জাহাজ এই দ্বীপের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সেই সময় মিঃ ডড্‌লে জাহাজের ডেকের উপর একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া অপরাহ্ণের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহার পাশে একটি বৃদ্ধ পর্টুগীজ্ পাদরী বসিয়াছিলেন। ডড্‌লে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাহার মন নানা চিন্তায় পূর্ণ। তিনি যে কার্য্যের ভার লইয়া এই দ্বীপে আসিতেছিলেন, তাহা সংসাধনের সম্ভাবনা কতটুকু, ধূর্ত্ত আমেদ বেন্-হাসেনের বাটে তিনি উঠিতে পারিবেন কি না, তাহার শেষ ফল কি হইবে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করিতেছিলেন।—প্রায় পনের মিনিট পরে জাহাজখানি নোঙ্গর করিলে ডড্‌লে তীরে অবতরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলেন; এবং সেই নৌকায় লাট-প্রাসাদের অদূরস্থ জেঠিতে অবতরণ করিলেন। তাহাকে জাহাজ হইতে নামিতে দেখিয়া একদল দেশীয় কুলি তাঁহার লট-বহর লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল।—তিনি তাহাদের ভিতর হইতে একটি নিরীহ-প্রকৃতির লোক বাছিয়া লইয়া অন্য সকলকে বিদায় করিলেন। সেই

কুলিটা তাঁহার আদেশে তাঁহার মাল-পত্র ঘাড়ে লইয়া ব্রিটীশ কন্সলের গৃহাভি মুখে অগ্রসর হইল।

মিঃ ডড্‌লে ব্রিটীশ কন্সলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কন্সল তাঁহাে বলিলেন, "মিঃ ডড্‌লে, তুমি কেমন আছ? তোমাকে হঠাৎ এখানে দেখিবা আশা করি নাই, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছি। আমা বিশ্বাস ছিল—এখন তুমি কেপ্ টাউনেই থাকিবে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি আমাদের এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণের একখানি প আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি। সেই পত্রখানি পাঠ করিলেই আপ বুঝিতে পারিবেন—আমি হঠাৎ এখানে কেন আসিয়াছি।"

ডড্‌লে এড্‌মিরাল-প্রদত্ত পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া কন্সলে হস্তে প্রদান করিলেন। কন্সল মহাশয় পত্রখানি খুলিয়া দুই তিনবার অ সাবধানে তাহা পাঠ করিলেন। তিনি পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া পত্রখানি তাঁহা টেবিলের দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর কন্সল গম্ভীরভাবে ডড্‌লেকে বলিলেন, "তুমি যে কাযের ভা লইয়া আসিয়াছ, তাহা যেমন কঠিন, সেইরূপ সঙ্কটজনক। সত্যই ইহা অত্য বিপদের কায।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তাহা কি আর আমি বুঝিতে পারি নাই?—কি যতই বিপদের আশঙ্কা থাক—আমাকে সাবধানে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপনি আমাকে যথাশক্তি সাহায্য করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব আমি এড্‌মিরাল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি আপনি এই কার্য্যে আমাে সাহায্য করিবেন।

কন্সল পূর্ণ একমিনিট কাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিলে "তোমাকে সাহায্য করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই; আ যে যথাশক্তি তোমাকে সাহায্য করিব এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তুমি কত বড় বিপদকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছ, তাহা বোধ হয় তোমাকে ঠি বুঝাইতে পারিব না। যে লোকটির সহিত তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিে

হইবে; সে অতি ভয়ঙ্কর লোক! সে জানে তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই; এখন যদি সে আমাদের হাতে ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহার সকল আশা-ভরসা বিলুপ্ত হইবে। যদি সে কোন কৌশলে তোমাকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষার আশা থাকিবে না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "সে কথা আমার জানা আছে। বিপদের আশঙ্কা প্রবল বলিয়াই এই কার্য্য সাধনের জন্য আমার অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ হইয়াছে। যেরূপে হউক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প।"

কন্সল বলিলেন, "তাহা হইলে আমার আর কিছুই বলিবার নাই। অতঃপর কি করিতে হইবে, প্রথমে তাহার আলোচনা আবশ্যক। এড্‌মিরালও লিখিয়াছেন—তেমন তাড়াতাড়ি করা সঙ্গত হইবে না, তাহাতে সকল চেষ্টা বিফল হইতে পারে। তোমাকে সাহায্য করিতে হইলে আমাকে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাযে হাত দিতে হইবে। প্রথমে ত তোমাকে মিসেস্ স্পরফিল্ডের সহিত পরিচিত করি; তুমি বোধ হয় পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখ নাই।"

কন্সলের স্ত্রী অন্য একটি কক্ষে বসিয়া সূচীকর্ম্ম করিতেছিলেন, কন্সল ডড্‌লেকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই রমণী যেরূপ সুন্দরী সেইরূপ গুণবতী; তাঁহার গুণের জন্য সে অঞ্চলের সকল লোকই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তিনি কতদিন বিপন্ন ব্যক্তিকে গোপনে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, কত-রোগাতুরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

কন্সল তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, মিঃ ডড্‌লেকে তোমার সহিত পরিচিত করিবার জন্য আনিয়াছি। ইনি কেপ্‌টাউন হইতে এইমাত্র এখানে আসিয়াছেন। আমার অনুরোধে ইনি কয়েকদিন এখানে থাকিতে সম্মত হইয়াছেন।"

ডড্‌লে মোজাম্বিকে কেন আসিয়াছেন, একথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্বামীর ইঙ্গিত বুঝিয়া মিসেস্ স্পরফিল্ড ডড্‌লেকে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেন না। তিনি মধুর স্বরে ডড্‌লেকে বলিলেন, "আপনি দয়া

করিয়া কয়েকদিন আমাদের এখানে থাকিলে বড়ই সুখী হইব। আমাদের স্বদেশের ,কোন্ লোককে অতিথিরূপে পাওয়া আমি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। আমাদের দেশের লোক কয়জনই বা এখানে আসেন? আপনি আজ অপরাহ্নে 'ডিউসি অস্ আফ্রিকা' কোম্পানীর জাহাজে এখানে আসিয়াছেন বুঝি?"

ডড্‌লে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকা-সম্বন্ধে নানাপ্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। দিবাকর অনেক পূর্ব্বেই অস্তগমন করিয়াছিলেন, কন্সলের গৃহচূড়া হইতে সান্ধ্যপ্রকৃতির সুন্দর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ডড্‌লে মোহিত হইলেন। তিনি সেইস্থানে বসিয়া তালীকুঞ্জের অন্তরালবর্ত্তী সুনীল সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কত বিভিন্ন আকারের নৌকা, জাহাজ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

ডড্‌লে আহারান্তে কন্সলের সহিত গৃহচূড়ায় প্রত্যাগমন করিলেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের গল্প চলিল। কন্সল-পত্নীও তাঁহাদের গল্পে যোগদান করিলেন। কয়েক ঘণ্টার পর কন্সল-পত্নী বুঝিলেন—তাঁহার স্বামীর সহিত ডড্‌লের গোপনীয় কথা থাকাই সম্ভব।—সুতরাং তিনি তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন কন্সল তাঁহার চেয়ারখানি ডড্‌লের আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "তুমি যে কার্য্যের ভার লইয়া এখানে আসিয়াছ, আমি ইতিমধ্যেই তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিয়াছি।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম; এসকল গুরুতর কার্য্যে বিলম্ব না করাই ভাল; কিন্তু আপনি কতটুকু কি করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

কন্সল বলিলেন, "নিশ্চয়ই পার। একজন লোকের সন্ধান লওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বলিয়া, সে এখন কোথায় আছে আমি তাহারই খোঁজ লইয়াছি। এই লোকটির সহায়তা গ্রহণ তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য; অধিক কি, তোমার কাযের জন্য যে সকল লোকের সহায়তা চাই, এই লোকটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনি ঠিক কাযই করিয়াছেন, কিন্তু এই লোকটি কে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

কন্সল বলিলেন, "তাহার নাম সামওয়েলি ; সে জাতিতে নিগ্রো এবং সোয়াহিলী দেশের লোক ; বিষয়-কর্ম্মানুসন্ধানে সে আফ্রিকার উপকূলে পরিভ্রমণ করে। তাহার সাহায্য পাইলে তোমার যত উপকার হইবে—এরূপ আর কিছুতেই হইবে না। লোকটি বিশ্বাসী, বাধ্য, সাহসী এবং সাধুপ্রকৃতি ; বিশেষতঃ সে আমেদ বেন্‌-হাসেনকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আমেদ বেন্ মুসলমান বলিয়া যে সে ঘৃণা করে এরূপ মনে করিও না, তাহার এই বদ্ধমূল ঘৃণার অন্য কারণ আছে। আমি সামওয়েলিকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি, আজ রাত্রে তাহার এখানে আসিবার কথা আছে ; বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে। সে আসিলে আমি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

প্রায় দশ মিনিট পরে পূর্ব্বোক্ত নিগ্রো কন্সলের গৃহে উপস্থিত হইলে ভৃত্য আসিয়া তাহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কন্সল তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। দুই মিনিটের মধ্যে সে কন্সলের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। ডড্‌লে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; লোকটা ছয় ফিট দীর্ঘ, চুলগুলি কোঁকড়ান—উর্ণার ন্যায়। মাথায় জাঞ্জিবারি টুপী। শরীর যেন অসুরের শরীরের মত। সে হাসিয়া কন্সলকে অভিবাদন করিল। তাহার সেই হাসি শিশুর হাসির মত সরল।

কন্সল স্পরফিল্ড ডড্‌লেকে বলিলেন, "তুমি সোয়াহিলীদের ভাষা জানিতে ত ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, জানি এক রকম।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "ভাল কথা। আর না জানিলেও কোন ক্ষতি ছিল না ; সামওয়েলি পৃথিবীর নানা ভাষায় কথা কহিতে পারে—বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষা সে অনর্গল বলিতে পারে। যাহা হউক, এখন কায আরম্ভ করা যাউক।—সামওয়েলি, তুমি বোধ হয় আমেদ বেন্‌-হাসেনের নাম শুনিয়াছ ?"

সামওয়েলির মুখমণ্ডল হঠাৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ

হইয়া উঠিল ; ডড্‌লে বুঝিলেন, সে আমেদ বেন্‌কে কেবল চেনে না, তাহাে
হাতে পাইলে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করে।

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "সামওয়েলি, আমি সংবাদ পাইয়াছি, আমেদ বেন হাসেন কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ লুকাইয়া হ্রদ-সন্নিহিত প্রদেশে লইয় যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার এই চেষ্টা বিফল করিতে চাই,বুঝিয়াছ ?

সামওয়েলি অত্যন্ত খুসী হইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, যেন কথাট তাহার মনের মত হইয়াছে।

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন,"আমেদ বেন্ একখানি বোট লইয়া কমোরো দ্বীপে সন্নিকটে একখানি জাহাজের নিকট যাইবে স্থির করিয়াছে। সে সেই জাহাা হইতে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ তাহার নৌকায় তুলিয়া লইবে তাহার পর নদীপথে তাহার আড্ডার দিকে অগ্রসর হইবে ;" কিন্তু তাহাবে ইহা করিতে দেওয়া হইবে না। যদি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহা অস্ত্রশস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইতে পার—তাহা হইলে তুমি আশাতীত পুরস্কা পাইবে।—তাহার সেই বোটখানি এখন কোথায় এ সন্ধান জান কি ?"

সামওয়েলি বলিল, "না, তাহা জানি না হুজুর, কিন্তু এ বিষয়ের সন্ধাı লওয়া তেমন কঠিন নহে।

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "তবে যাও, অবিলম্বে এই সন্ধান লইয়া আমা সহিত দেখা করিবে।—কেবল তাহাই নহে, আমেদ বেনের কে কে সঙ্গ আছে, কোন্ সময়ে তাহারা জাহাজের কাছে যাইবে, তাহাও জানা চাই আমার এই বন্ধুটি আমার স্বজাতি, ইনিও আমাদের দেশের স্থানীয় চাকরী করেন ; ইনি আমেদ বেনের নৌকায় যাইবেন। তুমি আমেদ বেন্‌কে গ্রেপ্তা করিয়া তাহার নৌকা লইয়া জাঞ্জিবারে যাইবে। কিন্তু যদি আমেদ বে কোন ক্রমে এই সকল ব্যাপারের সন্ধান পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তোমা দিগকে হত্যা করিবে। তুমি এ সকল সংবাদ অতি গোপনে আমার নিকট লইয় আসিবে। কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে আমি তোমার পুরস্কার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিব।—এখন যাও।"

নিগ্রো মিঃ স্পরফিল্ডকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে মিঃ স্পরফিল্ড ডড্‌লেকে বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছায় যে কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমি তাহা হইতে কখন সাহস করিতাম না। সুখের বিষয়, তোমার জন্য সংসারে কেহ শোক করিবার নাই, তোমার উপর নির্ভর করিতেও কেহ নাই। যদি তোমার স্ত্রী-পুত্রাদি থাকিত, তাহা হইলে এরূপ সঙ্কটজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করা সঙ্গত হইত না।—রাত্রি হইয়াছে, এখন শয়ন কর; পরের চিন্তা পরে করিও।"

মিঃ স্পরফিল্ড ডড্‌লেকে একটি শয়ন-কক্ষে লইয়া চলিলেন। মিঃ স্পরফিল্ড তাঁহার নিকট বিদায় লইলে তিনি শয়ন করিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন; জুয়ার আড্ডায় ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের যে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অভিযানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে মিস্ এরস্‌কাইনের মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু চিন্তার বিরাম কোথায়?—অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া মশারি ফেলিলেন।

কতক্ষণ তিনি ঘুমাইয়াছিলেন বলা যায় না; হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার বোধ হইল—কে তাঁহার মশারির ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার কণ্ঠ স্পর্শ করিতেছে! তিনি তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া উভয় হস্তে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহার আততায়ী তাঁহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা প্রয়োগ করিল; কিন্তু অন্ধকারে ছুরিকাখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ডড্‌লে তাঁহার আততায়ীকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকে বসিলেন, এবং তাহার হাত হইতে ছোরাখানি কাড়িয়া লইয়া তাহার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুইজনে ধস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইল; শেষে উভয়েই খাটের উপর হইতে মেঝের উপর পড়িয়া লুটাপুটি ও ঝটাপটি! ডড্‌লের আততায়ী যে-ই হউক, লোকটি যে দীর্ঘদেহ, বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ডড্‌লে কাপুরুষ ছিলেন না; তাঁহার দেহেও অসুরের মত বল ছিল, তাহার উপর তিনি ব্যায়ামে সুদক্ষ ছিলেন। উভয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও তাহাতে কোন

রূপ শব্দ হয় নাই।" কিছুকাল নিঃশব্দে যুদ্ধ করিবার পর একটি টেবিলে উভয়ের দেহের ধাক্কা লাগিল। সেই ধাক্কায় টেবিলখানি হুড়মুড়-শব্দে উল্টাইয় পড়িল। ডড্‌লের আততায়ী নীচে পড়িল, ডড্‌লে তাহার দেহের উপর চাপিয়া পড়িলেন, এবং তাহার বক্ষস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক উভয় পার্শ্বে তাহার হাত দুইখানি এরূপ দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিলেন যে,সে হাত নড়াইতেও পারিল না। —টেবিল পতনের শব্দে গৃহবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কন্সল মহাশয় একটি বাতি লইয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কন্সল উভয়কে তদবস্থ দেখিয়া মিঃ ডড্‌লেকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি কাণ্ড! কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "কি জানি মহাশয়! আমি ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ জাগিয়া দেখি এই লোকটা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, বোধ হয় আমাকে খুন করিতেই আসিয়াছিল। আমি দুর্ব্বল হইলে এতক্ষণ বোধ করি আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতেন না। আপনি শীঘ্র দুইজন ভৃত্যকে আমার সাহায্যের জন্য পাঠাইলে ভাল হয়, নতুবা এই শয়তানটা আমাকে ঠেলিয়া উঠিয়া পলাইবে। তেল মাখিয়া আসিয়াছে না কি? রাস্কেলটার শরীর কি পিচ্ছিল!—বেটা যেন পাঁকাল মাছ!"

কন্সল সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া দুইজন ভৃত্যকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা তাঁহার সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদের সাহায্যে ডড্‌লে তাঁহার আক্রমণকারীকে ভূমিশয্যা হইতে টানিয়া তুলিলেন। সে দণ্ডায়মান হইলেও আলোকের অল্পতা বশতঃ কন্সল বা তাঁহার ভৃত্যেরা তাহাকে চিনিতে পারিল না; তখন আরও কয়েকটি প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা আনীত হইল। সেই আলোকে তাহারা আততায়ীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—সে একটা জোয়ান আরব; তাহার মুখখানি অত্যন্ত কুৎসিত।

আরবটা অবিলম্বে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হইল। অনন্তর কন্সল সাহেব বলিলেন, "ডড্‌লে, ব্যাপার কি আমায় খুলিয়া বল।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমার বিশেষ কিছুই বলিবার নাই, কারণ আপনারা যাহা দেখিতেছেন তদতিরিক্ত কিছুই আমি জানি না। প্রায় দশমিনিট পূর্ব্বে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই রাস্কেলটা তৎপূর্ব্বেই আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহার হাতে ঐ তীক্ষ্ণধার ক্রিচ্‌খানি ছিল; কিন্তু আমি আহত হই নাই, কারণ, আমি চক্ষুর নিমিষে উহাকে আক্রমণ করিয়া উহার বুকে চাপিয়া বসি। তাহার পর উভয়ে ধস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে খাটের উপর হইতে মাটীতে পড়ি। আমাদের শরীরের ধাক্কায় টেবিলখানি হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়; সেই শব্দে আপনারা এই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন।"

কন্সল সাহেব বলিলেন, "তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি। তুমি এ যাত্রা বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছ।"

ডড্‌লে হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় পরমায়ু ছিল—তাই বাঁচিয়াছি, নতুবা ঐ ছুরি যদি বুকে বিঁধিত, তাহা হইলে বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না; যাহা হউক—এই লোকটা কে,কেনই বা আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল,—তাহা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।"

কন্সল সাহেব আরব্য ভাষায় আরবটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে? কি জন্যই বা এই ভদ্রলোকটিকে খুন করিতে আসিয়াছিলি?"

কিন্তু আরবটা মিঃ স্পরফিল্ডের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে ক্ষোভে তাহার গোল গোল ভাঁটার মত চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল!—যাহা হউক, বিস্তর পীড়াপীড়ির পর আরবটা মাথা নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল, সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছে না! কিন্তু কোন্ ভাষায় প্রশ্ন করিলে এই দুর্ব্বৃত্ত তাহা বুঝিতে পারিবে—মিঃ স্পরফিল্ড তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল বুঝিয়া তিনি ডড্‌লেকে বলিলেন, "আমার বোধ হয় এই হতভাগাটা চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথমে তোমাকে সাবাড় করিয়া পরে নির্ব্বিঘ্নে চুরি করিবে—এই মতলবেই সম্ভবতঃ তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল; তোমার কিরূপ ধারণা?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য কি না আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু যদি চুরী করাই উহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি আমার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া না পড়িয়া প্রথমেই আমাকে আক্রমণ করিত ? আমি ঘুমাইতেছিলাম, সেই সুযোগে চুরী করিয়া চম্পট না দিয়া প্রথমেই আমাকে আক্রমণ করিল কেন ?—আমার কোন জিনিস-পত্র চুরী যায় নাই।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার বটে ! আমি এ বাড়ীতে আসিবার পর এরূপ ঘটনা আর কখন ঘটে নাই। আমি অবিলম্বে উহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিব। তাহার পর কাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিব। আমার বাড়ীতে চোর ! আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে ? আমার বাড়ীতে আসিয়া তোমাকে এই প্রকার বিপন্ন হইতে হইল—ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। তোমার শান্তিভঙ্গের জন্য আমিই কতকটা দায়ী।"

ডড্‌লে বলিলেন "না, না, আপনি ও-রকম কথা বলিবেন না। আমার বিপদের জন্য আপনি বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। যাহা হউক, লোকটা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া যে আপনাকে আক্রমণ করে নাই, ইহাই সুখের বিষয়। আপনার শয়ন-কক্ষে এই ব্যাপার ঘটিলে মিসেস্ স্পরফিল্ডের আতঙ্কের সীমা থাকিত না। আপনি আমার জন্য ভাবিবেন না ; আমি আহত হই নাই, আমার শরীরে দুই একটা সামান্য ছড় গিয়াছে মাত্র। আপনি এখন শয়ন করিতে যান।"

মিঃ স্পরফিল্ড সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে ডড্‌লে পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন। অন্য কোন লোকের এরূপ বিপদ ঘটিলে সেই রাত্রে পুনর্ব্বার তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত কি না সন্দেহ ; কিন্তু ডড্‌লে এরূপ অনন্যসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন যে, শয়ন করিবার পর দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। মিঃ স্পরফিল্ড আরব আততায়ীকে পুলিশে চালান দেওয়ার জন্য লইয়া চলিলেন।

ডড্‌লে নিদ্রিত হইলেও সে-রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না ; রাত্রি-শেষে তিনি এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিলেন ! তাঁহার মনে হইল, তিনি একখানি দেশীয়

বোটের উপর আমেদ বেন্‌-হাসেনের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের 'ফ্ল্যাগ সিপের'র একখানি ছোট ষ্টীমার অদূরে দাঁড়াইয়া ধূম্রোদ্গিরণ করিতেছে; এবং সেই ষ্টীমারখানির ডেকের উপর আধ ডজন খালাসী কয়লা ভাঙ্গিবার হাতুড়ী ও জ্বলন্ত কয়লা সরাইবার হাতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন সুযোগ পাইলেই তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিবে।—এইভাবে উভয়ের যুদ্ধ চলিতে লাগিল; বোটখানিও মোজাম্বিক প্রণালীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। হাঙ্গর-গুলা জল হইতে মুখ তুলিয়া নির্ণিমেষ নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন উভয়ে যুদ্ধ করিতে-করিতে জলে পড়িলেই তাহাদের ফলার! তিনি আরও দেখিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দীপ্ত সূর্য্য-রশ্মিতে ঝক্‌-মক্‌ করিতেছে; অথচ একখানি হাতপাখা ভিন্ন আত্মরক্ষার কোন সম্বল তাঁহার নিকট নাই!—তাঁহার মনে পড়িল—তিনি মিস্‌ এরস্‌কাইনের হাতে সেই পাখাখানি দেখিয়াছিলেন। ল্যাট সাহেবের বাড়ীতে নাচের দিন সেই পাখা তাঁহার হাতে ছিল।—পাখার হাতল সোণা-বাঁধা, তাহার উপর মিস্‌ এরস্‌কাইনের নাম খোদিত। হঠাৎ সেই আরবটা বামহস্তে তাঁহার কণ্ঠনালি দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিল,এবং তাহার হস্তস্থিত ছুরিকা-খানি তাঁহার কণ্ঠের নিম্নভাগে আমূল প্রোথিত করিল।—সঙ্গে সঙ্গে ডড্‌লের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, ঘর্ম্মধারায় বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে!

আবার তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন, এবার তন্দ্রা আসিতে-না-আসিতে আর এক উৎকট স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন দিগন্তব্যাপী অকূল সমুদ্রে এক-খানি বোট ভাসিতেছে। বোটখানি কোনও জাহাজের ডীঙ্গী। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিকে কূল-কিনারা দেখা যাইতেছে না। কোনদিকে একখানিও জাহাজ নাই। তিনি প্রথমে সেই বোটে কোন লোক দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু কিছুক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিবার পর—বোধ হইল, বোটের উপর একজন মানুষ রহিয়াছে। তিনি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বোটের আরও নিকটে উপস্থিত হইলেন; তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, লোকটি জীবিত নাই, মরিয়া গিয়াছে।—তিনি বোটে উঠিয়া সেই মৃতদেহটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু

তাহার মুখখানি দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির যে মুখ দেখিয়াছিলেন, সে মুখ যেন তাঁহারই মুখ! অকূল সমুদ্রে জন-সমাগমশূন্য বোটে তাঁহার মৃতদেহ! তাঁহার মৃতদেহ বক্ষে ধরিয়া বোটখানি অসীম সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশযাত্রা করিয়াছে!—নিদ্রাভঙ্গেও ডড্‌লে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের ধারা বহিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, তাহার পর উৎকণ্ঠিত-চিত্তে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে, বাতায়ন-পথে প্রভাতের আলোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

নিদ্রাভঙ্গে তিনি প্রফুল্ল হইবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল; তাঁহার চক্ষু হইতে উৎকণ্ঠা ও ভীতি-বিহ্বল ভাব বিদূরিত হইল না। যাহা হউক, তিনি প্রভাতেই শীতল জলে স্নান করিলেন। স্নানান্তে তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল, মনের ভারও অনেকটা লঘু হইল।

ঘণ্টাখানেক পরে মিঃ স্পরফিল্ড ডড্‌লেকে লইয়া তাঁহার আফিসে গিয়া বসিলেন। দুইখানি চেয়ারে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া কন্সল সাহেব ডড্‌লেকে বলিলেন, "আমি গত রাত্রির দুর্ঘটনাটার কথাই ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। উহাকে তোমার জিনিস-পত্র চুরি করিতে দেখিলে যদি প্রথমে তুমিই আক্রমণ করিতে, তাহা হইলে এই কাণ্ডের একটা সঙ্গত কারণ স্থির করিতে পারিতাম; কিন্তু ঘটনাটা যে উল্টা রকমের হইয়াছিল! সে যখন তোমাকে আক্রমণ করে—তখন তুমি নিদ্রিত; চুরি করিবার মতলব থাকিলে সে গৃহবাসী নিদ্রিত লোককে কেন আক্রমণ করিবে? এইখানেই বুঝিবার গোল হইতেছে। যাহা হউক, পুলিশ কি রহস্যভেদ করে তাহা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি; লোকটার পরিচয়ও তাহাদের জানা থাকিতে পারে। আমার বাড়ীতে এ রকম কাণ্ড!—বড়ই লজ্জার কথা।"

মিঃ ডড্‌লে বলিলেন, "ইহাতে আর লজ্জা কি?—ইহা আরবটার দুঃসাহসেরই নিদর্শন। আমাকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে; আত্মগোপন করা বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমেদ বেন্-হাসেন যদি আমার উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও

জানিতে পারে—তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব হইবে।—এবার সে পলাইতে পারিলে, আমরা আর কখন তাহাকে হাতে পাইব-না।"

কন্সল সাহেব আড়ষ্ট ভাবে বলিলেন, "সে কথা বড় মিথ্যা নহে; দেখা যাউক, কোথাকার জল কোথা গিয়া দাঁড়ায়।"

এক ঘণ্টা পরে কন্সল সাহেব ডড্‌লেকে সঙ্গে লইয়া লাট-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন; লাট সাহেব তাঁহাদিগকে জানাইলেন, শীঘ্রই এই ব্যাপারের যথাযোগ্য তদন্ত হইবে। মিঃ স্পরফিল্ডের নিকট ডড্‌লের পরিচয় পাইয়া লাট সাহেব সুখী হইলেন। কন্সলের গৃহে তাঁহার ন্যায় সম্মানিত অতিথি লাঞ্ছিত হওয়ায়, লাট সাহেব তাঁহার নিকট অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন; তাহার পর তিনি ডড্‌লেকে বলিলেন,"এই দুর্ব্বৃত্তকে যে যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করা হইবে,—এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। আমি স্বয়ং উৎপীড়িত হইলেও এতদূর মর্ম্মাহত হইতাম না। আমার শাসনাধীন রাজ্যে—ব্রিটীশ কন্সলের গৃহে আরব-হস্তে আপনার লাঞ্ছনা!—এ অত্যাচার অসহ্য। ডোমিঙ্গো, আমার আদেশ পালন করিয়াছ?"

ডোমিঙ্গো লাট সাহেবের এডি-কং।—সে বলিল, "হাঁ, আপনার আদেশ পালিত হইয়াছে।"

লাট সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে আসামীকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে হাজির কর। মহাশয়, আপনারা একটু কাফি পান করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন; আর একটা চুরুট?"

কন্সল লাট সাহেব-প্রদত্ত কদলীবৎ স্থূল চুরুটটি মুখে গুঁজিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন; তাহার পর তাঁহার মুখ-গহ্বর হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যদ্গম আরম্ভ হইল। কয়েক মিনিট পরে বন্দী আরবটা সেই স্থানে আনীত হইল। তাহার বিকট চেহারা দেখিলে অত্যন্ত সাহসী ইউরোপীয় বীর পুরুষেরও বুক কাঁপিয়া উঠে! তাহার মুখখানি ডালকুত্তার মুখের মত, তাহার চক্ষুদু'টি সাপের চক্ষুর মত পিট্‌-পিট্‌ করিতেছিল, তাহার দৃষ্টি ক্রূরতা ও খলতাপূর্ণ। সে যে আরব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। গবর্ণর সাহেব

তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে একটি কথারও উত্তর দিল না ; তালগাছের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে মিট্-মিট্ করিয়া চাহিতে লাগিল।—সেই দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না, বরং স্পর্দ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছিল। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া পর্টুগীজ গবর্ণরের ক্রোধসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুই কি মতলবে রাত্রিকালে কন্সল সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া এই ভদ্রলোকটিকে আক্রমণ করিয়াছিলি, তোর দলে কোন্ কোন্ লোক আছে,—এ কথা না বলিলে ছুরি দিয়া তোর যকৃত খণ্ড-খণ্ড করাইয়া ফেলিব।"—রাগে তাঁহার মোটা কাল গোঁফজোড়াটা ফুলিয়া উঠিল।

কিন্তু আরবটা খাতির-নদারৎ!—ভয় প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না। তাহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির করিতে পারা গেল না! তখন গবর্ণর সাহেব বলিলেন, "এখন উহাকে লইয়া যাও, হতভাগা এখন কথা কহিতেছে না; কিন্তু চাবুকের চোটে উহার মুখে কথা ফুটিবে। পিঠে শপাশপ্ চাবুক পড়িবে, আর মুখে কথার খৈ ফুটিবে।—তাহার পর উহার কি শাস্তি হয়—তাহা আপনারা শুনিতেই পাইবেন।"

অনন্তর ডড্‌লে কন্সলের সহিত তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন অপরাহ্ণকালে তিনি তাঁহার কক্ষে বসিয়া চিঠি-পত্র লিখিতে লাগিলেন।—কিছুকাল পরে মিঃ স্পারফিল্ড হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে! আসামীকে আজ সকালে জেলখানায় লইয়া যাইবার সময় সে পলাইয়াছে।—এ কথা শুনিলে লাট সাহেব চটিয়া আগুণ হইবেন, কিন্তু,—"

ডড্‌লে বলিলেন, "সব বুঝিয়াছি।—যাহাদের ত্রুটিতে আসামী পলাইয়াছে—তিনি তাহাদের ফাঁসি দিবেন; আসামীকে ধরিতে পারিলে তাহাকে জীবন্ত গোরে পুঁতিবেন;—সব হইবে,কিন্তু তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি আন্তরিক চেষ্টা করিবেন কি? আসামী পলাইয়াছে, সুতরাং এই ব্যাপার কি দুর্ভেদ্য রহস্য-সমাচ্ছন্ন—তাহা আর জানিবার উপায় রহিল না।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "এই রহস্যজাল ভেদ করা বোঁধ হয় অসম্ভব হইবে। আমি গবর্ণরকে জানাইয়াছি, তিনি আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করুন।—আমার একটা বড় ভুল হইয়াছে ; সামওয়েলি এখানে আসিলে আরবটাকে পুলিশের হাতে দিলেই ভাল হইত। সামওয়েলি নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিতে পারিত ; তাহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিতেও পারিত।"

ডড্‌লে বলিলেন, "সামওয়েলির সহিত কি আমাদের শীঘ্র দেখা হইবার আশা আছে ? ক্রমেই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে ; আমেদ বেন্-হাসেন আমাদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া ইতিমধ্যে পলাইতে না পারে।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সামওয়েলি নিশ্চয়ই তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে।"

তাঁহারা বাতায়ন-সন্নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন ; হঠাৎ রাজপথে একটি ফেরিওয়ালার আবির্ভাব হইল। তাহার কাঁধে একটি প্রকাণ্ড বোঁচ্‌কা, সেই বোঁচ্‌কায় নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য ছিল। সে মিঃ স্পরফিল্ড ও ডড্‌লেকে গল্প করিতে দেখিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিল,—"হুজুর, কিছু সওদা করিবেন ? আমার কাছে নানা রকম মনোহারী জিনিস আছে।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "না, আমার কিছু কিনিবার আবশ্যক নাই।"

ডড্‌লে ফেরিওয়ালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মিঃ স্পরফিল্ডকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "উহাকে ভিতরে ডাকুন, আমরা উহার জিনিসগুলি কিনিব।"

মিঃ স্পরফিল্ড সবিস্ময়ে ডড্‌লের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হঠাৎ তোমার এ সখ হইল কেন ?"

মিঃ ডড্‌লে বলিলেন, "লোকটাকে চিনিতে পারিলেন না ? এ যে আপনারই সামওয়েলি !"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফেরিওয়ালাকে তৎক্ষণাৎ ভিতরে ডাকিয়া আনা হইল। লোকটার পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য ছিল ; সে ফেরিওয়ালা হইলেও ভারতবর্ষীয় ফকিরের মত তাহার পরিচ্ছদ !—তাহার অঙ্গে একটি প্রকাণ্ড আল্‌খেল্লা, গলায় ফুতি ও স্ফটিকের মালা, মাথায় দরবেশের মত চুল ;—অথচ কাঁধে পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বোঁচ্‌কা ! ডড্‌লে বলিলেন, "ফেরিওয়ালারা কখনও এরূপ পরিচ্ছদে বাহির হয় না ; আমি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ছিলাম,ইহার ফকিরের পোষাক দেখিয়াই আমার সন্দেহ হয় —এ কখন আসল ফেরিওয়ালা নহে। এতদ্ভিন্ন উহার চক্ষু দুইটি দেখিয়াও উহাকে চিনিয়াছিলাম।"

সামওয়েলি তাহার কাঁধের বোঁচ্‌কা নামাইয়া রাখিয়া মিঃ স্পরফিল্ডকে অভিবাদন করিল ; মিঃ স্পরফিল্ড তাহাকে বলিলেন, "সামওয়েলি, ছদ্মবেশে তোমাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই, তোমার বাহাদুরী আছে।—তুমি শীঘ্র ফিরিয়াছ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি ; আশা করি কোন নূতন খবর দিতে পারিবে।"

সামওয়েলি বলিল, "হাঁ, কিছু কিছু নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি বৈ কি ! আমি আমেদ বেন্‌-হাসেনকে দেখিয়া আসিয়াছি, সেই কুত্তির বাচ্চা কি মতলব আঁটিয়াছে, তাহাও জানিতে পারিয়াছি।"

স্পরফিল্ড বলিলেন, "বটে !—তাহার বোটখানি এখন কোথায় নোঙ্গর করিয়াছে ?"

সামওয়েলি বলিল, "তাহার 'ধাও' (বোট) মাজাজিমা উপসাগরে নোঙ্গর করিয়া আছে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "সে যে মোজাম্বিক হইতে বহুদূর ! সে এই অঞ্চল হইতে যাত্রা না করিয়া মাজাজিমা উপসাগরে আড্ডা লইয়াছে কেন বলিতে

পার ? আমি তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি ইহা কি সে জানিতে পারিয়াছে ?"

সামওয়েলি বলিল, "ইংরাজের জাহাজ তাহার 'ধাও' আক্রমণ করিতে পারে, এই ভয়ে সে মুহিবিদিতে (মোজাম্বিকে) আসে নাই।"

সামওয়েলির কথা শুনিয়া ডড্‌লে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ; সে যদি মোজাম্বিকে না আসে, তাহা হইলে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। ডড্‌লে ব্যগ্রভাবে সামওয়েলিকে বলিলেন, "আমেদ বেন্‌-হাসেন কি আমার মতলব জানিতে পারিয়াছে ?"

সামওয়েলি মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ হুজুর, তাহা জানিতে পারে নাই ; তবে সে এ সন্ধান পাইয়াছে যে, ইংরাজ মুহিবিদিতে উপস্থিত হইয়াছেন।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়াছি তাহা সে কিরূপে জানিতে পারিল ?"

সামওয়েলি বলিল, "তাহা জানি না হুজুর !—তবে সে যে ইহা জানিতে পারিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খোদার ফজলে আমরা এই কুত্তাটাকে 'জবে' করিব, এ কথা স্থির জানিবেন। হুজুর কি এখনও তাহার 'ধাও' ধরিতে যাইবার জন্য উৎসুক আছেন ?"

মিঃ ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, তোমার কথা শুনিয়াও আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। কিন্তু আমি এখানে আসিয়াছি শুনিয়া সে ত আর এ অঞ্চলে আসিতেছে না; এ অবস্থায় কিরূপে আমার আশা পূর্ণ হইবে ?"

সামওয়েলি বলিল, "আমি এখানে আসিতে-আসিতে সে কথা চিন্তা করিয়াছি ; উপায়ও স্থির করিয়াছি। এই আমেদ বেন্‌-হাসেনটা একটা মস্ত বেয়াকুফ্‌, বেয়াকুফের বেটা বেয়াকুফ্‌! সে মনে করে তাহার মত চতুর লোক দুনিয়ায় আর কেহ নাই ; কিন্তু শীঘ্রই সে জানিতে পারিবে—তাহার অপেক্ষাও চতুর লোক আছে। সে যখন তাহার 'ধাও' লইয়া যাত্রা করিবে—তখন সে দশজন খালাসী লইবে ; আমি যে তাহার খালাসীদের মধ্যে

একজন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আমাকে অতি সাবধানে এই কাযটি লইতে হইবে, নতুবা সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে।"

ডড্‌লে বলিলেন,"তুমি বেশ ভাল কথাই বলিয়াছ; কিন্তু আমি কি কৌশলে তাহার সঙ্গ লইব, তাহা ত বলিলে না।"

সামওয়েলি বলিল, "সেজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব। আমেদ বেন্‌-হাসেন অদৃষ্টবাদী, তাহার কুসংস্কারের অন্ত নাই! ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই সুবিধার কথা। আরবদের বিশ্বাস, যে সকল লোকের মাথা খারাপ, তাহাদের দেখিলে যাত্রা সফল হয়; আমেদেরও এইরকম সংস্কার আছে।"

ডড্‌লে স্পারফিল্ডকে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। শুনিয়াছি আরবেরা কোন কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার সময় যদি পথিমধ্যে কোন উন্মাদ বা বিকৃতমস্তিষ্ক লোককে দেখিতে পায়, তাহা হইলে মনে করে তাহার আশা পূর্ণ হইবে। সামওয়েলি বোধ হয় সেই কথাই বলিতেছে।"—অনন্তর তিনি সামওয়েলিকে বলিলেন, "তুমি কি আমেদ বেন্‌-হাসেনকে এ কথা বলিয়াছিলে?"

সামওয়েলি বলিল, "হাঁ হুজুর, আমি দরবেশের ছদ্মবেশে সেই কুত্তার সহিত দেখা করিয়াছিলাম; তাহাকে বলিয়াছি যাত্রাকালে কোন দেওয়ানার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার কার্য্যসিদ্ধি। আমাদের মতলব হাসিল করিবার জন্যই এই চাল চালিয়াছি।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তুমি খুব ভাল চাল চালিয়াছ, ইহা অপেক্ষা ভাল ফন্দী আর কিছুই নাই; সামওয়েলি, তুমি বড় বুদ্ধিমান। তোমার মতলব বুঝিয়াছি, আমি পাগল সাজিয়া তাহার সম্মুখে যাই—ইহাই বোধ হয় তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমি কি করিয়া পাগল সাজিব? মিঃ স্পারফিল্ড, আপনি কোন উপায় স্থির করিতে পারেন?"

মিঃ স্পারফিল্ড বলিলেন,"চতুর সামওয়েলিই সে কথা তোমাকে বলিয়া দিবে। এ সকল বিষয়ে তাহার মাথা খুব পরিষ্কার।"

ডড্‌লে সামওয়েলিকে এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল, "কাযটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না ; কিন্তু হুজুর যদি আরবী না জানেন, তাহা হইলে মুস্কিলের কথা বটে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি আরবীতে কথা কহিতে পারি বটে, কিন্তু আমেদ বেন্-হাসেনের মত তাড়াতাড়ি বলিতে পারি না ; তবে পাগলের মুখ দিয়া যতটুকু আরবী বাহির হইতে পারে—তাহা পারিব। কি করিতে হইবে ?"

সামওয়েলি বলিল, "কোরাণের কোন 'বয়েৎ' আপনার মুখস্ত আছে কি ?"

ডড্‌লে তৎক্ষণাৎ আসল মৌলবীর মত দুলিতে-দুলিতে কোরাণের একটি 'বয়েৎ' আবৃত্তি করিলেন। বয়েৎটি তিনি এরূপ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিলেন যে, সামওয়েলি তাঁহাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিল না, মিঃ স্পরফিল্ড বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "তুমি ত চমৎকার অভিনয় করিতে শিখিয়াছ ! কোথায় শিখিলে ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "কায়রো নগরে। আমি সেখানে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষাজীবি দরবেশদের গান শুনিতাম, এবং তাহা লিখিয়া লইয়া মুখস্ত করিতাম।—কেমন সামওয়েলি ঠিক হইয়াছে ত ?"

সামওয়েলি বলিল, "হাঁ হুজুর, ইহাতেই চলিবে।—এখন ভোল বদলাইবার কি ব্যবস্থা হইবে বলুন। পোষাক আর চামড়া এই দুইটিই বদল করা আবশ্যক।"

ডড্‌লে সবিস্ময়ে বলিলেন, "চামড়া বদল করিতে হইবে ?—ইহা ত সম্ভব নহে।"

সামওয়েলি বলিল, "ওয়াজুস্থুর (ইংরাজের) চামড়া বড় শাদা, শাদা চামড়া লইয়া আপনি কিরূপে আমেদ বেন্-হাসেনের—'ধাও'র উপর উঠিবেন ?—ধরা পড়িবেন যে ! আপনার রঙ কালো করিতে হইবে, এবং আরবের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে।"

ডড্‌লে হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে পাগলা আরব সাজিতে হইবে ;

তুমি কি আমাকে সাজাইতে পারিবে ?—রঙ চাই, পোষাক চাই, সে সকল ত জোগাড় করিতে হইবে।"

সামওয়েলি বলিল, "এ আর শক্ত কায কি ? সে সব আমার কাছেই আছে, আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি ;"

সামওয়েলি তৎক্ষণাৎ তাহার বোঁচ্‌কা খুলিয়া একটি ছিন্ন ও বিবর্ণ পরিচ্ছদের পুঁটুলি বাহির করিল, তাহার পর একটা বোতল বাহির করিল ; বোতলে এক রকম কালো আরোক ছিল।—এই জিনিসগুলি সে ডড্‌লের পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল।

ডড্‌লে বলিলেন, "ছদ্মবেশ ধারণের ব্যবস্থা ত করিলে, কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আমেদ বেন্‌-হাসেনের 'ধাও' যেখানে আছে—আমি সেখানে কিরূপে যাইব ? আর কিরূপেই বা তাহার অলক্ষ্যে সেই বোটে উঠিব ?"

সামওয়েলি বলিল, "একটা উপায় আছে। আপনি সমুদ্রের কূলে-কূলে চলিয়া ধাওর নিকট উপস্থিত হইবেন, এবং 'ধাও'খানি যখন নোঙ্গর তুলিবে তখন সাঁতার দিয়া তাহাতে উঠিবেন। আমেদ বেন্‌-হাসেন খোদার 'দোয়া' প্রার্থনা করিবে ; আপনাকে তাহার ধাওর উপর দেখিলেই সে বুঝিবে, আল্লা তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। আমি সে সকল ব্যবস্থা করিব।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "ধাওখানা কোন্ সময়ে নোঙ্গর তুলিবে,—অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক ; তদনুসারে উনি এখান হইতে যাত্রা করিবেন।"

সামওয়েলি বলিল, "সকালে বাতাস উঠিলে 'ধাও' ছাড়িবে।"

মিঃ ডড্‌লে বলিলেন, "উত্তম ; ঠিক সময়ে আমি সেখানে হাজির থাকিব। এখন আর একটা কথা জানিতে চাই ; অস্ত্রশস্ত্র কিছু সঙ্গে থাকা আবশ্যক, তাহার কি ব্যবস্থা হইবে ? আমেদ বেন্‌-হাসেন জাহাজ হইতে মালগুলি 'ধাও'র উপর তুলিলে আমাদের অস্ত্রের আবশ্যক হইবে।—তুমি বন্দুক চালাইতে জান ?"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "সামওয়েলি পাকা গোলন্দাজ।—উহার লক্ষ্য অব্যর্থ। উহার হস্তে অনায়াসেই বন্দুক দিতে পার।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তাহা হইলে এখনই উহাকে একটা বন্দুক দিয়া রাখি, ধাও'র উপরে গিয়া পুনর্ব্বার উহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে ; তৎপূর্ব্বে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ ডড্‌লে তৎক্ষণাৎ একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি উৎকৃষ্ট পিস্তল ও কতকগুলি টোটা লইয়া আসিলেন, এবং তাহা সামওয়েলির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এগুলি তুমি লইয়া যাও ; বেন্‌-হাসেন যেন জানিতে না পারে যে—তোমার কাছে হাতিয়ার আছে। খুব গোপনে রাখিবে। আমাদের আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র-শস্ত্রের আবশ্যক হইতে পারে।"

স্পরফিল্ড বলিলেন, "পরমেশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন। তুমি নির্ব্বিঘ্নে জাঞ্জিবারে উপস্থিত হইয়াছ, এ সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার মন স্থির হইবে না। সামওয়েলি, তুমি যদি কায হাসিল করিতে পার—তাহা হইলে তোমাকে অন্নবস্ত্রের জন্য আর কখন ভাবিতে হইবে না ; একদম্ বড় লোক হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর—তাহা হইলে তোমার খোদাও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। খুব হুঁসিয়ার থাকিবে। নিমকহারামী করিলে কি রকম শাস্তি পাইতে হয়, তাহা ত জান ; বেনার কথা কি এত শীঘ্র ভুলিয়াছ ?"

সামওয়েলি বলিল, "না, সে কথা ভুলি নাই ; আপনাদের কোন ভয় নাই। আমেদ বেন্‌-হাসেন আমার কিরূপ শত্রু তাহা আপনারা জানেন না ; তাহাকে জব্দ করিবার জন্যই আমি আপনাদের সাহায্য করিতে যাইতেছি। তবে আর নিমকহারামীর ভয় করিতেছেন কেন ?—সে আমার ভাইকে খুন করিয়াছে ; আমি তাহাকে খুন করিতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না। আপনার দোস্ত মুহিবিদিতে ফিরিয়া আসিলে আপনি আমার বক্‌শিশের ব্যবস্থা করিবেন ; কিন্তু স্থির জানিবেন, আমি বক্‌শিশের লোভে এ কাযে হাত দিই নাই। প্রতিহিংসার আগুনে আমার কলিজা জ্বলিয়া যাইতেছে।"

মিঃ স্পরফিল্ড বলিলেন, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিলাম। যে অত্যাচারের প্রতিফল দিতে না পারে সে কি মানুষ ?"

৪

সামওয়েলি তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে মিঃ স্পারফিল্ড ডড্‌লেকে বলিলেন, "ডড্‌লে, তুমি ত সকল কথা শুনিলে, কাযটা কত বড় বিপজ্জনক তাহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছ; এখন বল, এ সকল জানিয়া-শুনিয়াও কি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তোমার আগ্রহ হইতেছে?"

ডড্‌লে সোৎসাহে বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আপনি কি মনে করেন—আমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছি, প্রাণভয়ে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব? আমাকে সেরূপ কাপুরুষ মনে করিবেন না। বিপদই পুরুষের ভাগ্য-পরীক্ষার কষ্টি-পাথর।"

স্পারফিল্ড বলিলেন, "খুব সাবধানে থাকিও, অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে গিয়া অনর্থক বিপন্ন হইও না। আমেদ বেন্‌-হাসেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অতি ভীষণ প্রকৃতির লোক; যদি তোমার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সে অসঙ্কোচে তোমাকে হত্যা করিবে। মশা মাছি মারিতে যতটুকু বিলম্ব হয়—সে ততটুকুও বিলম্ব করিবে না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তাহা আমি জানি; জানি বলিয়াই আমি যথাসাধ্য দক্ষতার সহিত পাগলের অভিনয় করিব। আশা করি তাহাতে কৃতকার্য্য হইব।"

স্পারফিল্ড বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এখন বিদায়। তুমি শয়ন করিতে যাও; কিন্তু আমাকে অনেক রাত্রি জাগিতে হইবে, হাতে বিস্তর কায আছে।"

ডড্‌লে স্পারফিল্ডের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিঃ ডড্‌লে তাঁহার সামরিক পরিচ্ছদ কেপ্‌ টাউনে তাঁহার জাহাজে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদও মোজাম্বিকে কন্সলের বাড়ীতে তাহার ব্যাগের ভিতর আবদ্ধ ছিল। তিনি ছদ্মবেশে মাজাজিমা উপসাগরের কূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তখন তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া কাহারও চিনিবার সাধ্য ছিল না। তাঁহার দেহে ফকিরের পরিচ্ছদ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ। -তিনি উন্মত্ত ফকির সাজিয়া সমুদ্রকূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সমুদ্রের অবিরাম কলকল্লোল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কোন দিকে অন্য কোন শব্দ নাই; কোন দিকে জনপ্রাণীর সমাগম নাই। ডড্‌লের বোধ হইল, তিনি আনন্দ ও আলোকপূর্ণ সুখস্মৃতির আগারস্বরূপ পুরাতন জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কোনও এক অপরিজ্ঞাত, উদ্বেগ-আতঙ্ক-সমাকুল নূতন জগতের সিংহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন!—তিনি যতই সাহসী ও ধীর প্রকৃতির লোক হউন, সে সময় তাঁহার মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল—এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তাঁহার তখনকার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র! পাগলের অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়া তিনি প্রায় পাগলের মতই হইয়াছিলেন;—কিন্তু এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও মিস্‌ এরস্‌কাইনের মনোহারিণী মূর্ত্তি তিনি ভুলিতে পারিলেন না; তাঁহার মনে হইল, "মিস্‌ এরস্‌কাইন যদি এ সময় আমাকে দেখিতেন—তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আতঙ্কে অভিভূত হইতেন।—যাহা হউক, জলে নামিলে আমার রঙ্‌ ধুইয়া যাইবে না—ইহাই আমার সৌভাগ্য; নতুবা বোটে উঠিয়াই আমাকে ধরা পড়িতে হইত।"

'ধাও'খানি প্রায় দুই শত গজ দূরে নোঙ্গর করিয়াছিল। মিঃ ডড্‌লে সেই 'ধাও' লক্ষ্য করিয়া জলে সাঁতার দিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সন্তরণপটু

বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে দুই শত গজ সন্তরণ কিছুমাত্র কঠিন নহে ; কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা ছিল, কারণ উপসাগরটি অসংখ্য হাঙ্গরে পূর্ণ ; বিশেষতঃ রাত্রিকাল।—হাঙ্গরের উদরে প্রবেশ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

ডড্‌লে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া 'ধাও'খানির পাশে উপস্থিত হইলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, নোঙ্গরের কাছে পাহারার কোন বন্দোবস্ত নাই : ইহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং অতি কষ্টে 'ধাও'র উপর আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি সিক্তবস্ত্রে ধাওর এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া, কোথায় লুকাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ধাওখানি ক্ষুদ্র নহে, একখানি ছোট জাহাজ বলিলেই চলে ; তাহা এক শত টন মাল বহিতে পারে। তাহার দুইটি মাস্তুল। ডড্‌লে সাবধানে দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন,কিন্তু মাঝি-মাল্লা একজনকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ধীরে ধীরে ডেকের উপর আসিলেন ; সামওয়েলি কোথায়, এবং সে তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়াছে কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইলেন, বুঝিলেন, যদি দৈবাৎ ধরা পড়েন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই ! সামওয়েলির সহিত কোথায় কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল।

তখন আর রাত্রি ছিল না। নৈশ-অন্ধকার ক্রমে তরল হইতে লাগিল, এবং প্রভাতকল্পা সর্ব্বরীর পাণ্ডুর আভা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ঊষার আলোকে চতুর্দ্দিক ধীরে-ধীরে আলোকিত হইতে লাগিল। আকাশে যে কয়েকটি ক্ষীণ-প্রভ নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল,তাহারা একে একে অদৃশ্য হইল ; এবং পূর্ব্বাকাশের বর্ণ প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে পূর্ব্বগগন নানাবর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া দিবাকরের হিরণ্ময় কিরীটের উজ্জ্বল আভা দিগন্তে প্রসারিত হইল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুবেগ প্রবল হইল। বায়ুবেগে ধাওখানি দুলিতে আরম্ভ করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া নীচের ডেক হইতে কে একজন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জড়িতস্বরে—সেলিম, নূরবক্স, কেফাৎ—প্রভৃতি মাল্লাদের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল।—তাহার আদেশে মাল্লারা একে একে

তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল ; এবং তাহার ইঙ্গিতে সকলে পশ্চিমাস্য হইয়া নমাজে বসিল।

মাঝি-মাল্লাদিগকে নমাজে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিঃ ডড্‌লে মনে করিলেন, তাহাদের সম্মুখে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর। তাহারা নমাজ শেষ করিয়া উঠিবে—এমন সময় মিঃ ডড্‌লে জাহাজের উপরের ডেকে দণ্ডায়মান হইয়া মাল্লার মহিমাজ্ঞাপক একটি 'বয়েৎ' উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উভয় হস্ত মাথার উপর সবেগে ঘুরিতে লাগিল !—মাঝি-মাল্লারা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিল।—তাহার পর তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেইদিকে মস্তক প্রসারিত করিল। তাহারা দেখিল, একটা পাগল ডেকের উপর দাঁড়াইয়া তারস্বরে কোরাণ-সরিফের 'বয়েৎ' আওড়াইতেছে !—লোকটা কিরূপে 'ধাও'র উপর আসিল—তাহারা তাহা স্থির করিতে পারিল না।—পাগলটার উদ্দেশ্য কি, তাহার আকস্মিক আবির্ভাবের কি ফল—এতৎসম্বন্ধে তাহারা তর্কবিতর্ক করিতেছে, এমন সময় একটি বৃদ্ধ একটা কামরা হইতে বাহির হইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হইলেও লোকটা যে বেশ বলবান—তাহা বুঝিতে ডড্‌লের বিলম্ব হইল না। তাহার চক্ষু দু'টির দিকে চাহিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, লোকটা অত্যন্ত ক্রূরপ্রকৃতি ও চতুর।—এই ব্যক্তিই যে আমেদ বেন্-হাসেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।—তিনি মাথার উপর হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে পুনর্ব্বার আর একটি 'বয়েৎ' তার স্বরে আবৃত্তি করিলেন। তাহার পর তিনি লাফাইতে-লাফাইতে আমেদ বেন্-হাসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন। তিনি অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেও তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিতেছিল ; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি সেই ধূর্ত্ত আরব কোনরূপে তাঁহার প্রতারণা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার প্রাণান্ত হইবে।—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঘন-ঘন শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে কোরাণের বয়েৎ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

আমেদ বেন্-হাসেন এই দৃশ্য দেখিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ছদ্মবেশী ডড্‌লেকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্? আমার এই ধাওর উপরেই বা কি করিয়া আসিলি?"

পাগল বলিল, "কাহার হুকুমে লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়া সন্-সন্ করিয়া বাতাস বহিয়া যায়? বোকা লোকের মুখ দিয়া কে জ্ঞানের কথা বাহির করেন?—খানা দেও সাহেব, বড় ভুক্ লাগিয়াছে। আল্লা তোমার মঙ্গল করিবেন; তুমি যেথানে যাইবে—তোমার নসিবে সোণা ফলিবে।"

ডড্‌লে বুঝিলেন, সামওয়েলির কথা সত্য। তাঁহার কথা শুনিয়া আমেদ বেন্-হাসেনের মুখ প্রফুল্ল হইল; সে বুঝিল, তাহার শুভযাত্রার নিদর্শন স্বরূপ আল্লাই এই পাগলাটাকে আসমান হইতে তাহার ধাওর উপর নামাইয়া দিয়াছেন!

আমেদ বেন্-হাসেন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমি তোমাকে খাইতে দিব, আশ্রয়ও দিব; আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইলে তোমার সকল অভাব দূর করিব। কিন্তু যদি আমার অমঙ্গল হয়, যদি তোমার কথার খেলাপ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে 'জবে' করিব।"

ডড্‌লে তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক কোরাণের আর একটি 'বয়েৎ' আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে খুসী হইলেও তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য দূর হইল না। কার্য্যোদ্ধারের যে এখনও অনেক বিলম্ব!—ইতিমধ্যে কখন্ কি বিপদ ঘটিবে কে বলিতে পারে?

বায়ুর বেগ ক্রমেই প্রবল হইতেছে দেখিয়া, আমেদ বেন্-হাসেন পাল তুলিয়া দিতে বলিল।—মাঝি-মাল্লারা নোঙ্গর তুলিয়া 'ধাও'র পাল খাটাইয়া দিল। ধাওখানি হেলিয়া-দুলিয়া মুক্ত সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল। ডড্‌লে ধাওর গন্তব্য-পথ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, তাহা জাঞ্জিবারের দিকে চলিয়াছে। অনুকূল বায়ুপ্রবাহে ধাওখানি অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

ডড্‌লে যেথানে বসিয়া ছিলেন, সেথান হইতে উঠিলেন না; একইভাবে মাথা নাড়িয়া কখন উচ্চৈঃস্বরে কখন-বা বিড়্‌বিড়্ করিয়া 'বয়েৎ' আবৃত্তি

করিতে লাগিলেন। আমেদ বেনের আদেশানুসারে কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল; কিন্তু তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। —তিনি সামওয়েলির সহিত সাক্ষাতের আশায় কয়েকবার আড়চক্ষে ইতস্ততঃ চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে একবারও দেখিতে পাইলেন না। মধ্যাহ্নে একবার-মাত্র তিনি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে ছদ্মবেশে থাকিলেও তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, সে তাঁহার সহিত কথা কহিল না। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে এরূপ ভাবও প্রকাশ করিল না। —তিনিও কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। সায়ংকালে ধাওখানি দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিয়া পম্বা উপসাগরে প্রবেশ করিল। ইহার দক্ষিণ কূলে 'নিয়ামাজেজি' নামক পল্লী। রাত্রির মত সেইস্থানে নোঙ্গর করা হইল। আমেদ বেন্-হাসেন 'ধাও' হইতে নামিয়া তীরে উঠিল। সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'ধাও'য়ে ফিরিল না। এই অবসরে মিঃ ডড্‌লে সামওয়েলির সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইলেন।—তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, সামওয়েলি ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ডড্‌লে কোরাণের বয়েৎ আবৃত্তি করিতে-করিতে সামওয়েলির মুখের দিকে না চাহিয়াই নিম্নস্বরে বলিলেন, "আমেদ বেন্ আমাকে সন্দেহ করে নাই ত?"

সামওয়েলি বলিল, "না; আপনার কোন চিন্তা নাই। কোন ইংরাজও ঠাহর করিতে পারিবে না যে, আপনি ইংরাজ!"

মিঃ ডড্‌লে বলিলেন, "আমেদ বেন্-হাসেন কি ঠিক করিয়াছে, বল। বোট কখন নোঙ্গর তুলিবে? কোথায় বা জাহাজের সঙ্গে দেখা হইবে?"

সামওয়েলি বলিল, "কাল সকালে নোঙ্গর তোলা হইবে। পরদিন সকালে কমোরো দ্বীপের উত্তরে রাস্‌বাকুতে সেই জাহাজের সঙ্গে আমাদের দেখা হইবে।"

মিঃ ডড্‌লে বলিলেন, "পরশু? আচ্ছা; পিস্তলটা তোমার সঙ্গে আছে ত?"

সামওয়েলি বলিল, "ঠিক আছে; আমি সুযোগ খুঁজিতেছি।—আমি এখন যাই, অধিক বিলম্ব হইলে সন্দেহ করিতে পারে। সেলাম।"

ডড্‌লে বলিলেন, "সেলাম! আবার সুযোগমত দেখা করিও।"

অল্পক্ষণ পরে আমেদ বেন্‌-হাসেন সেই স্থানে উপস্থিত হইল।—সে মুসলমান হইলেও মুসলমান ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ পালন করিত না; সে মদ্যপান করিয়া টলিতে লাগিল। পা যে কোথায় পড়ে, তাহার স্থিরতা নাই!

পরদিন প্রত্যূষে ধাওখানি নোঙ্গর তুলিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিল। অদূরে কমোরো প্রদেশের তীরভূমি দুর্গম অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। এই প্রদেশ ফরাসী গবমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইলেও স্থানীয় সুলতানেরা স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজত্ব করিতেন। স্থানীয় লোকেরা নৌকা লইয়া জাঞ্জিবার হইতে মোজাম্বিকের উপকূল পর্য্যন্ত ভূভাগে বাণিজ্য করিত। বড় বড় জাহাজ এ অঞ্চলে মাসে একবার মাত্র আসিত; কিন্তু তাহা মেয়টা ভিন্ন অন্য কোন বন্দরে ভিড়িত না। রাস্‌বাকু কমোরো দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত। এই স্থানটি পর্ব্বতময়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরি সেখানে অনেক ছিল।

সেইদিন সায়ংকালে নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া আমেদ বেন্‌-হাসেন ছদ্মবেশী ডড্‌লেকে ডাকিয়া পাঠাইল।—তিনি আমেদ বেনের সহিত দেখা করিতে চলিলেন! তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি যদি আরবী ভাষায় ভাল করিয়া কথা কহিতে না পারি, তাহা হইলে এ বেটা আমাকে সন্দেহ করিবে; একটু সন্দেহ হইলেই ত সর্ব্বনাশ!—কাল রাত্রি পর্য্যন্ত উহার সহিত আমার দেখা না হইলেই ভাল ছিল।"

ডড্‌লে আমেদ বেন্‌-হাসেনের কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে একখানি গালিচার উপর বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। সে ডড্‌লেকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাহার পাশে বসিতে বলিল।

ডড্‌লে আরবীতে বলিলেন, "খোদাতালা আমেদ বেন্‌-হাসেনের মঙ্গল করুন! তাঁহার ছেলেমেয়েরা সুখে থাক, তাঁহার শত্রুরা উচ্ছন্ন যাউক; আর যাহারা—"

আমেদ বেন্‌-হাসেন বলিল, "থাম্‌রে পাগ্‌লা, থাম!—আগে বল তুই কে, আর কোথা হইতেই বা আসিতেছিস্‌।"

কিন্তু ডড্‌লে কোন উত্তর দিলেন না, তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, নিজের ও তাঁহার পিতার কল্পিত নাম বলিবেন ; বাসস্থানও যে-কোন একটা যায়গায় বলিবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, আমেদ বেন্ যদি সেই অঞ্চলের লোক হয়—তাহা হইলে পরিচয় লইয়া গোল বাধিতে পারে ; সে জেরা আরম্ভ করিলেই সর্ব্বনাশ!—সুতরাং তিনি পাগলামির ভাণ করিয়া প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ করাই সুসঙ্গত মনে করিলেন। আমেদ বেন্-হাসেন তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইল না ; তখন সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।—তিনি স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া অন্যের অলক্ষ্যে গোপনে কিছু আহার করিলেন।—সামওয়েলি তাঁহাকে গোপনে কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

জাহাজের মাঝি-মাল্লারা জানিত, এই পাগলাটা কিছুই খায় না, কেবলই খোদার নাম কীর্ত্তন করে।—এজন্য তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, পাগলাটা নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী পীর! সুতরাং তাহাদের কেহই তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে কমোরো দ্বীপের তীরভূমি পরিলক্ষিত হইল।—অবশেষে ধাওখানি রাস্‌বাকুর সন্নিহিত হইল। আমেদ বেন্-হাসেন গভীর জলে নোঙ্গর করিয়া তীরে উঠিল। সেই অবসরে সামওয়েলি ডড্‌লের সহিত পরামর্শ করিতে আসিল।

মিঃ ডড্‌লে সামওয়েলিকে বলিলেন, “কাল সকালে ষ্টীমারখানি দেখা যাইবে। সেই ষ্টীমারের মালপত্র ‘ধাও’র উপর নামাইয়া লওয়া হইলে ষ্টীমার বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে ; তাহার পর আমাদের কায আরম্ভ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নে যখন তাহারা খানায় বসিবে—সেই সময়ই উৎকৃষ্ট সুযোগ। আমাদের ত সন্দেহ করে নাই, সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্তমনে বসিয়া গিলিবে।—তুমিও তাহাদের দলে থাকিবে, কিন্তু আমার ইঙ্গিতমাত্রই তুমি লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে হাতিয়ার বাহির করিবে ; তাহাদিগকে

বলিবে—'নড়িয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্!'—ইতিমধ্যে আমি আমেদ বেন্-হাসেনকে বন্দী করিব।—আমার কথা বুঝিয়াছ?"

সামওয়েলি মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে ঠিক বুঝিয়াছে। তাহার পর আরও দুই-চারিটি কথার পর সামওয়েলি প্রস্থান করিল। ডড্‌লে সেই অন্ধকার-কোণে একাকী বসিয়া চিন্তাকুলচিত্তে উর্দ্ধাকাশের অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে 'ধাও'র মাঝি-মাল্লারা ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, যেন তাহারা কি একটা পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশা করিতেছে।—আমেদ বেন্-হাসেন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘন-ঘন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দাড়ি চুল্‌কাইতে লাগিল;—কিন্তু তখনও নোঙ্গর উঠিল না।

বেলা একটু অধিক হইলে সকলের আহার শেষ হইল। অনন্তর নোঙ্গর তুলিয়া 'ধাও'খানি পুনর্ব্বার গন্তব্যপথে যাত্রা করিল। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার, সমুদ্র স্থির; সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মিজাল সমুদ্রবক্ষে প্রতিফলিত হইতে-ছিল। অনুকূল বায়ুপ্রবাহে 'ধাও' তীরবেগে ছুটিয়া চলিল।—হঠাৎ 'ধাও'র উপর কে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে 'ধপ্' করিয়া একটা শব্দ হইল! মিঃ ডড্‌লে বিপদের আশঙ্কা করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইতে-না-দাঁড়াইতে হঠাৎ যেন তাঁহার মস্তকের পশ্চাৎভাগে হাতুড়ীর ঘা পড়িল!—ব্যাপার কি বুঝিবার পূর্ব্বেই তিনি সেই স্থানে নিপতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া ডড্‌লে 'ধাও'র ডেকের উপর মূর্চ্ছিত হইবার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হইল না। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না ; দেখিলেন, তাঁহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ ! উঠিয়া বসা দূরের কথা, তাঁহার নড়িবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই ! তখন মধ্যাহ্নকাল অতীতপ্রায় ; সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখের উপর পড়িতেছিল। প্রখর রৌদ্র-সম্পাতে তিনি চক্ষুতে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিলেন। সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। তাঁহার জিহ্বা ফুলিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি ছদ্মবেশে যে 'ধাও'র উপর ছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় স্থাপন পূর্ব্বক নৌকাখানি সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।—নৌকায় মাঝি-মাল্লা কেহই নাই, অকূল সমুদ্রে নৌকাখানি ভাসিয়া চলিয়াছে।—তিনি বুঝিলেন, ইহা আমেদ বেন্‌-হাসেনেরই কার্য্য। সে কোনরূপে তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বৈরনির্য্যাতনের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।—কিন্তু সে তাঁহাকে সেই স্থানে হত্যা করিল না কেন ? তাহা হইলে ত মুহূর্ত্তে সকল যন্ত্রণার অবসান হইত। বোধ হয় এই ভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করাই তাহার অভিপ্রেত। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, মোজাম্বিকে কন্সলের গৃহে যে দিন রাত্রিকালে অজ্ঞাতনামা আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন—সেই রাত্রে তিনি যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ একখানি খোলা নৌকায় অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে !—এখন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার যে আর অধিক বিলম্ব নাই—ইহা অনুমান করা কঠিন হইল না।

মিঃ ডড্‌লে কাতরস্বরে বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না ; দয়া করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনান্ত কর। আর ত এ কষ্ট সহ্য হয় না!"

কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ইহজীবনের অবসান হয় না ; পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সহসা নৌকার খোলের ভিতর হইতে কে যেন অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেই আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া কাণ পাতিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই স্বর তাঁহার পরিচিত। কিন্তু সেই আর্ত্তস্বর তিনি আর শুনিতে পাইলেন না ; তখন ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "সামওয়েলি, তুমিও কি আমার মত এই নৌকায় বাঁধা আছ ?—সামওয়েলি !"

ডড্‌লের কণ্ঠস্বর সামওয়েলির কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল ; সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, একবার গোঁঙাইয়া সাড়া দিল মাত্র।—ইহাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুরন্ত আরব তাঁহাকে ও সামওয়েলিকে হাত-পা বাঁধিয়া এই নৌকায় তুলিয়া নৌকাখানি সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে।—কয়দিন ধরিয়া তাঁহারা সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছেন কে বলিবে ?—উদরে অন্ন নাই, শরীর অতি দুর্ব্বল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, হস্ত-পদের বন্ধন এরূপ দৃঢ় যে, নড়িবারও সামর্থ্য নাই ; রজ্জু মাংস কাটিয়া বসিয়াছে, বন্ধন-স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে, শোণিত-সঞ্চালন রহিত হওয়ায় শিরাগুলি টন্‌-টন্‌ করিতেছে ; চক্ষু মেলিবারও শক্তি নাই। ডড্‌লের মাথা ঘুরিতে লাগিল, বুদ্ধিভ্রংশ হইল ; অবশেষে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। কিছুকালের জন্য সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।—সামওয়েলির অবস্থা তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল ; দারুণ পিপাসায় অস্থির হইয়া সে ক্রমাগত 'জল জল' করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। তাহার পর তাহারও চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা এই ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহার পর পুনর্ব্বার ডড্‌লের চেতনা-সঞ্চার হইল। তিনি চক্ষু খুলিয়া ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিলেন, সূর্য্যের প্রখর কিরণ তাঁহার চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইল ; তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। সেই

অবস্থায় তাঁহার মনে হইল—তাঁহার চক্ষুর উপর কিসের ছায়া পড়িয়াছে! মেঘ কি?—আকাশের কোন দিকে তখন ত মেঘ ছিল না।—তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেহের উপর একখানি বোটের প্রকাণ্ড পালের ছায়া পড়িয়াছে!—তিনি সোৎসুক-নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুদূর দিয়া একখানি 'ধাও' ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিবামাত্র চিনিলেন—ইহা আমেদ বেন্-হাসেনের ধাও! আমেদ বেন্ পূর্ব্ব-কথিত জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আফ্রিকার উপকূল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ধাওখানি তাঁহার নৌকার এত নিকট দিয়া যাইতেছিল যে, তিনি তাহার দুই চারিজন মাল্লাকেও চিনিতে পারিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, তাঁহার শত্রু আমেদ বেন্-হাসেন ধাওর এক পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহার হাতে একটি বন্দুক! সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল; কিন্তু গুলি তাঁহার দেহে বিদ্ধ হইল না, তাঁহার মস্তকের অদূরে পড়িয়া নৌকার পাটাতনে বিদ্ধ হইল; পাটাতনের খানিকটা কাঠ চটিয়া গেল।—ডড্‌লে মনে মনে বলিলেন, "গুলিটা কেন আমার মস্তকে প্রবেশ করিল না? তাহা হইলে ত এই মুহূর্ত্তে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইত।—আমার ভাগ্যদোষেই উহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল।"

ধাওখানি অদৃশ্য হইলে ডড্‌লে ক্ষীণস্বরে সামওয়েলিকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহার কোন সাড়া পাইলেন না। তখন তাঁহার ধারণা হইল, সামওয়েলি নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু সে সত্যই মরিয়াছে কি না তাহা দেখিবার শক্তি হইল না। তিনি একইভাবে নৌকার উপর পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল। শ্রান্ত রবি ধীরে ধীরে পশ্চিম গগন-প্রান্তে অস্তগমন করিলেন। সূর্য্যাস্তের পর সমুদ্রের মুক্ত বক্ষের উপর দিয়া শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সুশীতল সমীরণ-প্রবাহে ডড্‌লের বেদনাপ্লুত দেহ যেন অনেকটা সুস্থ হইল; স্নেহময়ী জননী যেন বেদনাতুর শ্রান্ত শিশুকে ধীরে ধীরে বীজন করিয়া তাহার সকল সন্তাপ দূর করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চেতনা বিলুপ্তপ্রায়; সেই অবস্থাতেও তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল, মনে হইল, এত কষ্টেও যখন প্রাণ বাহির হয় নাই, তখন ভগবান

হয় ত তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবেন। এই দারুণ সঙ্কট হইতে তিনি উদ্ধার লাভ করিবেন।— আশা মায়াবিনী!

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। জীব-কোলাহলশূন্য দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্রে সন্ধ্যা কি গম্ভীর! কি নিস্তব্ধ!—দেখিতে দেখিতে গগনের নীল সরোবরে শত-শত শুভ্রজ্যোতি নক্ষত্র শ্বেতকমলের ন্যায় বিকশিত হইল। তাহারা স্নেহ স্থিরদৃষ্টিতে সহানুভূতিভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—আরও কিছুকাল পরে শশধর পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইয়া সমগ্র প্রকৃতি রজত-ধবল কিরণ-প্রবাহে প্লাবিত করিলেন। শুভ্র-স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাতে বিশ্ব-প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে নৈশ-সমীরণ-প্রবাহ প্রবল হইল। বায়ুবেগে ক্ষুদ্র নৌকাখানি উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল; নৌকার উপর দুই একবার জলও উঠিল। ডড্‌লের মনে হইল, এইবার বুঝি ভরা ডুবিবে!—কিন্তু নৌকা ডুবিল না, হেলিয়া-দুলিয়া জলের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল। ডড্‌লে বিস্ফারিত নেত্রে স্নিগ্ধজ্যোতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,শত শত ভীষণ-দর্শন প্রেত সহসা সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র তরণীখানি পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে! বায়ু প্রবাহে তিনি তাঁহার উষ্ণ দেহে তাহাদের শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! ভয়ে কি?—এখনও ভয়!—মৃত্যুর অতলস্পর্শ অনন্তশয্যায় আশা-হীন, শান্তিহীন, অবলম্বনহীন, অবসাঙ্গ প্রসারিত করিয়াও ভয়?—মৃদু হাস্য তাঁহার শুষ্ক অধরপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল; তিনি ধীরে-ধীরে চক্ষু মুদিত করিলেন। এবার তাঁহার মনে হইল— কে একজন আলোক-সামান্য রূপবতী নারী রূপের প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া এক-খানি সুদৃশ্য হিরণ্ময় তরণীতে আরোহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে চন্দ্রমণ্ডল হইতে তাঁহার দিকে নামিয়া আসিতেছেন! তাঁহার অঙ্গে প্রস্ফুটিত শুভ্র-কুসুমের পরিচ্ছদ, তাঁহার স্বর্ণাভ কেশদাম মন্দার-মাল্যে সমাচ্ছন্ন, তাঁহার মুখে প্রসন্ন হাস্য; তাঁহার নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে যেন করুণা ও সমবেদনা ক্ষরিত হইতেছে।—সেই রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁহার শিয়র-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি চিনিতে

পারিলেন—রমণী তাঁহার স্বর্গবাসিনী পুণ্যবতী জননী। ডড্‌লে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুদিত নেত্রের প্রান্তে অশ্রুর উৎস উৎসারিত হইল। পাছে সেই মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়—এই ভয়ে তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিলেন না। রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি বাছা!—আমি তোমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। এ বিপদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব,—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও!"—ডড্‌লে বিকারঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল জ্বালা যন্ত্রণা বেদনা অন্তর্হিত হইল।

পরদিন যখন তিনি চক্ষু খুলিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হস্তপদ আর রজ্জুবদ্ধ নহে, বন্ধন অপসারিত হইয়াছে। তিনি যে নৌকায় নিপতিত ছিলেন, সেই নৌকাখানিও আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বোধ হইল, তিনি একখানি বৃহৎ জাহাজে স্থূল ক্যাম্বিসের শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন! এ কি স্বপ্ন, না সত্য? তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন—জাহাজের মাঝিমাল্লারা তাঁহার চারিদিকে নানা কার্য্যে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ষ্টীমারের ঘস্-ঘস্ শব্দ তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছে। জাহাজের মেট এক একবার উচ্চৈঃস্বরে নাবিকদিগকে আদেশ করিতেছিল—তাহাও তিনি শুনিতে পাইলেন; তখন আর তিনি ইহা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।—তিনি আকুলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া একজন নাবিক উচ্চৈঃস্বরে কাহাকে কি বলিল; তাহা শুনিয়া শুভ্রবেশধারী একজন পাচক এক পেয়ালা ব্রথ্ একখানি চাম্‌চে দিয়া নাড়িতে-নাড়িতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কোমলস্বরে বলিল, "কিহে খোদার পোলা, তুমি যে জাগিয়াছ দেখিতেছি! কেমন আছ? বড্ড কাবু হইয়াছ, নয়?—আচ্ছা উঠিয়া বসিয়া এই ব্রথ্‌টুকু খাইয়া ফেল দেখি!—ওহো, তুমি বড়ই দুর্ব্বল; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে উঠিতে পারিবে না। তা, না পার ক্ষতি নাই, তুমি একটু মাথা তুলিয়া হা কর; আমি এই চাম্‌চে দিয়া এক-একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিতেছি।"

ডড্‌লে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন সেই পাচকটি তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া সবটুকু ব্রথ্‌ ধীরে-ধীরে তাঁহাকে পান করাইল। ব্রথ্‌টুকু সুস্বাদ না হইলেও তাহা পান করিয়া তাঁহার দেহে কিঞ্চিৎ বলাধান হইল। তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি ক্ষীণস্বরে সেই পাচককে জাহাজের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু শরীর এতই দুর্ব্বল যে, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া পাচকটিও তাঁহাকে আর কোন কথা বলিতে দিল না; তাঁহাকে ঘুমাইতে বলিয়া সে প্রস্থান করিল।—ডড্‌লে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হইয়াছিল।

যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন মধ্যাহ্নকাল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, জাহাজের খালাসীরা তাঁহার অদূরে বসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে রত আছে। দীর্ঘকাল সুনিদ্রায় তাঁহার শ্রান্তি-ক্লান্তি বিদূরিত হইয়াছিল, দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল।—তিনি জাগিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত পাচকটি কিছু লঘু খাদ্যদ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সযত্নে তাঁহাকে ভোজন করাইল; তাঁহার আহার শেষ হইলে সে বলিল, "তুমি বাপু এ যাত্রা বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছ! আমরা যখন তোমাকে ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে জাহাজে তুলিলাম—তখন মনে হইয়াছিল ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তুমি অক্কা পাইবে।—তোমার শরীরে কিছু ছিল না, তাহার উপর যে শক্ত বাঁধন! যাহা হইক, এখন আর তোমার অধিক কথা কহিয়া কায নাই। তুমি আর একটু সবল হইলে তোমার বিপদের সকল কথা খুলিয়া বলিও;—তাহা শুনিবার জন্য আমাদের সকলেরই বড় আগ্রহ হইয়াছে। কে তোমাকে বাঁধিয়াছিল, কেন বাঁধিয়াছিল, ছোট নৌকাখানিতেই-বা তুমি কিরূপে উঠিয়াছিলে—এ সকল কথা আমরা শুনিতে চাই। অনেক-কাল জাহাজে কায করিতেছি, এরকম কাণ্ড কখনও দেখি নাই!—দেখিতেছি তুমি মুসলমান, আরব বা ঐ রকম কোন দেশের লোক; ইংরাজী বলিতে পার ত?"

এতক্ষণ পরে ডড্‌লের মনে পড়িল—তখনও তিনি ছদ্মবেশেই আছেন, তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া জাহাজের কোনও লোক চিনিতে পারে নাই।—তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাচকের নিকট তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন,—এমন সময় পাচকটা কাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল; তিনি আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইয়া দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি দেখিলেন, এই আগন্তুক তাঁহারই পূর্ব্ব-পরিচিত ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন,—মিস্ এরস্‌কাইনের মাতুল!—ডাক্তার ল্যাম্পিয়নকে দেখিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

ডড্‌লে দেখিলেন, ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের পরিধানে শুভ্র পরিচ্ছদ, এবং তাহার মুখে একটা প্রকাণ্ড চুরুট ও মস্তকে একটা ছত্‌রিওয়ালা সাদা টুপি। সে ডড্‌লেকে দেখিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত পাচককে বলিল, "বাবুর্চ্চি, আধ-মরা 'নিগর'টা এখন কেমন আছে?"

পাচক বলিল, "অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচিয়া গেল; কিন্তু ধাক্কা সাম্‌লাইতে এখনও সময় লাগিবে। আরব কি না, ভারি কাঠ-প্রাণ, নতুবা রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিলেন, "বেটা নৌকার উপর মরিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, উহার জন্য মিছামিছি বিস্তর হয়রাণ হওয়া গিয়াছে। উহাকে খোলা নৌকায় ভাসিতে দেখিয়া জাহাজের চৌকিদার উহার খোঁজ-খবর লওয়া আবশ্যক মনে করে নাই; কিন্তু আমার ভাগিনেয়ী কিছুতেই ছাড়িল না, তাই উহাকে জাহাজে তুলিয়া আনিতে হইয়াছে।—সে-ই প্রথমে উহাকে নৌকার উপর দেখিতে পায়।"

মিস্ এরস্‌কাইনও কি এই জাহাজে আছেন?—ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের কথা শুনিয়া ডড্‌লের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। কথাটা হঠাৎ তাঁহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল না। ছদ্মবেশেও পাছে ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন তাঁহাকে চিনিতে পারে—এই আশঙ্কায় তিনি মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "জানোয়ার

আর কি ? এই আরবগুলোর মত নিমকহারাম দুনিয়ায় নাই! উহাদের যতই উপকার কর, সুবিধা পাইলেই তোমাকে ছোবল্ মারিবে; কৃতজ্ঞতার সহিত উহাদের পরিচয় নাই। লাঠি না খাইলে উহারা সায়েস্তা থাকে না।"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন আরব-বেশধারী ডড্‌লেকে লক্ষ্য করিয়া আরও কিঞ্চিৎ নীতিকথার প্রচার করিত, কিন্তু আর একজন ভদ্রলোক সেই দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিতেই তাহার উচ্ছ্বাস বন্ধ হইল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার রোগী কেমন, ডাক্তার? বোধ হয় বেচারা বাঁচিয়া উঠিবে?"

মিঃ ডড্‌লে আগন্তুকের কথা শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন! এ কণ্ঠস্বর ত তাঁহার অপরিচিত নহে, কিন্তু কোথায় শুনিয়াছেন?—হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি মোজাম্বিক হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কেপ্ টাউনের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটি জুয়ার আড্ডায় ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের সহিত এই লোকটিকে কথা কহিতে শুনিয়াছিলেন!—ইহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে?

সেইদিন অপরাহ্নে ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে জাহাজের ডেকের উপর রেলিংএর নিকট দণ্ডায়মান দেখিলেন। মিস্ এরস্‌কাইনকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি অত্যন্ত অসুস্থ; সে লাবণ্য আর নাই, শরীর যেন আধখানা হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, মুখখানি সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে!—এত অল্প দিনে তাঁহার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে ডড্‌লে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কে জানিত এরূপ স্থানে এরূপ অবস্থায় পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?—এখন যে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দানেরও উপায় নাই!—তাঁহার আশঙ্কা হইল, মিস্ এরস্‌কাইন কোন দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র-জালে বিজড়িত হইয়াছেন, তাঁহার মনের সুখশান্তি নষ্ট হইয়াছে; এই জন্যই তিনি মনোকষ্টে এরূপ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র কি, ইহাদের সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। মিস্ এরস্‌কাইন কোনরূপে বিপন্ন হইয়া থাকিলে তাঁহার উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি প্রাণপণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া

তাঁহার হাসি আসিল।—তিনি ল্যাম্পিয়নের গুপ্ত অভিসন্ধির সন্ধান না লইয়া ছদ্মবেশ ত্যাগ করিবেন না—স্থির করিলেন।”

মিঃ ডড্‌লে মনে মনে বলিলেন, “যদি আমার ধারণা সত্য হয়, তাহা হইলে ল্যাম্পিয়নের ন্যায় নরপ্রেত পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু আমি হয় ত অন্যায় সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতেছি। আমার ভুল হওয়াও বিচিত্র নহে। মিস্ এরস্‌কাইন এই জাহাজে কি জন্য আসিয়াছেন?—তাঁহাকে এরূপ চিন্তাক্লিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ দেখিতেছি কেন?”

ডড্‌লে বিস্তর চিন্তা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। মানুষের মনে একবার সন্দেহের উদয় হইলে, তাহা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সহজে দূর হয় না। তাঁহারও সন্দেহ বিদূরিত হইল না। মিস্ এরস্‌কাইন ডেকের উপর হইতে প্রস্থান করিলেও তাঁহার উদ্বেগ-কাতর পাণ্ডুর মুখখানি পুনঃ পুনঃ ডড্‌লের মনে পড়িতে লাগিল; তাঁহার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, “একটা কিছু করিতেই হইবে। আমি ভিন্ন বিপদ-সমুদ্র হইতে এই যুবতীকে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই; কিন্তু আমি এখন করি কি? ল্যাম্পিয়নের নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা; তাহাতে বিপরীত ফল হইবে। কৌশলে উহাদিগের সঙ্কল্প বিফল করিতে হইবে; কিন্তু উহাদের মতলবটা কি তাহাই যে বুঝিতে পারিতেছি না!”

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পূর্ব্বোক্ত পাচক ডড্‌লের জন্য আর এক পেয়ালা সুপ্ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ডড্‌লে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং সুপ্‌টুকু পান করিয়া আরবী ভাষায় তাহাকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাচক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “তোমার ভাষা আমি বুঝি না; ইংরাজীতে তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পার না? ইংরাজী কি আদৌ জান না?—তুমি কিরূপে নৌকার উপর হাত-পা বাঁধা

অবস্থায় পড়িয়াছিলে, কে তোমায় সে-রকম দুর্দ্দশা করিয়াছিল,—তাহা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে। কেবল আমি নহি, জাহাজের সকল লোকই এ সকল কথা জানিতে চাহে।"

ডড্‌লে কতক ইংরাজী, কতক আরবীতে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—জাঞ্জিবার হইতে পম্বা উপসাগরে একখানি 'ধাও' যাইতেছিল; তাঁহার চাচা সেই ধাওর মালিক। এই চাচাটি বড়ই লোভী ও হিংস্র প্রকৃতির, তিনি বিস্তর পৈতৃক অর্থের উত্তরাধিকারী হওয়াতে সে তাঁহার বড়ই হিংসা করিত, এবং যখন-তখন তাঁহার নিকট টাকা চাহিত। তিনিও সেই 'ধাও'য়ে তাঁহার চাচার সহিত বাণিজ্যে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কথায়-কথায় চাচার সহিত বচসা হয়; ইহাতে সেই দুর্ব্বৃত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে দণ্ডাঘাত করে! আঘাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে চাচা তাঁহাকে হাত-পা বাঁধিয়া একখানি নৌকায় তুলিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটি বিশ্বাসী ক্রীতদাস ছিল; পাছে সে এই অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে, এই ভয়ে চাচা তাহাকেও প্রহারে অচৈতন্য করিয়া দড়ি দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া সেই খোলা নৌকায় ফেলিয়া রাখে। নৌকাখানি তাঁহাদিগকে লইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলে।—তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পাচক বলিল, "দুনিয়ার সকল চাচাই প্রায় ঐ রকম! আমারও এক চাচা ছিল; আমি জাহাজে চাকরী লইবার পূর্ব্বে সেই চাচা বেটার সঙ্গে একান্নে ছিলাম। সে আমার উপর বড় অত্যাচার করিত; হাতে কোন কায না থাকিলে আমাকে ধরিয়া ঠেঙ্গাইত। তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমি বাড়ী ছাড়িয়া পলাই, এবং জাহাজে চাকরী লই। এখন বেশ আছি, কোন চাচা-ফাচার ধার ধারি না।—তুমি যদি দেশে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার চাচা বেটার দেখা পাইলে তাহার দাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিও; মুখ পোড়াইয়া না দিলে সে সায়েস্তা হইবে না।—মুগুর না খাইলে কি কুকুর জব্দ হয়?"

ভড্‌লে বলিলেন, "চাকরটার ভাগ্যে যাহা হয় হইবে; কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি! আমার সেই চাকরটা আমার মতই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নৌকায় পড়িয়াছিল। তোমরা আমাকে তোমাদের জাহাজে তুলিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, কিন্তু আমার চাকরটাকে ফেলিয়া আসিয়াছ কেন?—আহা, বেচারা আমার জন্য অনায়াসে জান্ দিতে পারিত; এ রকম প্রভুভক্ত বিশ্বাসী নফর অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়।"

পাচক বলিল, "সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকেও জাহাজে তুলিয়া লইতাম, কিন্তু আমরা নৌকায় গিয়া দেখিলাম সে মরিয়া গিয়াছে! তোমারও বোধ হয় আর দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইত। তুমি ধুক্-ধুক্ করিতেছ দেখিয়া তোমাকে জাহাজে তুলিয়া লইলাম; নৌকাখানি তাহার মৃতদেহ লইয়া সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। নৌকার উপর হইতেই সে বোধ হয় হাঙ্গরের পেটে গিয়াছে! আমরা তোমাকে উদ্ধার না করিলে তোমারও সেই দশা ঘটিত।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ডড্‌লে অল্পক্ষণ পরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই দীর্ঘনিদ্রায় তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইল। আমেদ বেন্‌-হাসেনের দণ্ডাঘাতে তাঁহার মস্তকে যে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও উপশম হইল।—কিছুকাল চিন্তা করিলে বা কথা বলিলে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিত, সে ভাবটা দূর হইল। মাথা বেশ পাতলা হইল।—তখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কাল বার্নিস মাখানো ছিল; তিনি তাহা ধৌত করা অযৌক্তিক মনে করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে তিনি সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, প্রভাত-রৌদ্রে সমুদ্রের নীল জল ঝক্‌-মক্‌ করিতেছে; সমুদ্র স্থির, যেন একখানি মুকুর। মৃদু-মন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সুশীতল প্রভাত-সমীরণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জুড়াইয়া গেল!

মিঃ ডড্‌লে যে জাহাজে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তেমন বৃহৎ জাহাজ নহে, তাহাতে প্রায় তিন হাজার টন বোঝাই ধরিতে পারিত। জাহাজ-খানিতে তেমন অধিক মাল-পত্র না থাকিলেও তাহা দ্রুত চলিতেছিল না। ডড্‌লে মধ্যাহ্নকালে ধীরে-ধীরে পূর্ব্বোক্ত পাচকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। পাচকটি হাসিয়া বলিল, "তুমি এতদূর হাঁটিয়া আসিতে পারিয়াছ? ভাল, ভাল, তোমার শরীর সবল হইয়াছে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম। তোমার জন্য কি করিতে হইবে বল; বেশ ক্ষুধা হইয়াছে ত?"

পাচক তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে কিছু খাবার আনিয়া দিল। তিনি তাহা আহার করিয়া, জাহাজের একপাশে দাঁড়াইয়া মুক্ত সমুদ্রের শোভা দেখিতেছেন, এমন সময় জাহাজের প্রধান মেট্‌ তাহার সহকারীর সহিত হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মিঃ ডড্‌লেকে সেখানে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রধান মেট্ ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিল; মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এখানে এ কে?—ইহাকেই আমরা বোট হইতে জাহাজে তুলিয়াছিলাম না?—জোয়ান মিন্‌সে, বসিয়া-বসিয়া খাইতে উহার লজ্জা হয় না? তিন বেলা খাইবে, অথচ কোন কায করিবে না, ইহা হইতেই পারে না। ওয়াট্‌সন্, উহাকে রীতিমত খাটাইয়া লইবার ব্যবস্থা কর; যদি অন্য কোনও কায করিতে না পারে ত উহাকে পিতলের সাজ-সরঞ্জামগুলা পালিশ করিতে দাও। হতভাগাটা খাটিয়া খাউক। কে উহাকে বসিয়া খাইতে দিবে?"

প্রধান মেটের সহকারী বলিল, "আমি শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

প্রধান মেটের অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া ডড্‌লের মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাঁহার ন্যায় পদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে একটা ইতর ওলন্দাজ এভাবে অবমানিত করিতে সাহস করিল? তাঁহাকে একটা সামান্য কুলির কাযে নিযুক্ত করিবার আদেশ দিল!—কিন্তু তাঁহার ক্রোধ স্থায়ী হইল না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, ইহাতে তাঁহার সুবিধাই হইবে; তিনি অনায়াসে জাহাজের সকল স্থানে যাইতে পারিবেন, কাহাকেও কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, এমন কি, সুযোগ পাইলে তিনি মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত দেখা করিতে পারিবেন, হয় ত গোপনে তাঁহাকে সকল কথা বলিতেও পারিবেন।—এই সকল কথা ভাবিয়া তাঁহার মন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্রধান মেটের সহকারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেল, এবং ডেকের উপর, কেবিনের দরজায় যে সকল পিতলের সাজ, হাতল প্রভৃতি ছিল, তাহা পরিষ্কার করিতে বলিল।—তিনি এই কার্য্যে এরূপ তৎপরতা দেখাইলেন যে, জাহাজের কর্ম্মচারীরা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইল; প্রথম দিনেই তিনি প্রশংসা লাভ করিলেন।—ইতিমধ্যে জাহাজের কাপ্তেন সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ডড্‌লে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—এই লোকটিরই সহিত ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের পরামর্শ হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে ল্যাম্পিয়ন একটি চুরুট টানিতে-টানিতে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। ডড্‌লে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন আজ যেন কিছু বিষণ্ণ—কিছু উৎকণ্ঠিত!

—ল্যাম্পিয়ন তখন এতই অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিল যে, ডড্‌লে সেখানে বসিয়া কায করিতেছেন—তাহা সে দেখিতেও পাইল না! সে ডড্‌লের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িবার মত হইল, ডড্‌লেকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিল, "ওরে কদাকার জানোয়ার, তুই এখানে কেন? দূর হ এখান থেকে—" সঙ্গে সঙ্গে ডড্‌লের পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড পদাঘাত!

ডড্‌লের ইচ্ছা হইল—তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে এক ঘুসি মারিয়া তাহার এক-পাটি দাঁত উপ্‌ড়াইয়া দেন; কিন্তু তিনি বিপুল চেষ্টায় ক্রোধ দমন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং পুনর্ব্বার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। ল্যাম্পিয়ন সেখান হইতে সিঁড়ির নিকট গিয়া আর কাপ্তেনকে দেখিতে পাইল না; কাপ্তেন তখন স্থানান্তরে গিয়াছিল। ল্যাম্পিয়ন সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া জাহাজের মেট্‌কে বলিল, "কাপ্তেন কোথায়?—তাহার সহিত দেখা করিয়া বল, আমি দুই এক মিনিটের জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই; বিশেষ কোন কথা আছে।"

মেট্‌ কাপ্তেনকে ডাকিয়া আনিলে, কাপ্তেন ডাক্তার ল্যাম্পিয়নকে বলিল, "গুড্‌মর্ণিং ডাক্তার! আজ সকালে আমি আমার কেবিনে বসিয়াই খাইয়াছিলাম, এজন্য পূর্ব্বে আপনার সহিত দেখা হয় নাই; আবার গরম হইল না কি?"

ল্যাম্পিয়ন এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কাপ্তেনের হাত ধরিয়া তাহার কেবিনের দিকে চলিল। ডড্‌লে কাপ্তেনের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। এই কাপ্তেনই ল্যাম্পিয়নের নিকট কোন কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবি করিয়াছিল; কাযটা কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইলেও তিনি এই আগ্রহ পূর্ণ করিবার কোন উপায় দেখিলেন না।—তিনি দেখিলেন, ল্যাম্পিয়ন কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া তাহার কেবিনে প্রবেশ করিল। তাহাদের কি পরামর্শ হয়—তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল!

ল্যাম্পিয়ন কাপ্তেন সহ কেবিনে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল, ডড্‌লে তখন অদূরে দাঁড়াইয়া কায করিতেছিলেন। তিনি তাহাদের

গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পাইবেন, বা শুনিলেও তাহা বুঝিতে পারিবেন, এ সন্দেহ ল্যাম্পিয়ন বা কাপ্তেন কাহারও ..ন মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পায় নাই।—ডড্‌লে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কেবিনের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন।—তিনি শুনিতে পাইলেন, কাপ্তেন ল্যাম্পিয়নকে বলিতেছে, "তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে, খবর কি?"

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন বলিল, "সে আজ ভাল নাই।"

কাপ্তেন বলিল, "এই সামান্য কাযে তুমি এত সময় লইতেছ কেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কেপ্‌ টাউনে যখন তোমার সহিত আমার বন্দোবস্ত হয়, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম, খুব শীঘ্রই ঝঞ্ঝাটটা মিটিয়া যাইবে।"

ল্যাম্পিয়ন একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে সেই সময়েই বলিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি করিলে কোন ফল হইবে না। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিলে তোমার জাহাজের কর্ম্মচারীদের, এমন কি, খালাসীগুলার পর্য্যন্ত মনে সন্দেহ হইবে? তুমি কি আমাদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতে চাও? ঠিকানায় পৌঁছিয়া হাতে হাতকড়ি পরাই কি তোমার ইচ্ছা?—তোমার ব্যস্ততা দেখিয়া আমার ত তাহাই মনে হয়।"

কাপ্তেন গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি যে রকম ঢিমে তালে কায করিতেছ, তাহাতে মনে হয় নিজের পায়ে তুমিই কুড়ুল মারিবার ব্যবস্থা করিতেছ! যদি তুমি তাড়াতাড়ি কায শেষ করিতে না পার, তবে আপাততঃ উহা মুলতুবি রাখিয়া দাও। তাহাতে বিপদের আশঙ্কা অল্প।"

তাহার পর ডাক্তার নিম্নস্বরে দুই তিনটি কথা বলিল, ডড্‌লে তাহা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু তিনি বুঝিলেন—এ কথায় কাপ্তেনের বিলক্ষণ ক্রোধ হইয়াছে। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার যা খুসী কর। তোমার ছাগল তুমি ল্যাজের দিকে কাটো, আমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু যদি শেষে কোন গণ্ডগোল হয়, তাহা হইলে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইও না।—যা বোঝ কর, ইহাতে আমার কোন দায়িত্ব নাই।"

এবার ল্যাম্পিয়ন একটু নরম হইয়া বলিল, "দেখ ভাই, আমাদের ঝগড়া করিয়া কোন লাভ নাই। যদি অনিষ্ট হয়, আমাদের উভয়েরই হইবে; সুতরাং আমাদের মঙ্গলের জন্য পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া এক পরামর্শে কাজ করাই সঙ্গত। এখন আর পিছাইবার উপায় নাই; যেরূপে হউক হাতের কায শেষ করিতেই হইবে।"

কাপ্তেন বলিল, "কে তোমাকে পিছাইতে বলিতেছে? বিপদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতেই-বা কে তোমার মাথার দিব্য দিতেছে? আমি কোন দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে রাজী নহি। তুমি মন স্থির করিতে পারিতেছ না, কায শেষ করিতে অনর্থক বিলম্ব করিতেছ;—এজন্য আমি ফাঁসের দড়ি গলায় পরিব—এরূপ তুমি আশা করিতে পার না। সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিয়াও যদি কায শেষ করিতে না পার ত সে দোষ কি আমার?"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "কি যে বল তার ঠিক নাই! আমার সঙ্কল্প স্থির আছে ইহা ত তুমি জান।"

কাপ্তেন বলিল, "তবে আর তর্কবিতর্কে কায নাই; এখন বল কায শেষ হইতে আর কয় দিন লাগিবে?"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "আর তিন দিন। যদি কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তবে শুক্রবারই সব শেষ হইবে। কেমন, ইহাতে তোমার আপত্তি নাই ত?"

কাপ্তেন বলিল, "বেশ কথা, আমি ইহাতেই রাজী।—আমরা বন্দরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গোলমাল থামিয়া যাইবে। ও কথা লইয়া আর কোন উচ্চবাচা হইবে না। এ সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া আন্দোলন-আলোচনার সুযোগ যত কম দেওয়া যায়, ততই ভাল।"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "ব্যাপারটা বুঝি খুব তুচ্ছ হইল?—কি সর্ব্বনাশ!—তুমি কি এ রকম কায পূর্ব্বে আরও করিয়াছ?"

কাপ্তেন হাসিয়া বলিল, "এরকম তুচ্ছ কায পূর্ব্বেও আমার হাত দিয়া হইয়াছে—একথা কি তোমাকে বলিয়াছি?—তুমি আগামী শুক্রবার এই শুভ

কার্য্যের দিন স্থির করিয়াছ, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক কি?"

উভয়ের একজন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল—বুঝিতে পারিয়া ডড্‌লে লঘুপদ-বিক্ষেপে দূরে সরিয়া গিয়া একটা পিতলের হাতল পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত পরে উভয়ে কেবিন হইতে বাহিরে আসিয়া ডড্‌লেকে দেখিতে পাইল; কাপ্তেন ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। ল্যাম্পিয়ন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ইংরাজী জানে না।"—তাহারা উভয়ে অন্যদিকে প্রস্থান করিল।

মিঃ ডড্‌লে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিয়ৎকাল সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে, এ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি বুঝিলেন এই দুই নরপিশাচ মিস্ এরস্‌কাইনকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন কোন প্রকার মৃদু বিষ প্রয়োগে তিল-তিল করিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবে; এবং আর তিন দিনের মধ্যেই তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন নানা-প্রকার বদ্‌খেয়ালে তাহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া, তাহার মহাসমৃদ্ধ ভগিনী-পতির বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মিস্ এরস্‌কাইনকে এইভাবে হত্যাপূর্ব্বক অবৈধ উপায়ে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে; এবং জাহাজের কাপ্তেনটা এবিষয়ে তাহার সাহায্য করিতেছে। তাহাদের অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই সংসারজ্ঞান-বিরহিতা, আত্ম-রক্ষায় অসমর্থা, সরলা যুবতীকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে!—এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা লইয়া যাহাতে কোন আন্দোলন-আলোচনা না হয়, বা কেহ তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে না পারে,—এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপর এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে!

মিঃ ডড্‌লে মনে মনে বলিলেন, "আমার দেহে জীবন থাকিতে আমি এই দুর্ব্বৃত্তদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে দিব না! আমি উহাদের অভিসন্ধি কতক-কতক বুঝিতে পারিয়াছি; দেখি, আমি মিস্ এরস্‌কাইনকে রক্ষা করিতে পারি কি না।"

মিঃ ডড্‌লে অতঃপর স্বকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি মিস্ এরস-কাইনকে ডেকের উপর দেখিবার আশায় বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেই স্থান হইতে নড়িলেন না; অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে কল-কব্জাই পরিষ্কার করিতে লাগিলেন! কিন্তু সেদিন প্রভাতে মিস্ এরস্‌কাইন ডেকের উপর আসিলেন না। ডড্‌লের সন্দেহ হইল, মিস্ এরস্‌কাইন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুস্থ হওয়াতেই তাঁহার কেবিন ছাড়িয়া ডেকে আসিতে পারেন নাই।—ডড্‌লে কোন কৌশলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।—এখন সতর্ক হইতে না পারিলে বা মিস্ এরস্‌কাইনকে সতর্ক করিতে না পারিলে তাঁহার জীবন-রক্ষার কোনও আশা থাকিবে না; সুতরাং আর একমুহূর্ত্তও নষ্ট করা উচিত নহে।

ডড্‌লে একদিকের কায শেষ করিয়া জাহাজের অন্যদিকের কলকব্জা পরিষ্কার করিতে চলিলেন।—এবার তিনি যে স্থানে বসিয়া কায করিতে লাগি-লেন, সেই স্থান হইতে জাহাজের সমস্ত ভাগটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।—তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে মিস্ এরস্‌কাইন ডেকের উপর যাইবেন, তাহার সম্ভাবনা রহিল না। অপরাহ্নে তিনি দেখিতে পাইলেন, জাহাজের ষ্টুয়ার্ড একখানি 'রগ্' ও দুইটি পাতলা বালিশ লইয়া ডেকের দিকে চলিল। ইহা সে কাহার জন্য লইয়া যাইতেছে, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। কয়েক মিনিট পরে মিস্ এরস্‌কাইন তাঁহার মাতুলের স্কন্ধে ভর দিয়া অতি কষ্টে ডেকের দিকে চলিলেন। সেদিন তাঁহাকে অধিকতর অসুস্থ দেখাইতেছিল; তাঁহার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে! তাঁহার জীর্ণ দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডড্‌লের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না; অতি কষ্টে তিনি আত্মসংবরণে সমর্থ হইলেন। তিনি কায করিতে-করিতে দেখিতে পাইলেন, দুর্ব্বৃত্ত ল্যাম্পিয়ন তাঁহাকে একখানি ডেক-চেয়ারে বসাইয়া, তাঁহাকে দুই একটি মৌখিক সান্ত্বনার কথা বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষুদু'টি যেন হাসিতেছিল; কার্য্যোদ্ধারের আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া সে উৎসাহ ও প্রফুল্লতা গোপন করিতে পারিতেছিল না।

বিধাতা যে তাহার অলক্ষ্যে তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দানের জন্য জাল বিস্তার করিতেছেন,—তাহা তাহার অনুমান করিবার শক্তি ছিল না।

ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন প্রস্থান করিলে মিস্ এরস্‌কাইন একখানি নভেল খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টি সংযোগ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহার দুই চারিছত্রও পাঠ করিতে পারিলেন না; হঠাৎ পুস্তকখানি তাঁহার অবসন্ন হস্ত হইতে খসিয়া ডেকের উপর পতিত হইল। তিনি পুস্তকখানি তুলিয়া লইবার চেষ্টা না করিয়া উদাসীনভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল; বোধ হয় তিনি জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন। এত চেষ্টাতেও তাঁহার শরীর সুস্থ হইতেছে না! মুক্ত সমুদ্রের নির্ম্মল বায়ু তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিতেছে না।—হায়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ঔষধ বলিয়া তিনি যাহা প্রত্যহ যথানিয়মে সেবন করিতেছেন—তাহা ঔষধ নহে, বিষ! যাহারা তাঁহার রক্ষক, তাহারাই যে ভক্ষক! তাঁহার নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া ডড্‌লে কোনরূপে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই সুযোগে মিস্ এরস্‌কাইনকে তাঁহার মনের কথা বলিতে না পারিলে এমন সুযোগ হয় ত আর আসিবে না। তিনি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিন্তু নিকটে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ডেকের 'রেলিং' পরিষ্কার করিবার ভান করিয়া ধীরে ধীরে মিস্ এরস্‌কাইনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কি করিয়া আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; কারণ ডড্‌লের আশঙ্কা হইতেছিল—তাঁহার কথা শুনিয়া কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই যদি মিস্ এরস্‌কাইন হঠাৎ ভয় পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! কিন্তু অন্য উপায় ত নাই। ডড্‌লে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "মিস্ এরস্‌কাইন, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?"

মিস্ এরস্‌কাইন তখন আত্মচিন্তায় বিভোর ছিলেন, ডড্‌লের মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল না; সুতরাং ডড্‌লে পুনর্ব্বার সেই কথা বলিলেন। এবার তাঁহার কথা শুনিয়া মিস্ এরস্‌কাইন বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাঁহার মুখের

দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ডড্‌লে পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে বলিলেন, "মিস্ এরস্‌কাইন, আপনি বেশী জোরে কথা বলিবেন না ; অন্যে শুনিতে পাইলে বিপদ ঘটিবে।—অগ্রে বলুন,আমাকে কি চিনিতে পারিয়াছেন ?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "তুমি আমার নাম জান দেখিতেছি ! তুমি কে ? আমার নিকট তোমার কি আবশ্যক ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই ; আমি লেফটেনাণ্ট ডড্‌লে। আমাকে ভাল করিয়া দেখিলে আপনি বোধ হয় আমার এই ছদ্মবেশেও চিনিতে পারিবেন।"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "ডড্‌লে !—আপনি ?—ব্যাপার কি ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?"

ডড্‌লে আর একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "না, মিস্ ! স্বপ্ন নহে, সত্য। আমি আপনার প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি।—আপনার জীবন কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে, আপনার বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না ; আর সে সকল কথা আপনাকে খুলিয়া বলিবারও সময় নাই। আপনার কেবিন কোন্ দিকে দয়া করিয়া বলিবেন কি ?"

মিস্ এরস্‌কাইন তাঁহার কেবিনের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মিঃ ডড্‌লে, আমি যে——"

ডড্‌লে বাধা দিয়া বলিলেন, "আস্তে মিস্, খুব আস্তে কথা বলুন। এখন বেশী কিছু না বলাই ভাল। আমাদের চারিদিকে শত্রু ! আপনি আজ রাত্রে আপনার কেবিনের সমুদ্রের দিকের গবাক্ষ খুলিয়া রাখিবেন, আমি যেরূপে পারি আপনাকে সংবাদ দিব। আপনার মামা আপনাকে ঔষধ দিলে তাহা খাইবেন না ; না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা খুসী উত্তর করিবেন ; কিন্তু সাবধান, ঔষধ যেন আপনার ওষ্ঠ স্পর্শ না করে।"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "মিঃ ডড্‌লে, আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না ; আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে বড়ই আতঙ্ক হইল।—আপনি যে ভয়ানক কথা বলিতেছেন !"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার প্রাণরক্ষার জন্যই একথা বলিতে হইয়াছে। আজ রাত্রে জাহাজের সকল লোক নিদ্রিত হইলে আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিব। তখন আপনি বুঝিবেন, আমি আপনাকে ঔষধ খাইতে বারণ করিয়া ভালই করিয়াছি। ঔষধ ত খাইবেনই না, ষ্টুয়ার্ড ভিন্ন অন্য কেহ আপনাকে কিছু খাইতে দিলে তাহাও স্পর্শ করিবেন না। আমি ছদ্মবেশী,—ইহা প্রকাশ হইলে আমরা উভয়েই মারা পড়িব। এই ছদ্মবেশের উপর আমাদের উভয়ের জীবন নির্ভর করিতেছে।"

ডড্‌লে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ডেকের অন্য অংশে চলিলেন।—তিনি মিস্ এরস্‌কাইনের নিকটে আর দুই-এক মিনিট থাকিলেই মহা বিপদে পড়িতেন; হয় ত তাঁহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইত! কারণ তিনি স্থানান্তরে যাইবার অব্যবহিত পরেই ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও কাপ্তেন, মিস্ এরস্‌কাইনের নিকট উপস্থিত হইল। মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত তাহাদের কি কথা হইল অদূরে দাঁড়াইয়া কায করিতে করিতে ডড্‌লে তাহা শুনিতে পাইলেন।

কাপ্তেন টুপি খুলিয়া মিস্ এরস্‌কাইনকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আশা করি আপনি এখন অনেকটা ভালই আছেন। এত চেষ্টাতেও আপনার শরীর সুস্থ হইতেছে না, ইহা আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা! যাহা হউক, দুই চারি দিনের মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই নীরোগ হইবেন।"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "আমি বড় গলা করিয়া বলিতেছি, এক সপ্তাহ মধ্যে মা আমার একদম্ সুস্থ হইয়া উঠিবে।—আহা, বইখানা যে ফেলিয়া দিয়াছ মা! কুড়াইয়া দিই।"

কি স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর!—ল্যাম্পিয়ান তৎক্ষণাৎ কেতাবখানি ডেকের উপর হইতে তুলিয়া মিস্ এরস্‌কাইনের জানুর উপর রাখিয়া দিল; তারপর কোমলস্বরে বলিল, "আজ সকালে তোমার ঔষধটা বদ্‌লাইয়া দিয়াছি, এবার ভাল ভাল ঔষধ দিয়াছি; খাইয়াছ ত?"

মিস্ এরস্‌কাইন মৃদুস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ।"

ল্যাম্পিয়ন সোৎসাহে বলিল, "বেশ বেশ! ঐ ঔষধেই তোমার রোগ সারিয়া

যাইবে। ঔষধটা ফুরাইলে আর একশিশি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিব।—সেই শিশি খাইবার পর আর তোমাকে ঔষধ খাইতে হইবে না।"

কথাটা সত্য! কথাটা শুনিয়া ডড্‌লে মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আর তোমার চালাকী খাটিবে না; বেটা ভণ্ড!"

কথা শেষ করিয়া ল্যাম্পিয়ন কাপ্তেনের সঙ্গে অন্যদিকে প্রস্থান করিল। ডড্‌লেও কায শেষ করিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলেন। সমুদ্রের দিকে যে গবাক্ষ ছিল—তাহা দিয়া মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত সাক্ষাৎ করা কিরূপ কঠিন, তাহা বুঝিয়া ডড্‌লে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য উপায় ছিল না। দ্বারের দিক দিয়া যাইলে হঠাৎ ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কেহ তাঁহাকে সন্দেহ না করিতে পারে—তাহাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

ডড্‌লে বুঝিয়াছিলেন, জাহাজ না থামিলে তিনি সেই গবাক্ষের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না; চলন্ত জাহাজে সেরূপ চেষ্টা করিলে তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রাত্রি আটটার পর জাহাজের গতি মন্দীভূত হইলে মিঃ ডড্‌লে অন্যের অলক্ষ্যে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কেবিন অতিক্রম করিয়া প্রধান ডেক পার হইলেন, এবং সিঁড়ি দিয়া নামিয়া জাহাজের কিনারায় গিয়া একগাছি রজ্জু বাহির করিলেন; তাহা রেলিংএর সঙ্গে বাঁধিয়া, সেই রজ্জু অবলম্বন পূর্ব্বক ঝুলিয়া পড়িলেন!—আর দুই গাছি দড়ি দুই হাতে ধরিয়া ভারকেন্দ্র স্থির রাখিলেন।—সেই অবস্থায় মিস্ এরস্‌কাইনের গবাক্ষপ্রান্তে মুখ রাখিয়া তিনি অতি মৃদুস্বরে মিস্ এরস্‌কাইনকে ডাকিলেন। মিস্ এরস্‌কাইন তাঁহার প্রতীক্ষায় জাগিয়াছিলেন।—তিনি ডড্‌লের কণ্ঠস্বর শুনিয়া গবাক্ষ-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিঃ ডড্‌লে! আপনি কি সত্যই ডড্‌লে?"

ডড্‌লে বলিলেন, "এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না। আমি সত্যই ফিলিপ্ ডড্‌লে। আস্তে কথা বলিবেন। আমাদের কোন কথা কাহারও কর্ণগোচর হইলে আর আমাদের রক্ষা নাই। আপনাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "আপনি ছদ্মবেশে কেন? কিরূপেই বা এ জাহাজে আসিলেন? আপনি কেপ্ টাউনে আমাকে বলিয়াছিলেন, কোন জরুরী কার্য্যে শীঘ্রই আপনাকে দেশান্তরে যাইতে হইবে।"

মিঃ ডড্লে তাঁহার লোমহর্ষণ অভিযান সম্বন্ধে সকল কথাই সংক্ষেপে মিস্ এরস্কাইনের গোচর করিলেন; তাঁহারই করুণায় তিনি মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইয়া এই জাহাজে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। শেষে বলিলেন, "এ সকল কথা পরে হইবে, আগে ত আপনার প্রাণরক্ষা হউক; আপনার অনুগ্রহে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, আমিও প্রাণপণে আপনার প্রাণ-রক্ষা করিব। আপনি আর ঔষধ খান নাই ত?"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "না, খাই নাই; কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া-পর্য্যন্ত আমার যে কি দুশ্চিন্তা ও ভয় হইয়াছে তাহা বুঝাইতে পারিব না। আপনি সে সকল কথা বলিয়াছিলেন কেন? আমার বিরুদ্ধে কে কি ষড়যন্ত্র করিবে? আমি ত কাহারও অনিষ্ট করি নাই।"

মিঃ ডড্লে বলিলেন, "সে কথা পরে শুনিবেন; কিন্তু আপনি মহা ধনবানের কন্যা একথা ত ভুলিলে চলিবে না। আপনার মামার চরিত্র কিরূপ, আপনি বোধ হয় তাহা জানেন না; আপনি কি যথার্থই তাহাকে ভালবাসেন?"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "মামাকে!—আমি ভালবাসি কি না? আপনি একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলুন।"

মিঃ ডড্লে বলিলেন, "আপনার মামা অত্যন্ত অর্থপিশাচ। তাহার নিজের যাহা কিছু ছিল, সব ফুরাইয়াছে; এখন তাহার বহুৎ টাকার দরকার, অথচ তাহা পাইবার উপায় নাই। আমি কেপ্ টাউন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হঠাৎ একটা জুয়ার আড্ডায় গিয়া পড়িয়াছিলাম; সেখানে আপনার মামার সহিত এই কাপ্তেন-টার গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পাইয়াছিলাম। ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের অনুকূলে উইল-খানি হইলে তাহার অর্থকষ্ট দূর হইবে—ইহাও জানিতে পারিয়াছিলাম। ঈশ্বর না করুন, আপনার যদি মৃত্যু হয়—তাহা হইলে আপনার সম্পত্তি কে পাইবে?"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "কাহারও কাহারও বৃত্তির ব্যবস্থা আছে,

তদ্ভিন্ন সমস্ত সম্পত্তি মামাই পাইবে। এই সম্পত্তির লোভে মামা আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে? আপনি বলেন কি! না, না, মামা এতদূর পিশাচ নহে। আপনি অতি ভয়ানক কথা বলিয়াছেন!"

মিস্‌ এরস্‌কাইন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার একমাত্র অভিভাবক, তাঁহার জীবন ও সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্তা মাতুলের এই ব্যবহার?—তিনি অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না, ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—তাঁহার ক্রন্দন-শব্দে ডড্‌লে অত্যন্ত ভীত হইলেন; ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মিস্‌, আপনি চুপ করুন, যদি কেহ আমাদের পরামর্শ শুনিতে পায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! আমরা উভয়েই মারা পড়িব। আমাদের অবস্থা অতি শঙ্কটজনক; সামান্য ত্রুটিতেই সব নষ্ট হইবে, আপনার প্রাণরক্ষার কোনও উপায় হইবে না। আপনার মামা মনুষ্যমূর্ত্তিতে শয়তান, তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই; আর এই জাহাজের কাপ্তেনটি আপনার মামার মতই ভয়ানক-প্রকৃতির লোক; শয়তানীতে কেহ কাহারও অপেক্ষা খাটো নহে! কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমি যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন আপনার প্রাণরক্ষার উপায় হইবেই। আমি আপনার প্রাণরক্ষার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। কি উপায়ে আপনার প্রাণরক্ষা হইতে পারে—তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আমি এখানে আর অধিক সময় থাকিতে পারিব না; আমি সমুদ্রের উপর শূন্যে ঝুলিতেছি, ধরা পড়িবারও আশঙ্কা আছে। আমার প্রস্তাব মন দিয়া শুনুন।—প্রথমতঃ, আপনি আর এক বিন্দু ঔষধও গলাধঃকরণ করিবেন না। আপনি ঔষধ খাইতে অসম্মত হইলে এই দুর্ব্বৃত্তদের মনে সন্দেহ হইতে পারে। পাপীর মন সর্ব্বদাই সন্দেহাকুল।—যাহাতে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।—আপনাকে যে ঔষধ দিয়াছে তাহার বর্ণ কিরূপ?"

মিস্‌ এরস্‌কাইন বলিলেন, "ঠিক জলের মত।"

ডড্‌লে বলিলেন,"উত্তম,আপনি ঔষধটা জানালা দিয়া ঢালিয়া ফেলিয়া শিশিতে জল পূরিয়া রাখুন। আপনার মামা তাহার সাক্ষাতে আপনাকে ঔষধ খাইবার

জন্য পীড়াপীড়ি করিলে আপনি সেই জল পান করিবেন ; একবারে এক দাগের বেশী খাইবেন না। দ্বিতীয় কথা, আপনি কোথায় বসিয়া আহার করেন ?"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "আজ কাল আমার কেবিনেই খাবার দিয়া যায়।—ভোজনাগারে যাইবার ত শক্তি নাই।"

ডড্লে বলিলেন, "খুব ভাল কথা। আপনি সেই খাবারের কিয়দংশ জানালা দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু কিছুই খাইবেন না ; আপনার মামা যেন বুঝিতে পারে ক্ষুধার অভাবে আপনি যৎকিঞ্চিৎ-মাত্র আহার করিয়াছেন। কয়েক দিন বিস্কুট খাইয়াই কাটাইবেন ; অন্য উপায় নাই।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "বিস্কুট আমার নিজের কাছেও আছে, তাহাই খাইব।—কিন্তু তাহাতে মামার মনে সন্দেহ হইবে না ত ?"

ডড্লে বলিলেন, "ইহাও চিন্তার কথা বটে ; যাহা হউক, আপনি যে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন, এ ভাব প্রকাশ করিবেন না। তাহাদিগকে বুঝিতে দিবেন যেন আপনার রোগ ক্রমেই কঠিন হইতেছে ; তাহা হইলে তাহাদের সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "কিন্তু এভাবে কতদিন তাহাদের ভুলাইয়া রাখিব ?—আমি যে বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম !"

ডড্লে বলিলেন, "আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকুন, একটা উপায় হইবেই। বলিয়াছি ত আপনার জীবনরক্ষার জন্য আমি প্রাণবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইব না। আমি একটা মতলব করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে আপনার জীবনরক্ষায় সমর্থ হইব। আপনি হতাশ হইবেন না। ভগবান আপনাকে রক্ষা করিবেন। আর কোন কথা নাই ; এখন আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আমার রক্ষার ভার আপনার উপর।"—অনন্তর মিঃ ডড্লে মিস্ এরস্কাইনের প্রসারিত হস্ত চুম্বন করিয়া স্পন্দিত বক্ষে নিঃশব্দে জাহাজের উপর উঠিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিঃ ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ইহা করেন নাই; স্বার্থচিন্তা কাহাকেও মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতে পারে না। মিস্ এরস্‌কাইনের প্রণয়লাভে সমর্থ হইবেন কি না—তাহাও তিনি চিন্তা করেন নাই; কিন্তু একথাও সত্য, ভাল না বাসিলে কেহ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে না। আত্মবিসর্জ্জনে স্বার্থচিন্তার অবকাশ থাকে না। কোন্ আশায় তিনি এত বড় বিপদের মুখে আপনাকে নিক্ষেপ করিতেছেন, সে কথা তাঁহার মাথায় আসিল না। মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার জিদ্ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার মনে হইল, মিস্ এরস্‌কাইনের অনুগ্রহেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে; যিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, প্রাণটা তাঁহারই জীবনরক্ষায় নিয়োজিত হইয়া সার্থক হউক।

এরূপ যাঁহার মনের ভাব ও প্রাণের আগ্রহ, তিনি সকল প্রকার দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন।—ডড্‌লে কার্য্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে-করিতে নিদ্রিত হইলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাঁহার সুখ-সুপ্তির ব্যাঘাত হইল না।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্বরাত্রির সকল ঘটনার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। প্রথমে মনে হইল তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন! ধীরে-ধীরে সকলই মনে পড়িল। তাঁহার প্রথম চেষ্টা এত সহজে সফল হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।—এখন কয়েকদিন পর্য্যন্ত মিস্ এরস্‌কাইনের জীবনের আশঙ্কা নাই, ইহা বুঝিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার আশা হইল—মিস্ এরস্‌কাইনের ঔষধের সহিত কিছুদিন বিষপ্রয়োগ বন্ধ হইলেই তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইবে।”

এই জাহাজ হইতে মিস্ এরস্‌কাইনকে সরাইয়া লইয়া যাওয়াই যে তাঁহার জীবনরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়,—ডড্‌লে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু

কি কৌশলে এই কঠিন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, তাহা তিনি কোনমতে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। দিবসে এই চেষ্টা নিস্ফল হইবে; অধিক কি, তাহাতে জীবনরক্ষাও কঠিন হইবে। কিন্তু রাত্রিকালেই-বা তাহা কতদূর সম্ভব? পলাইয়া যেস্থানে আশ্রয় লইতে হইবে—সেই স্থানটি তাঁহার পরিচিত হওয়া আবশ্যক; বিশেষতঃ, সমুদ্রতীরের নিকটবর্ত্তী কোন পরিচিত স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে জাহাজ ত্যাগের চেষ্টা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে।—তাঁহার স্মরণ হইল, ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন জাহাজের কাপ্তেনকে বলিয়াছিল, তিন দিনের মধ্যেই সে সকল ঝঞ্ঝাট চুকাইয়া ফেলিবে। অর্থাৎ তৃতীয় দিন—বৃহস্পতিবার রাত্রিকালই ঝঞ্ঝাট চুকাইবার শেষ মেয়াদ! —সেই দিন রাত্রিকালে জাহাজ কোন্ স্থানে উপস্থিত হইবে—ইহা জানিবার পূর্ব্বে তিনি কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহস করিলেন না।—এজন্য জাহাজের পথের 'চার্ট'খানি দেখা একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন আরও একটা ভাবিবার কথা ছিল।—তিনি কি কৌশলে জাহাজ হইতে বোট জলে নামাইবেন?—যদিই-বা কোনও উপায়ে অন্যের অলক্ষ্যে তাহা জলে নামাইলেন, কিন্তু বোটে যে সকল সামগ্রী লওয়া আবশ্যক—খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি—তিনি কি উপায়ে সংগ্রহ করিবেন?—তিনি উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি, জীবনরক্ষার উপযুক্ত উপকরণাদি না লইয়া মিস্ এরস্‌কাইনের সহিত একখানি ক্ষুদ্র বোটে অকূল সমুদ্রে ভাসিতে পারিবেন না। রাক্ষসের কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি কি তাঁহাকে জলধিগর্ভে বিসর্জ্জন করিবেন?—জাহাজে বিশ্বাসঘাতক মাতুলের প্রদত্ত বিষে তিল-তিল করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া, অকূল সমুদ্রে বোটের উপর সামওয়েলির ন্যায় শোচনীয় মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক প্রার্থনীয়।

মিঃ ডড্‌লে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া পিত্তলের কলকব্জা পালিশের যন্ত্রাদিসহ জাহাজের 'হরিকেন ডেকে' উপস্থিত হইলেন। তিনি জাহাজের গন্তব্যপথের মানচিত্র (Chart) খানি দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অন্যের অলক্ষ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার কোন উপায় দেখিলেন না।

তিনি কাপ্তেনের কেবিনের নিকট কায করিতে-করিতে ক্রমে সেই কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সে সময় কাপ্তেন জাহাজের 'ব্রিজে'র উপর ছিলেন। 'চার্ট রুমে'র নিকট তিনজন নাবিক 'জীবন-তরী'তে কায করিতেছিল; তাহারা কার্য্যানুরোধে নীচে প্রস্থান করিলে ডেকের উপর তিনি ভিন্ন আর কেহই রহিল না।

মিঃ ডড্‌লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে 'চার্ট রুমে' প্রবেশ করিলেন; তিনি সেই কক্ষের টেবিলের উপর মানচিত্রখানি প্রসারিত দেখিলেন। এই মানচিত্রখানি তখন তাঁহার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন অপেক্ষা মহার্ঘ বোধ হইল। তিনি 'করিওলেনস্' জাহাজে ইহার অনুরূপ মানচিত্র বহুবার দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহা যে কোনদিন এ-ভাবে তাঁহার কাযে লাগিতে পারে—ইহা কখন কল্পনাও করেন নাই। যাহা হউক, তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজের গন্তব্যপথ দেখিতে লাগিলেন। জাহাজখানি তখন কোন্ স্থান দিয়া চলিতেছিল—তাহা তাঁহার বুঝিতে কষ্ট হইল না। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে জাহাজখানি কোন্ উপকূলের সন্নিকটে উপস্থিত হইতে পারে—তাহাও তিনি ঠিক করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্ত সত্য হইলে জাহাজখানি সেই সময় লামু দ্বীপের সন্নিকটে উপস্থিত হইবে।—তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

তাঁহার আশ্বস্ত হইবার কারণ ছিল। মোম্বাসার উত্তরে 'লামু' একটি সমৃদ্ধ নগর। এই নগর হইতে জাঞ্জিবার ও মোজাম্বিকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। ডড্‌লে ইহাও জানিতেন যে, ডিউসি-অস্-আফ্রিকা 'লাইনের' জাহাজগুলি বোম্বাই নগর হইতে মোম্বাসা ও জাঞ্জিবারে যাত্রা করিয়া ছয় সপ্তাহ অন্তর একবার লামু নগরে নোঙ্গর করে।—সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস হইল, যদি তিনি কোন উপায়ে মিস্ এরস্‌কাইনকে লইয়া এই নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন,—তাহা হইলে তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কা দূর হইতে পারে।—কিন্তু তাঁহার এ আশা কি পূর্ণ হইবে?

আরও দুই একটি বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল; সেই সন্দেহ নিরাকরণের

উদ্দেশ্যে তিনি সেই কক্ষের সেল্‌ফের উপর হইতে 'এড্‌মিরাল্‌টি পাইলট্‌' নামক পুস্তকখানি লইয়া পড়িয়া আফ্রিকার উপকূল সম্বন্ধে কোন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলেন। হঠাৎ সেই কক্ষের বহির্ভাগে কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পুস্তকখানি যথাস্থানে রাখিয়া চক্ষুর নিমিষে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং 'চার্ট টেবিলে'র পিতলের হাতল পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পর মুহূর্ত্তে জাহাজের প্রধান মেট্‌ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডড্‌লেকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; তাহার পর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোকে এখানে আসিতে কে বলিয়াছে?—চুরী করিবার মতলবে এই ঘরে ঢুকিয়াছিস্‌ বুঝি? এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে চলিয়া যা, বিলম্ব করিলে জুতা মারিয়া পিঠ ফাটাইয়া দিব।"

প্রধান মেট্‌ সবেগে পা ছুড়িল, কিন্তু তাহার বুট ডড্‌লের অঙ্গস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। প্রধান মেট্‌ যে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই বা তাঁহাকে মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখে নাই, ইহা তিনি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিলেন। ধরা পড়িলে তাঁহার কি দশা হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।—বেলা আট ঘটিকার সময় ডড্‌লে নীচের ডেকে নামিয়া আসিলেন।

অপরাহ্ণে মিঃ ডড্‌লে মিস্‌ এরস্‌কাইনের সাক্ষাৎ লাভের আশায় উপরের ডেকে আসিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মিস্‌ এরস্‌কাইন বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্যও উপরের ডেকে আসিয়া বসিবেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মিস্‌ এরস্‌কাইন তাঁহার মাতুল ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের স্কন্ধাবলম্বন করিয়া ধীরে-ধীরে ডেকে আসিয়া বসিলেন। সেদিনও মিস্‌ এরস্‌কাইনকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইল। তিনি অবসন্নভাবে চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার কেবিন হইতে এইটুকু আসিতেই তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন।—ডড্‌লে দেখিলেন, ল্যাম্পিয়নের মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল।

ল্যাম্পিয়ন তাহার ভাগিনেয়ীকে বলিল, "কোন চিন্তা নাই, মা! গরমে তুমি হাঁপাইতেছ! তোমার শরীর আজ অনেক ভাল বলিয়াই ত বোধ

হইতেছে ; কাল তুমি অনেকটা সুস্থ হইবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়—তাহা হইলে তোমার কাছে কিছুকাল বসিয়া তোমাকে নভেলখানা পড়িয়া শুনাই।”

মিস্ এরস্‌কাইন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, তাহার আবশ্যক নাই ; আমি একটু নিরিবিল থাকিতে চাই।”

ল্যাম্পিয়ন বলিল, “তোমার যেরূপ অভিরুচি ; তবে আমি এখন চলিলাম। যদি আমাকে ডাকিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে ষ্টুয়ার্ডকে বলিলেই সে আমাকে সংবাদ দিবে।”

ল্যাম্পিয়ন অন্যত্র প্রস্থান করিলে মিস্ এরস্‌কাইন চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন।—তাহার পর চক্ষু খুলিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ইত্যবসরে ডড্‌লে তাঁহার চেয়ারের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ডড্‌লে নিম্নস্বরে বলিলেন, “আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল ; মনে হইতেছিল আজ আপনি আরও অধিক অসুস্থ হইয়াছেন।”

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “না, আজ আমি অনেকটা ভালই আছি। আপনার উপদেশানুসারেই আমি মামাকে বুঝিতে দিয়াছি—আজ আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুস্থ হইয়াছি।—ভাল করি নাই ?”

ডড্‌লে সোৎসাহে বলিলেন, “খুব ভাল করিয়াছেন। আপনি সত্যই কি আজ অন্যদিন অপেক্ষা ভাল আছেন ? আশা করি আপনি আজ একবারও ঔষধ খান নাই।”

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “হাঁ, আজ অনেকভাল। ঔষধ কি খাবার, কিছুই খাই নাই।”—অনন্তর তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “আমার উদ্ধারের কোনও কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিলেন কি ? আপনি কি উপায় স্থির করিয়াছেন ?”

ডড্‌লে বলিলেন, “আগামী কল্য রাত্রে এ জাহাজ ত্যাগ না করিলেই নয়।—আপনি এজন্য প্রস্তুত আছেন কি ?”

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "যখনই বলিবেন তখনই আমি আপনার সঙ্গে জাহাজ ত্যাগ করিব; আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আমার জীবন নষ্ট করিবার জন্য যে ভীষণ ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। —এখান হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচি।"

ডড্‌লে বলিলেন, "যথাসময়ে আপনি সংবাদ পাইবেন। এখনও আমার উদ্যোগ-আয়োজনের কিছু বাকি আছে; কিন্তু কালই পলায়ন করা স্থির। কাযটা অত্যন্ত কঠিন; কোন রকম ভুলচুক্ হইলে আর রক্ষা নাই!"

ডড্‌লে বোধ হয় আরও কোন কথা বলিতেন, কিন্তু হঠাৎ ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে এক পেয়ালা ব্রথ্।—সে তাহার ভাগিনেয়ীকে বলিল, "মা, এই ব্রথ্‌টুকু খাও দেখি, শরীরে বল পাইবে।"

মিস্ এরস্কাইন মাথা নাড়িয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না মামা, আমি উহা খাইতে পারিব না; আমার গা বমি-বমি করিতেছে। উহা খাইলেই বমি হইবে।"

ল্যাম্পিয়ন সেই ব্রথ্‌টুকু তাঁহাকে পান করাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিল, শেষে ভয়প্রদর্শনও করিল; কিন্তু মিস্ এরস্কাইন তাহা পান করিলেন না। তখন ল্যাম্পিয়ন সেই পেয়ালাটি একটি গবাক্ষে রাখিয়া বলিল, "আমি ইহা এখানে রাখিয়া চলিলাম; এখন খাইবার ইচ্ছা না হয়, খানিক পরে ব্রথ্‌টুকু পান করিও। না খাইলে শরীরে বল পাইবে কেন? রোগের সময় এত অবাধ্য হইলে কি শীঘ্র রোগ সারে? ঔষধ পথ্য নিয়মমত খাইতে হইবে।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "আর রোগ সারিয়াছে!—এখন মরিলেই বাঁচি। এ যাতনা আর সহ্য হয় না। কিন্তু মামা, তোমার দয়ার জন্য আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ; তুমি আমার যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করিতেছ, মা-বাপেও ততদূর করিতে পারে না।—তোমার স্নেহ-মমতা আমার মা স্বর্গ হইতে দেখিতে পাইতেছেন।"

ল্যাম্পিয়ন আর অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।—ভাগিনেয়ীর কথা শুনিয়া সেই শয়তানের মনে লজ্জার সঞ্চার হইয়াছিল কি না কে বলিবে ?

ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে একাকিনী দেখিয়া বলিলেন, "আমি আজ রাত্রেই সকল বন্দোবস্ত শেষ করিব। আপনি কাল আর ডেকে আসিবেন না ; তাহা হইলে সকলে বুঝিবে আপনি আরও অধিক দুর্ব্বল হইয়াছেন। আমি কাল সন্ধ্যার সময় আপনাকে কোন কৌশলে সংবাদ দিব ; সম্ভবতঃ গবাক্ষপথে চিঠি ফেলিয়া দিব। তাহাতেই সকল কথা লেখা থাকিবে ; আপনি তদনুসারে কায করিবেন।"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "নিশ্চয়ই করিব।"

তখন ডড্‌লে প্রফুল্লচিত্তে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সেইদিন সায়ংকালে ডড্‌লে ডেকের রেলিংএর উপর ভর দিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমুদ্রের দিকে চাহিতেছিলেন। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত পাচকটি তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি চমৎকার সন্ধ্যা!"

ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, অতি চমৎকার সন্ধ্যা। পশ্চিম-আকাশে মেঘের সোনালী রঙের সহিত পাটল বর্ণের কি সুন্দর সমাবেশ! কিন্তু কল্য আকাশের অবস্থা কিরূপ থাকিবে কে বলিতে পারে?"

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল কথাটা বলিয়া ভাল করেন নাই।—বিশেষতঃ কথাটা তিনি পরিষ্কার ইংরাজীতে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন! কি মারাত্মক ভ্রম!—লোকটা তাঁহাকে সন্দেহ করিবে না ত?

তাঁহার কথা শুনিয়া পাচকটা বলিল, "বাঃ, তুমি ত খাসা ইংরাজী বলিতে পার হে! আরবের মুখে এরকম শুদ্ধ ইংরাজী আর কখনও শুনি নাই। তুমি আসল আরব না ছদ্মবেশী, ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না; কে তুমি?"

মিঃ ডড্‌লে বুঝিলেন, তিনি ধরা পড়িয়াছেন! পাচকের নিকট সত্য কথা গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, বরং তাহাতে অনিষ্ট হওয়াই সম্ভব। লোকটি অসৎ লোক নহে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, জাহাজের উপর তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সে ভিন্ন আর কেহই ছিল না। এখন তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিলেন না; অগত্যা তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, "তুমি আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছ, সুতরাং তোমার নিকট আত্মগোপন করিয়া কোন লাভ নাই; আমি তোমার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। তোমার ইচ্ছা হইলে জাহাজের কাপ্তেনের নিকট আমাকে ধরাইয়া দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পার।—আমার জীবন ও মৃত্যু এখন তোমারই হাতে।"

পাচক বলিল, "তুমি কি আমাকে এই রকম শয়তান মনে কর? আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব!—তোমাকে বিপদে ফেলিয়া আমার লাভ কি?"

ডড্‌লে বলিলেন, "এই জাহাজে যদি কেহ আমার বন্ধু থাকে—তবে সে তুমি।—আমি কিরূপ বিপন্ন, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলে আমার হিত ভিন্ন অহিত হইবে না তাহা জানি; কিন্তু সাহস করিয়া এতদিন সে কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই। তোমার নিকট আমার কোনও কথা গোপন করিব না।"

পাচক বলিল, "বুঝিয়াছি, তুমি হঠাৎ ধরা পড়িয়াছ বলিয়াই অগত্যা আমার কাছে তোমার গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি আমাকে চেন না, আমিও তোমার পরিচয় জানি না; কিন্তু যেদিন আমি তোমাকে সেই জীর্ণ তরণী হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সেইদিন হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল—তোমার জীবন কোন দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন! তবে আমার সন্দেহের কথা কাহাকেও বলি নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। যদি তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার গুপ্তকথা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই; তাহা শুনিবার জন্য আমারও আগ্রহ নাই। তুমি এ কথা মনে করিও না যে, আমি উইলিয়াম ব্লেক—গুপ্তকথা গোপন রাখিতে পারি না। তোমার গুপ্তকথা আমার নিকট প্রকাশ করিলে যদি তোমার বা আমার বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সে সকল কথা আমাকে না বলাই ভাল। দেশে আমার স্ত্রী ও তিনটি মেয়ে আছে, আমি ভিন্ন তাহাদের প্রতিপালন করিবার কেহই নাই; সুতরাং আমি কোন রকম বিপদের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক নহি। আমার সকল কথাই শুনিলে; এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পার।"

ডড্‌লে অসঙ্কোচে বলিলেন, "আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র। বিশেষতঃ, আমার যেরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা, তাহাতে মনে হয় এ সময় আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধুর বড় আবশ্যক। আমার যে কি বিপদ, তাহা তোমার অনুমান করিবারও শক্তি নাই।

আমি আমার সকল কথাই তোমাকে বলিব ; তুমি দয়া করিয়া শুনিলে বড়ই অনুগৃহীত হইব। তোমার সামর্থ্যে কুলাইলে, আশা করি তুমি আমাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যাহা ভাল বুঝিবে—করিও।"

মিঃ ডড্‌লে পাচকের পাশে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার ধূসর ছায়া-সমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, তাঁহার আত্মপরিচয় ও লোমাঞ্চকর অভিযান-কাহিনী পাচকের নিকট প্রকাশ করিলেন। মিস্ এরস্‌কাইনকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার মাতুল কাপ্তেনের সহিত কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাও তাহার গোচর করিলেন।—তাঁহার কথা শুনিতে-শুনিতে পাচকের মুখ সন্ধ্যার আকাশের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সকল কথা শুনিয়া সে বলিল, "তোমার কথা উপন্যাসের মত অদ্ভুত! এ সকল কথা সত্য হইলে এই জাহাজের কাপ্তেনের মত নরপ্রেত দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ।—কিন্তু তোমার কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কোথায়?"

ডড্‌লে বলিলেন, "যাহা সত্য আমি তাহাই বলিয়াছি ; কিন্তু তুমি ইহার অকাট্য প্রমাণ চাহিলে তাহা দেওয়া সহজ নহে।—তবে দাঁড়াও, হয় ত তোমাকে এখনই তাহার প্রমাণ দিতে পারিব। আজ বৈকালে আমি ডেকের উপর কায করিতে-করিতে দেখিলাম, ল্যাম্পিয়ন তাহার ভাগিনেয়ীর জন্য এক পেয়ালা ব্রথ্ লইয়া আসিল। মিস্ এরস্‌কাইন তাহা পান না করায়—ল্যাম্পিয়ন ব্রথের পেয়ালাটা জানালায় রাখিয়াছিল। তাহা কি এখনও সেখানে আছে?"

পাচক বলিল, "ষ্টুয়ার্ড বোধ হয় এতক্ষণ তাহা লইয়া গিয়াছে ; খাইয়া ফেলিয়াছে কি না কে জানে?—কিন্তু তোমার অভিযোগ যে সত্য, ইহা এই ব্রথ্‌টুকু হইতে কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?"

ডড্‌লে বলিলেন, "সেই ব্রথ্‌টুকু সংগ্রহ করিয়া জাহাজের কোন বিড়ালকে খাইতে দিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে আমার অভিযোগ সত্য কি না।—তুমি সেটুকু লইয়া আসিতে পার?—হাতে-হাতে পরীক্ষা হইবে।"

পাচক কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে সেই পেয়ালাটা আনিতে গেল ; পনের মিনিটের মধ্যে আর সে ফিরিল না! সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলে, ডড্‌লে

দেখিলেন, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে ; তাহার চক্ষুতে উদ্বেগ ও আতঙ্কের চিহ্ন সুপরিস্ফুট !

পাচক ডড্‌লের পাশে আসিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "তোমার কথাই সত্য।—উঃ, কি ভয়ঙ্কর শয়তানী ! মিস্ এরস্‌কাইনের মত সুন্দরী সুশীলা সরল যুবতীকে যাহারা এইভাবে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করে,—তাহারা মানুষ না পিশাচ ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমার কথা যে সত্য, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে? তুমি ত সেই ব্রথের পেয়ালা আন নাই ; ব্রথের গুণাগুণেরও পরীক্ষা হয় নাই।"

পাচক বলিল, "সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।—ভয়ঙ্কর ব্যাপার !"

ডড্‌লে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে শুনিতে পাই না ?"

পাচক গম্ভীর মুখে বলিল, "খানিক আগে ষ্টুয়ার্ড জানালা হইতে সেই ব্রথের পেয়ালাটি তাহার কুঠুরীতে লইয়া যায়।—লোকটা ভয়ঙ্কর পেটুক, কিছুতেই তাহার পেট ভরে না ! এক পেয়ালা ব্রথ্ ফেলিয়া দিবে—এমন পাত্র সে নহে। সে কুঠুরীতে ঢুকিয়াই এক চুমুকে ব্রথ্‌টুকু নিঃশেষ করে। আধ ঘণ্টা যাইতে-না-যাইতে বেচারার পেটে জ্বালা আরম্ভ হইল ! সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ; আমাকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া বলিল, 'আর বুঝি বাঁচিলাম না ! আমি যে ব্রথ খাইয়াছি তাহা বিষ-মিশান ছিল। হাঁ, নিশ্চয়ই তাহা বিষাক্ত ; নতুবা আমার এত যন্ত্রণা হইবে কেন ? আর দেশে যাইতে পারিলাম না। হায়, হায়, লোভে পড়িয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি !'—বেচারা প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া ল্যাম্পিয়নের নিকট ছুটিয়া গেল, তাহাকে বলিল, 'ডাক্তার, আমি বুঝি মরিলাম ! আমি ব্রথ্ খাইয়া বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে একটা ঔষধ দাও, আমাকে বাঁচাও'।"

ডড্‌লে ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন একথা শুনিয়া কি বলিল ?"

পাচক বলিল, "ষ্টুয়ার্ডের কথা শুনিয়া ডাক্তারের মাথায় যেন বজ্রাঘাত

হইল ! তাহার মুখ চূণ হইয়া গেল ।—কিন্তু কয়েক মিনিট পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া স ষ্টুয়ার্ডকে বলিল, 'কোন ভয় নাই ; আমি ঔষধ দিতেছি, তাহা খাইলেই তুমি স্থ হইবে। তোমাকে এত ভালবাসি যে, তোমার অসুখের কথা শুনিয়া আমার ন অস্থির হইয়াছে।—যাহা হউক, তুমি বাপু এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। খাদ্যদ্রব্য কোন কারণে বিষাক্ত হইয়াছে শুনিলে জাহাজের কল লোকের মনে অত্যন্ত আতঙ্ক হইবে, তাহা প্রার্থনীয় নহে' ।"

ডড্‌লে বলিলেন, "কিন্তু ব্রথ্‌টা কিরূপে বিষাক্ত হইল, সে সম্বন্ধে ডাক্তার কান কথা বলিয়াছে ?"

পাচক বলিল, "হাঁ বলিয়াছে ; শয়তানটা আমারই ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছে ! বলিয়াছে, 'বাবুর্চ্চির দোষেই এ বিভ্রাট ঘটিয়াছে ; সে বিষাক্ত টিন খুলিয়া ব্রথ্‌ প্রস্তুত করাতেই তোমার এই দশা ! যদি তোমার মৃত্যু হয়—তাহা হইলে সেজন্য বাবুর্চ্চিই দায়ী।'—আপনার কাছে সকল কথা না শুনিলে ত মনে করিতাম আমিই এজন্য দায়ী !"

ডড্‌লে বলিলেন, "মিস্‌ এরস্‌কাইনকে হত্যা করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ, একথা ত প্রকাশ কর নাই ?"

পাচক বলিল, "আমি কি পাগল যে, সে কথা লইয়া আন্দোলন করিব ? আমি ত সকলই বুঝিতে পারিতেছি।—যাহা হউক, ল্যাম্পিয়ন যতই বড় লোক হউক, তাহাকে সায়েস্তা না করিয়া ছাড়িতেছি না ; বিষ দিয়া সে মানুষ মারিবার চেষ্টা করিতেছে ! এতবড় শয়তানী ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "দেখ ব্লেক, ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও জাহাজের কাপ্তেন মিস্‌ এরস্‌কাইনকে হত্যা করিবার জন্য কি ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার ত অকাট্য প্রমাণ পাইলে ?—আমার কথায় কি এখনও তোমার অবিশ্বাস আছে ?"

পাচক বলিল, "না মহাশয়, আর কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। আপনার সকল কথাই যে সত্য, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার কথা প্রথমে অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, সেজন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমি তোমার নিকট নিজের পরিচয় দিয়াছি। আমি ত

না—ইহাও বলিতে পারি না। নারীহত্যায় বাধা দিতে হইলে বোট চুরী না করিয়া উপায় কি ? কিন্তু এ কাযে আপনার সাহায্য করা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আমি জাহাজের কর্ম্মচারী, জানিয়া-শুনিয়া জাহাজের জিনিস চুরীর সহায়তা করিতে পারিব না ; টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিব না। —এ কাযটা আপনাকে নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে।"

ডড্‌লে বলিলেন "কিন্তু কিছু খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সংগ্রহের কি উপায় হইবে ? যদি তুমি বোট-সংগ্রহে আমাকে সাহায্য না কর—তাহা হইলে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহেই-বা কিরূপে সাহায্য করিবে ?"

পাচক বলিল, "তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। মিস্ এরস্‌কাইন ত জাহাজে তাঁহার খোরাকীর টাকা জমা দিয়াছেন ;—নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সুতরাং তিনি গন্তব্য স্থানে যতদিন না পঁহুছিবেন, ততদিন জাহাজের খাদ্য-সামগ্রীতে তাঁহার ন্যায়তঃ দাবী আছে। এ অবস্থায় তাঁহার খোরাকী তাঁহার সঙ্গে দিতে আপত্তি কি ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ। তাহা হইলে খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।—বোটখানি সম্বন্ধে কি করিব শোন। আমি আত্মপরিচয় দিয়া কাপ্তেনের নামে তোমাকে একখানি পত্র দিব ; সেই পত্রখানি তুমি এমন কোন স্থানে রাখিয়া দিবে—যেন কাপ্তেন সহজে তাহা দেখিতে পায়। আমি সেই পত্রে লিখিব—আমি বিশেষ প্রয়োজনে বোটখানি ভাড়া লইলাম, ইংলণ্ডেশ্বরীর যুদ্ধ জাহাজ 'করিওলেনসে'র লেফ্‌টেনাণ্ট ডড্‌লের নিকট দাবী করিলেই ভাড়ার টাকা তাহার হস্তগত হইবে। ভাড়ার পরিমাণ যাহাই হউক, তাহাতে আপত্তি হইবে না।"

পাচক বলিল, "হাঁ, এ রকম করিলে চলিতে পারে।—এরূপ করিলে বোট চুরী করা হইবে না, আমিও আপনাকে সাহায্য করিতে পারিব।—এ সকল কথা ত স্থির হইল ; আমাকে আর কি করিতে হইবে ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "বোটখানি জলে নামাইবার সময় তোমার সাহায্য চাই। তাহার পর তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না।"

পাচক বলিল, "সে সাহায্য আমার নিকট পাইবেন ; আশা করি আপনি মিস্ এরস্কাইনকে সঙ্গে লইয়া নিরাপদে কূলে উঠিতে পারিবেন। কাপ্তেন ও ডাক্তারটার শয়তানীর কথা মনে হইতেছে, আর রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে !"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে পাচক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মিঃ ডড্‌লে মনে মনে বলিলেন, "এই লোকটাকে সকল কথা বলিয়া ভালই করিলাম। সে ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিত ; কিন্তু খাঁটি লোক, সে আমাদের কোন অনিষ্ট করিবে না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ত দেখি, রক্ষা পাওয়া না পাওয়া পরমেশ্বরের এক্তিয়ার।"

মিঃ ডড্‌লে রাত্রে শয়ন করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুইটি কায কিছু কঠিন বলিয়া মনে হইল ; প্রথম, বোটখানি অন্যের অলক্ষ্যে সমুদ্রে নামাইয়া দেওয়া, দ্বিতীয়, মিস্ এরস্কাইনকে অন্যের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কেবিন হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সেই বোটে স্থাপন করা। এতদ্ভিন্ন, তিনি কোন্ সময় জাহাজ ত্যাগ করিবেন, তাহাও মিস্ এরস্কাইনকে জানাইতে হইবে।—বিভিন্ন চিন্তায় তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয় এরূপ আলোড়িত হইতে লাগিল যে, তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি মুদিত নেত্রে নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পিঠে কাহার হাত ঠেকিল! তিনি সবিস্ময়ে চাহিয়া মৃদু আলোকে দেখিলেন, পাচক ব্লেক তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে তাঁহার মনে একটু ভয় হইল ; লোকটা এত রাত্রে কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে ? তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন ; কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই পাচক বলিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে আমার কুঠুরীতে গিয়া শুইতে পারেন ; আপনি খুব সকালে উঠিয়া আসিলে এ কথা কেহই জানিতে পারিবে না।"

মিঃ ডড্‌লে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি তাহাকে জানাইলেন, ইহাতে কোন লাভ নাই ; অথচ জাহাজের কোন লোক তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাইলে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

পাচক বলিল, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন ; আমি অতখানি ভাবিয়া দেখি নাই।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তোমার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।—আর এক কথা, ষ্টুয়ার্ডটা কেমন আছে?"

পাচক বলিল, "তাহার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। আমি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন তাহার পেট ধুইয়া দিয়াছে। একজনকে মারিতে গিয়া শয়তানটা আর একজনকে মারিয়া ফেলিয়াছিল আর কি!"

ডড্‌লে বলিলেন, "লোকটার পরমায়ুর জোর আছে—তাই বাঁচিয়া গেল বোধ হয়। তবে সেই মৃদু বিষে বেচারা মরিত কি না ঠিক বলা যায় না। মরিলে কিন্তু ভয়ানক হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত ; মধ্যে হইতে তুমিই হয় ত মারা পড়িতে! যাহা হউক, আমি তোমার নিকট যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা বলিতে পারি না।"

পাচক প্রস্থান করিলে তিনি আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় সে রাত্রে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উদ্বেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জাহাজের সকল লোকের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করা কতদূর কঠিন, তাহা বুঝিয়া তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্যের সীমা রহিল না। যদি অন্ধকার রাত্রি হইত, তাহা হইলেও তেমন উৎকণ্ঠার কারণ ছিল না ; কিন্তু সেদিন শুক্লপক্ষ, সমস্ত রাত্রেই পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোক।—এ অবস্থায় নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা কতটুকু?

পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভোজনের সময় ডড্‌লে পাচকের নিকট উপস্থিত হইলে সে তাঁহার সহিত তেমন মাথামাথি করিল না ; অন্যান্য দিনের মত হাস্য পরিহাসও করিল না। সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বসিতে বলিল, তাহার পর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—নিকটে কেহ নাই দেখিয়া তাঁহাকে নিম্ন স্বরে বলিল, "কি করিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিব, এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে কাল রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই। আপনাকে এখন কি খাবার দিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার অনুমতি হইলে আপনার ভাতের মধ্যে লুকাইয়া

কিছু ভাল খাবার জিনিস দিতে পারি; আপনি অন্যের অলক্ষ্যে তাহা বাহির করিয়া লইবেন।"

ডড্‌লে বলিলেন, "না, তাহার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বের মত যাহা আমাকে দিবে, তাহাই যথেষ্ট। ঈশ্বর করুন আজ রাত্রিই যেন আমার জাহাজ-বাসের শেষ রাত্রি হয়। যাহা হউক, আজ রাত্রে বোটের উপর খাদ্য-সামগ্রী রাখিবার কি ব্যবস্থা করিবে? তুমি তাহা প্রস্তুত রাখিবে কি?"

পাচক বলিল, "সে সকল আমি ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি। আমার কুঠুরীতে খাটিয়ার নীচে একটা বাক্সের মধ্যে তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি; যখন আবশ্যক হইবে, তখনই তাহা দিতে পারিব। আপনি কোন্ বোটখানি লইবেন, তাহা স্থির করিয়াছেন কি?"

ডড্‌লে বলিলেন, "পোর্ট-কোয়ার্টারের বোট। অন্যান্য বোট অপেক্ষা সেইখানিই সহজে জলে নামাইতে পারিব। আমি কি ভাবে কায করিব, তাহা তুমি শুনিয়া রাখ। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে আমি জাহাজ ত্যাগ করিব না। আমি মিস্ এরস্‌কাইনকে সঙ্কেত করিলেই তিনি ডেকে আসিবেন। তাহার পর তাঁহাকে বোটের মধ্যে বসাইয়া বোটখানি জলে নামাইয়া দিব। ইহাতে তাঁহার একটু কষ্ট হইবে; কিন্তু উপায় কি? বোটখানি নামাইয়া দিয়াই আমি রজ্জুর সাহায্যে তাহাতে নামিয়া পড়িয়া বোট খুলিয়া দিব।—জাহাজের কাপ্তেন যখন আমাদের পলায়নের সংবাদ পাইবে, তখন সে ক্রোধান্ধ হইয়া তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিবে—তোমরা কিছু জান কি না।"

পাচক বলিল, "আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে যাহা বলিতে হয় বলিব, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন আর কোন কথার আবশ্যক নাই, দুই তিনটা খালাসী আমাদের দিকে চাহিয়া আছে; আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে না পাইলেও, আমার পলায়নের পর তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে। কাপ্তেনকে হয় ত বলিবে, 'বাবুর্চ্চির সহিত আরবটার পরামর্শ হইতেছিল—দেখিয়াছি।'—আমি এখন চলিলাম।"

মিঃ ডড্‌লে এক বাটী ভাত লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং তিনি যেখানে বসিয়া প্রত্যহ আহার করিতেন, সেই স্থানেই বসিয়া খাইতে লাগিলেন। জাহাজের একটা খালাসীকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; সে অদূরে বসিয়া তাঁহার আহার দেখিতে লাগিল। এই ইংরাজ খালাসীটা তাঁহাকে কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখে—তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; সে হয় ত তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে,—এই কথা ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন।—কিন্তু তিনি কোনরূপ বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া—যেন তাহাকে দেখিতেই পান নাই, এই ভাবে খাইতে লাগিলেন।

আহারের পর তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যে চলিলেন। তিনি জানিতেন, মিস্ এরস্কাইন সেদিন আর ডেকে বেড়াইতে আসিবেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার মামা কাপ্তেনের নিকট কি মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তাহাদের কথা শুনিবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করা যায়,—ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, কাপ্তেনের কেবিনে ভিন্ন অন্য কোথাও তাহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবে না; সুতরাং তিনি কাপ্তেনের কেবিনের নিকট গিয়া কায করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন।—তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কায আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন সেদিকে আসিল না। আটটার পর ল্যাম্পিয়ন 'হরিকেন ডেকে'র সিঁড়ি দিয়া মন্থর গতিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মিঃ ডড্‌লে তখন এঞ্জিন-ঘরের পিত্তলনির্ম্মিত কয়েকটি 'ফ্রেম' পরিষ্কার করিতেছিলেন; তিনি ল্যাম্পিয়নের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সে ধীরে ধীরে কাপ্তেনের কেবিনে প্রবেশ করিবামাত্র—ডড্‌লে তাহার অনুসরণ করিলেন; এবং সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া—ভিতরে কি কথা হয়, শুনিবার জন্য উদ্যত কর্ণে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস পাইলেন।

কাপ্তেন বলিল, "আজ তোমার ভাগিনেয়ী কেমন আছে? অবস্থাটা আশাপ্রদ কি?"

ল্যাম্পিয়ন জড়িত স্বরে বলিল, "শেষ হইতে আর যে বেশী বিলম্ব আছে—এমন ত বোধ হয় না!"—সে ঝুপ্ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সে শব্দও ডড্‌লে শুনিতে পাইলেন।

কাপ্তেন বলিল, "ও কি! তুমি কাঁপিতেছ কেন?—তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এত ভয় কিসের? তুমি এরকম কাপুরুষ তাহা ত জানিতাম না!"

কাপ্তেন সোডা খুলিয়া তাহা গেলাসে ঢালিল; ডড্‌লে অনুমান করিলেন, তাহাতে খানিক ব্র্যাণ্ডিও ঢালিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর সে ল্যাম্পিয়নকে বলিল, "তুমি বড়ই দমিয়া গিয়াছ, এইটুকু খাইয়া মন চাঙ্গা কর।—কি বলিবার আছে বল।"

ল্যাম্পিয়ন অস্ফুটস্বরে কি বলিল, তাহা ডড্‌লের কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু সে-কথা শুনিয়া কাপ্তেন সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "আমার কাছে মাতলামি করা চলিবে না। মাতাল হইয়া কি তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে?"

ল্যাম্পিয়ন ভগ্নস্বরে বলিল, "কে বলিল আমি মাতাল হইয়াছি? তুমি মিছামিছি আমার বদ্‌নাম করিতেছ! তোমার কথা মিথ্যা, তা তোমার মুখের উপর বলিতেছি। তুমি আমার অপমান করিও না। আমি তোমার কাছে অপমানিত হইতে আসি নাই। খবরদার! ফের যদি আমাকে মাতাল বলিবে ত ভাল হইবে না। আমাকে দেখিয়া কি মাতাল বোধ হয়? আমার কথাগুলি কি মাতালের মত? আর মাতাল হইলেই বা দোষ কি? তোমার চক্রান্তে পড়িয়া যে কায করিয়াছি, অতি বড় বেহেড্ মাতালেও তাহা করে না।"

কাপ্তেন বুঝিল, ল্যাম্পিয়ন স্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে; সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তবে কি মেয়েটা মরিয়াছে?—সে ত আনন্দেরই কথা।"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "না, মরে নাই; কিন্তু আর বেশী বিলম্বও নাই। উঃ—আমরা শয়তানের অধম! শয়তানও এরকম অপকর্ম্ম করিতে লজ্জিত হইত।"

কাপ্তেন বলিল, "বাহোবা!—তোমার এমন টন্‌টনে ধর্ম্মজ্ঞান এত দিন

কোথায় ছিল ?—হয় ত ইহার পর বলিবে আমারই কুপরামর্শে একায করিয়াছ ! সম্পত্তিটা কি আমার দখলে আসিবে ?"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "কিন্তু কাযটা যে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে, ইহা হাজার বার—দু'হাজার বার বলিব।"

কাপ্তেন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পাঁচ হাজার বল, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; কিন্তু আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইলে আমি তোমার জিভ টানিয়া ছিঁড়িব। মাতলামী করিবার আর জায়গা পাও নাই ? আমি তোমার প্রলাপ শুনিতে চাহি না। তুমি মুখ বন্ধ না করিলে কোন্ দিন আমাদের দু'জনকেই ফাঁসিতে ঝুলিতে হইবে। মেয়েটা মরিলে আমাকে সংবাদ দিও ; তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হইবে আমিই করিব।—কিন্তু আমার বিনানুমতিতে তুমি এক ফোঁটা মদ খাইলেও আমি তোমাকে খাঁচায় পুরিব।"

ডড্‌লে যাহা শুনিলেন তাহাই যথেষ্ট ; তিনি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি নীচের ডেকে আসিলেন। তাহার পর ল্যাম্পিয়ন কাপ্তেনের কেবিন হইতে বাহির হইল। ডড্‌লের বিশ্বাস ছিল, মিস্ এরস্‌কাইন তাঁহার পরামর্শানুসারে কোন ঔষধ বা খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করেন নাই ; তথাপি ল্যাম্পিয়নের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন কি মিস এরস্‌কাইনের চাতুর্য্যে প্রতারিত হইয়াছে ? ইহা কি সম্ভব ?—সে মিস্ এরস্‌কাইনের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা না করিয়াই কি এই মারাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে ?

ডড্‌লে ডেকের এক পাশে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন লোক হঠাৎ তাঁহার উপর সজোরে হুমড়ি খাইয়া পড়িল ডড্‌লের মনে হইল, ইহা ইচ্ছাকৃত ঘটনা, আকস্মিক নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া আরবি ভাষায় বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করিলেন।—ভাগ্যে তাঁহার মুখ হইতে ইংরাজী কথা বাহির হইয়া পড়ে নাই !

যে লোকটা এইভাবে তাঁহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল, সে পূর্ব্ব-কথিত খালাসী-যুবক ; সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে হতভাগা ! তুই

আমার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিস্? দাঁড়া, তোকে ভাল-রকম শিক্ষা দিতেছি।"—খালাসীটা হঠাৎ তাঁহার মুখে এক ঘুসি মারিল। ডড্‌লে সেই ঘুসি খাইয়া ঘুরিয়া পড়িলেন।—তিনি কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া তাঁহার আততায়ীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় ডড্‌লের পাচক-বন্ধু ব্লেক তাহার কেবিন হইতে বাহির হইয়া উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িল, এবং সেই খালাসীটাকে বলিল, "টম্‌কিন্স, তোমার এ কি-রকম ব্যবহার? তুমি যদি পুনর্ব্বার এরূপ অন্যায় কায কর, তাহা হইলে রীতিমত প্রতিফল পাইবে। লড়াই করিতে ইচ্ছা হয়, কোন গোরা আদ্‌মীর কাছে যাও; জুতাইয়া লম্বা করিয়া দিবে। এই গরীব অসহায় আরব বেচারীর উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতে তোমার লজ্জা হয় না? পুনর্ব্বার এরকম বেয়াদবী করিলে তোমাকে এমন শাস্তি দিব যে, সাত দিনের মধ্যে আর উঠিতে পারিবে না।"

টম্‌কিন্স আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহাদের উভয়কে বিড়-বিড় করিয়া গালি দিতে-দিতে সরিয়া পড়িল। সে প্রস্থান করিলে পাচক ডড্‌লেকে বলিল, "আপনি ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া উহাকে প্রহার করিলে বড়ই বিভ্রাট ঘটিত। ঐ হতভাগা নিশ্চয়ই কাপ্তেনের কাছে গিয়া আপনার নামে নালিশ করিত। সে যে প্রথমে আপনাকে মারিয়াছে, সে কথা উড়িয়া যাইত; উহার অভিযোগই বলবৎ হইত। কাপ্তেন আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কয়েদ করিত! অবস্থানুসারে কিল খাইয়া কিল চুরী না করিলে চলে না। আপনারও এখন সেই অবস্থা। অন্ততঃ মিস্ এরস্‌কাইনের প্রাণরক্ষার জন্যও এ সময় আপনার ক্ষমাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, ঐ খালাসীটা কাপ্তেনের বড় প্রিয়পাত্র; সে বোধ হয় কাপ্তেনকে খুসী করিবার জন্যই আপনার উপর গোয়েন্দাগিরি করিতেছে! ভাগ্যে সে আপনার ছদ্মবেশ বুঝিতে পারে নাই।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই; আমি আর তাহার কাছে ঘেঁসিব না। কিন্তু যদি কখন তাহাকে ডাঙ্গায় পাই, তাহা হইলে আমার ঘুসির বহরটা তাহাকে দেখাইয়া দিব। আর কয়েক ঘণ্টা না কাটিলে আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। আমাকে একটা পেন্‌সিল, এক টুক্‌রা কাগজ, আর

একটু লম্বা দড়ি দিতে পার ?—একখানি চিঠি লিখিয়া মিস্‌ এরস্‌কাইনের কেবিনে ফেলিয়া দিতে হইবে।”

পাচক পেন্‌সিল কাগজ ও রজ্জু আনিয়া দিলে, মিঃ ডড্‌লে তাহা তাঁহার ‘জিব্বা’র নিচে লুকাইয়া রাখিলেন। অনন্তর তিনি অবসরকালে সেই কাগজে তাঁহার সকল ব্যবস্থার কথা লিখিয়া, তাহা মিস্‌ এরস্‌কাইনের কক্ষে নিক্ষেপের কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এক টুক্‌রা কাঠ পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কাঠে তিনি চিঠিখানি জড়াইয়া তাহা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরিয়া, তাহা গবাক্ষপথে মিস্‌ এরস্‌কাইনের কেবিনে নিক্ষেপ করিবার জন্য নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কেবিনের কিনারার দিকে চলিলেন। মিঃ ডড্‌লে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য সেই রজ্জু ধরিয়া আন্দোলিত করিতেছেন, এমন সময় সেই রজ্জু ফস্‌ করিয়া তাঁহার হাত হইতে বাহির হইয়া কেবিনের দ্বারে গিয়া পড়িল! এই আকস্মিক ঘটনায় মিঃ ডড্‌লে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল ; তিনি কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, যদি ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া পত্রাচ্ছাদিত সেই কাষ্ঠখণ্ড রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পতিত দেখিতে পায়, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! সে নিশ্চয়ই তাহা কুড়াইয়া লইয়া পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিবে। তাহার পর যাহা ঘটিবে—সে কথা চিন্তা করিতেও ডড্‌লের হৃৎকম্প হইল! তিনি অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন আর হা-হুতাশ করিবার সময় ছিল না। তিনি বিপুল চেষ্টায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মিস্‌ এরস্‌কাইনের কেবিনের দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং রজ্জুর প্রান্তভাগ ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন ;—দেখিলেন, রজ্জুর অপর প্রান্তে পত্রখানি বাঁধা নাই ; তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে!—নিশ্চয়ই কেহ তাহা খুলিয়া লইয়াছে।—পত্রখানি কাহার হস্তগত হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা কিরূপ দুঃসহ হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

দশম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রালোকিত রাত্রি। জাহাজের খালাসীরা তখনও স্ব-স্ব কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। মিঃ ডড্‌লে জাহাজের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার সমুদ্রের দিকে—একবার কার্য্যনিরত খালাসীদের দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল—জাহাজের সকল লোকই তাঁহার শত্রু; সকলেই যেন তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে!—জাহাজখানি ফেনঃপুঞ্জ-মুকুটিত তরঙ্গরাশি বিদীর্ণ করিয়া তাহার গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। একজন কর্ম্মচারী 'ব্রিজে'র উপর পাহারায় নিযুক্ত আছে। সে একবার পাদচারণ করিতেছে, একবার দাঁড়াইতেছে; কখনও-বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতেছে।—ইঞ্জিনের অশ্রান্ত ঘস্-ঘস্ শব্দ ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ নাই।

ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিল।—মিঃ ডড্‌লে মনে করিলেন, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। এতক্ষণ তিনি ডেক পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন নাই; কিন্তু আর ত নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা চলে না। এখনও সকল কাযই বাকি! তিনি ধীরে-ধীরে পাচকের কেবিনের দিকে চলিলেন। কেবিনের দ্বার খোলা ছিল; তিনি মস্তক প্রসারিত করিয়া দেখিলেন, পাচক তাহার শয্যায় বসিয়া কি পাঠ করিতেছে।—ডড্‌লে তৎক্ষণাৎ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

পাচক পুস্তক বন্ধ করিয়া শয্যা হইতে নামিল, এবং একটি বাক্স খুলিয়া এক স্যুট্ পোষাক বাহির করিল। সে তাহা ডড্‌লেকে দেখিতে দিয়া তাঁহাকে বলিল, "আশা করি এই পোষাক আপনার অঙ্গে নিতান্ত বেখাপ্ দেখাইবে না। আমাদের দুই জনেরই শরীরের গঠন প্রায় এক রকম।"

ডড্‌লে বিনাবাক্যব্যয়ে পোষাকটি পরিধান করিলেন; তাহা তাঁহার গাত্রে মন্দ মানাইল না। সেই পোষাকে তাঁহাকে আর আরবের মত দেখাইল

না; তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত যেন বদ্‌লাইয়া গেল!—তাহা দেখিয়া পাচক বলিল, "এখন আপনাকে ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "পোষাক ত মিলিল; এখন কাপ্তেনের নামে যে চিঠিখানা লিখিতে হইবে, তাহার কি ব্যবস্থা করা যায়?"

পাচক তাঁহাকে দোয়াত কলম ও কাগজ বাহির করিয়া দিল।—ডড্‌লে পাচকের বাক্সের উপর বসিয়া তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। সেই পত্রে তিনি নিজের পরিচয় জানাইয়া কাপ্তেনের অজ্ঞাতসারে বোটখানি গ্রহণ করিবার কারণ লিখিলেন। তিনি সেই পত্রে একথাও লিখিলেন যে, নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া কাপ্তেনের ক্ষতিপূরণ করিবেন।

তিনি পত্রখানি শেষ করিয়া উঠিবেন, এমন সময় কি মনে হওয়ায় পাচককে বলিলেন, "আরও একটা কায বাকি আছে।—হাতে যখন কাগজ কলম আছে, তখন ল্যাম্পিয়নকে দু'ছত্র লিখিতেই-বা দোষ কি? সে যে কত বড় শয়তান—তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া মন্দ নহে। হতভাগাটা ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করুক ইহাই আমার ইচ্ছা।"

তিনি ডাক্তার ল্যাম্পিয়নকেও একখানি পত্র লিখিলেন; পত্রখানি লেফাপায় বন্দ করিয়া তাহার উপর ল্যাম্পিয়নের নাম লিখিলেন। ইতিমধ্যে পাচকটি সিন্দুকের তলা হইতে একটা পুঁটুলি বাহির করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি নিরাপদে তীরে উঠিলে আপনার কাযে লাগিতে পারে এ রকম কিছু সংগ্রহ করিয়াছি।—আপনি ইহা পাইয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।"

মিঃ ডড্‌লে পুঁটুলিটি খুলিয়া দেখিলেন, কল্‌টের একটি উৎকৃষ্ট রিভলভার ও কতকগুলি টোটা!—তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎসাহে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পাচক বলিল, "এগুলি আপনার কাযে লাগিবে।—অথচ ইহা রাখিয়া আমার কোন লাভ নাই, উল্‌টা ফ্যাসাদ ঘটিতে পারে। এগুলি লইয়া যান।"

ডড্‌লে বলিলেন, "ধন্যবাদ, শত-সহস্র ধন্যবাদ। তুমি যে আমার কি উপকার করিলে, তা'বলিবার শক্তি নাই। এরূপ মহামূল্য সামগ্রী আমি এ সময়

কোথায় পাইতাম ? আমার সঙ্গে যে পিস্তল ছিল, আমেদ বেন্ তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার ব্যাঙ্কারকে চিঠি লিখিয়া দিই ; তোমার লণ্ডনের ঠিকানাটা আমাকে বল।”

পাচক মিঃ ডড্‌লেকে আর একখানি কাগজ দিল। ডড্‌লে পত্র লিখিয়া তাঁহার লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্কারকে জ্ঞাপন করিলেন, এই পত্রবাহককে তাঁহার গচ্ছিত অর্থ হইতে যেন হাজার পাউণ্ড প্রদান করা হয়।—তিনি পত্রখানি লেফাপায় মুড়িয়া পাচকের হস্তে প্রদান করিলেন।

এই অল্পবেতনভোগী পাচক হাজার পাউণ্ড—পনের হাজার টাকা জীবনে কখন একত্র দেখে নাই ; সমস্ত জীবন চাকরী করিয়াও তাহার এত টাকা সঞ্চয় করিবার আশা ছিল না। পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দে, উৎসাহে, কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল ; সে বলিল, “ধন্যবাদ মহাশয় ! আমি জীবনে কখন এতগুলি টাকা একত্র দেখি নাই। না, ইহার সিকি টাকাও নহে ! পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনারা নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করুন। আমার এই কার্ডখানি রাখুন ; ইহাতেই আমার লণ্ডনের ঠিকানা লেখা আছে। আপনারা নিরাপদে আশ্রয় পাইয়াছেন কি না দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন। আপনার সংবাদ না পাইলে আমার দুশ্চিন্তা দূর হইবে না।”

ডড্‌লে বলিলেন, “সে খবর তুমি নিশ্চয়ই পাইবে। চল, এখন বোটখানির সন্ধানে যাই।—কেহ আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেই বাঁচি।—রাত্রিও অনেক হইয়াছে। এখন সময় কত ?”

পাচক ঘড়ি খুলিয়া বলিল, “বারটা বাজিতে বিলম্ব নাই।”

ডড্‌লে বলিলেন, “পাহারা বদল না-হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।—সকলে ঘুমাইলে আমরা নিঃশব্দে কায আরম্ভ করিব।”

কথা শেষ হইতে-না-হইতে জাহাজের ঘণ্টায় ঢং-ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী মেট্ শয়ন করিতে চলিল। তাহারা স্ব-স্ব কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে ডড্‌লে পাচকের সঙ্গে তাহার কেবিন হইতে বাহির

হইলেন। একজনের হাতে পানীয় জলের কলসী, পিস্তল ও টোটার পুঁটুলি; অন্যের হস্তে খাদ্যসামগ্রীর ঝোড়া।—উভয়ে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে বোটের নিকট আসিলে ডড্‌লে বোটের ক্যাম্বিসনির্ম্মিত আবরণ খুলিতে লাগিলেন; তাহার পর বোটের ভিতর খাদ্য-সামগ্রীপূর্ণ ঝোড়াটা সংরক্ষিত হইল। মিঃ ডড্‌লে দেখিলেন, বোটের মাস্তুল, পাল, দাঁড় প্রভৃতি সমস্তই বোটের ভিতর আছে। তিনি বোটখানি সমুদ্রে নামাইবার পূর্ব্বে একবার দূর আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নৌ-পরিচালন বিদ্যায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন; মেঘ বা বাতাসের কিরূপ পরিবর্ত্তনের কি ফল—তাহাও তিনি জানিতেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানি কালো মেঘ পূর্ণপ্রায় শশধরকে ঢাকিয়া ফেলিল; সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোক অন্তর্হিত হইল। হঠাৎ মেঘান্ধকার দেখিয়া ডড্‌লে আনন্দিত হইলেন। ইহা তিনি দৈবানুগ্রহ বলিয়াই মনে করিলেন বটে, কিন্তু আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূলে শান্ত স্থির প্রকৃতি কত অল্প সময়ে সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঝটিকাবর্ত্তে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।—হঠাৎ ঝটিকা আরম্ভ হইলে অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র বোটে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে বুঝিয়া তাঁহার সে আনন্দ স্থায়ী হইল না; কিন্তু আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায়ও যে নাই!—"আত্মরক্ষার চেষ্টায়,বিপন্না নারীর উদ্ধারের চেষ্টায় মরিতে হয় ত মরিব"—এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বোটখানি নামাইবার ব্যবস্থা করিলেন; তাহার পর মিস্‌ এরস্‌কাইনের সন্ধানে চলিলেন।—তাঁহার পত্রখানি মিস্‌ এরস্‌কাইনের হস্তগত হইয়াছে কি না তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। যদি তাহা কোনরূপে ল্যাম্পিয়নের হস্তগত হইয়া থাকে—তাহা হইলে আর কোন আশা নাই; কিন্তু পত্রখানি পাইলে ল্যাম্পিয়ন কি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত?—তাঁহার কাষ কি এতদূর অগ্রসর হইত?

ডড্‌লে সেলুনের সন্নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে পাচককে বলিলেন, "তুমি সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া থাক, মিস্‌ এরস্‌কাইন আসিলে জিনিস-পত্র সহ তাঁহাকে নামাইয়া লইবে।—তাহার পর উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বোটে তুলিয়া দিব।"

ডড্‌লে মিস্‌ এরস্‌কাইনের কেবিনের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি আসিলেন না! এই ভাবে পাঁচ সাত মিনিট চলিয়া গেল। তখন ডড্‌লে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে কেন? ব্যাপার কি! তবে কি আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল? আমাকে এখানে হঠাৎ কেহ দেখিতে পাইলেই ত সর্ব্বনাশ!"

ক্রমে তাঁহার উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল।—আরও কয়েক মিনিট পরে মিস্‌ এরস্‌কাইনের কেবিনের দ্বার খুলিয়া কে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল।

ডড্‌লে তাহাকে দেখিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "পরমেশ্বর, ধন্য তুমি! ঐ বুঝি মিস্‌ এরস্‌কাইন আসিতেছেন।"—ডড্‌লে তাড়াতাড়ি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মিস্‌ এরস্‌কাইনকে লইতে আসিলেন।

আগন্তুক দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতে-আসিতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অন্ধকারে হুমড়ি খাইয়া পড়িল, ও অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!

ডড্‌লে সেই স্বর শুনিয়া ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, এ যে দেখিতেছি ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন! তবে ত হতভাগাটা সবই টের পাইয়াছে। —আর বুঝি রক্ষা নাই।"

ডড্‌লের ইচ্ছা হইল তখনই দৌড়াইয়া গিয়া ল্যাম্পিয়নকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার কণ্ঠরোধ করেন; কিন্তু তিনি এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই পাচক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল। অগত্যা তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসে পাচকের পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন; অল্পক্ষণ পরে দেখিলেন, ল্যাম্পিয়ন বহু কষ্টে উঠিয়া টলিতে-টলিতে ও পড়িতে-পড়িতে তাহার কেবিনে প্রবেশ করিল।—সে-যে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত মিস্ এরস্‌কাইনের শয়ন-কক্ষে বসিয়াছিল, ডড্‌লে তাহা জানিতেন না। তিনি অস্ফুটস্বরে পাচককে বলিলেন, "লোকটা ভয়ানক মাতাল হইয়াছে—এখন আমরা কি করি?"

পাচক বলিল, "আরও মিনিটকয়েক এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকি, দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।—আমার বোধ হয় উহার ভয়েই মিস্ বাহিরে আসিতে বিলম্ব করিতেছিলেন!"

ক্রমে দশ মিনিট চলিয়া গেল; কোনও দিকে কোন শব্দ নাই, মিস্ এরস্কাইনেরও দেখা নাই! ডড্‌লে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন! এমন সময় একটি রমণীমূর্ত্তিকে ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। দূরস্থ মৃদু আলোকে ডড্‌লে চিনিতে পারিলেন, তিনি মিস্ এরস্কাইন।

ডড্‌লে ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া মিস্ এরস্কাইনকে বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন? আঃ, বাঁচিলাম!"—তিনি মিসের গাত্র-বস্ত্রখানি চাহিয়া লইয়া নিজের কাঁধে ফেলিলেন।

মিস্ এরস্‌কাইন কোনও কথা না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া তাঁহাদের সহিত উপরের ডেকে উঠিলেন।—তাহার পর ডড্‌লের ইঙ্গিতে ডেকের প্রান্তস্থিত 'রেলিং'এর উপরে উঠিয়া রেলিংএর পার্শ্বে দোদুল্যমান বোটে আরোহণ করিলেন।—তাঁহার রুগ্ন দেহে এত বল আছে, ডড্‌লে ইহা মনে করিতে পারেন নাই।

ডড্‌লে উৎফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "এইবার আমরা বোটখানি জলে নামাইয়া দিব। আপনি 'বাতা' ধরিয়া বসিয়া থাকুন; ভয় পাইবেন না। বোট জলে নামিলেই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইব।"

অনন্তর ডড্‌লে পাচকের সাহায্যে বোটখানি ধীরে-ধীরে সমুদ্রে নামাইয়া দিলেন; কাছির শর্-শর্ শব্দ শুনিয়া ডড্‌লে বড়ই ভীত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, এই শব্দে জাহাজের সমস্ত লোক জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাদের কায দেখিয়া ফেলিবে! যাহা হউক, দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা বোটখানি জলে ভাসাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন।

পাচক বলিল, "আর কোন ভয় নাই; এখন দুই মিনিটের মধ্যেই আপনি বোটে গিয়া দাখিল হইতে পারিবেন।"

ডড্‌লে ডেকের রেলিংএ উঠিয়া দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাচক ব্লেক সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!—তাহা শুনিয়া ডড্‌লে ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে?"

কিন্তু পাচক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তীরবেগে তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া আসিল।—সে নিকটে আসিবামাত্র তিনি চিনিলেন, সে খালাসী টম্‌কিন্স!

টম্‌কিন্সকে দেখিয়া ডড্‌লে মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; তাঁহার মনে হইল, তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই বোটে নামিয়া বোটখানি সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহাতে কোন লাভ নাই তাহাও তিনি বুঝিলেন; জাহাজের সকল লোক মুহূর্ত্তে তাঁহাদের পলায়নের কথা জানিতে পারিবে,—তখন ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না।—ডড্‌লে তৎক্ষণাৎ ডেকে নামিয়া টম্‌কিন্সের সম্মুখীন হইলেন।

টম্‌কিন্স তাঁহাকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া শ্লেষভরে বলিল, "কি খবর? পলাইবার চেষ্টা হইতেছে! তুমি আরব হও আর যাহাই হও, আমার চোখে ধূলি দিয়া পলাইতে পারিবে না।"

টম্‌কিন্স চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার উপক্রম করিতেই ডড্‌লে তাহার কণ্ঠদেশ বামহস্তে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার মস্তকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, টম্‌কিন্সের মগজ পর্য্যন্ত নড়িয়া গেল!—সে আর চীৎকার করিবার অবকাশ পাইল না। সেই অবসরে তিনি তাহাকে ডেকের উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া পাচক ব্লেককে বলিলেন, "শীঘ্র একগাছি দড়ি দাও, উহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলি, হঠাৎ উঠিতে না পারে। উহার চেতনা-সঞ্চার হইলেই চীৎকার করিবে;—একখানা রুমাল দাও, উহার মুখে গুঁজিয়া চীৎ-কারের পথ বন্ধ করি।"

ব্লেক দড়ি ও রুমাল বাহির করিয়া দিল। ডড্‌লে টম্‌কিন্সের হাত-পা বাঁধিয়া ও তাহার মুখে রুমাল গুঁজিয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন, "ব্লেক, আর দেখ কি? তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। এই খালাসীটা চেতনালাভ

করিলেই আমার সহিত তোমার ষড়যন্ত্রের কথা কাপ্তেনের নিকট প্রকাশ করিবে ; তখন তোমার প্রাণরক্ষার বিন্দুমাত্র আশা থাকিবে না।—আমাদের সঙ্গে যাইবে ?"

পাচক ভগ্নস্বরে বলিল,"জাহাজে থাকিলে সত্যই আমার নিস্তার নাই ; কিন্তু কোথায় যাইব ?"

ডড্‌লে বলিলেন,"তুমি দুঃসময়ে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছ ; তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, যদি তুমি আমার সহিত যাও, তাহা হইলে চিরজীবন তোমার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিব। তোমাকে কখন কষ্ট পাইতে হইবে না।—কেমন যাইবে ?"

পাচক বলিল, "চলুন, আপনাদের সঙ্গেই যাই। এ জাহাজে আর আমার স্থান নাই ; ইহা অপেক্ষা হাঙ্গর-কুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্র অনেক অধিক নিরাপদ।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তবে নামিয়া পড়।"—পাচক ব্লেক তৎক্ষণাৎ দড়ি ধরিয়া জাহাজের পাশ দিয়া বোটে নামিয়া পড়িল ; ডড্‌লে তাহার অনুসরণ করিলেন। উভয়ে বোটে নামিয়া বোটের বন্ধন মোচন করিলেন।—বন্ধনমুক্ত বোটখানি জাহাজের পাশে সমুদ্র-তরঙ্গে দুলিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না।—যিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, জড়ের ন্যায় সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। বোটখানি সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতে-ভাসিতে কিছু দূরে চলিয়া গেল।—হঠাৎ মিস্ এরস্কাইন উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া "মাগো, মা! মা আমার!"—বলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন।—যেন এতক্ষণ পরে তিনি তাঁহার বিপদের কথা বুঝিতে পারিলেন। পাচক ব্লেক বাহ্যজ্ঞানশূন্য, স্তম্ভিত!—সে জাহাজে আছে, কি বোটে আছে, সে-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল! কেবল ডড্‌লেই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন; তিনিই সর্ব্বপ্রথম কথা কহিলেন।

ডড্‌লে বলিলেন, "ব্লেক, একবার উঠিয়া মাস্তুলটায় হাত দাও ত, উহা খাড়া করিয়া বসানো যাক। বোটে পাল তুলিয়া দিয়া আমরা যত শীঘ্র দূরে যাইতে পারি—তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। জাহাজের লোকগুলা টের পাইলেই আমাদের ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে; তখন আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিবে।"

পাচক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মাস্তুলটা খাড়া করিল; উভয়ের চেষ্টায় মাস্তুলটি যথাস্থানে স্থাপিত হইলে তাহাতে পাল খাটাইয়া দেওয়া হইল। পালে বাতাস লাগিবামাত্র বোটখানি সমুদ্রতরঙ্গের উপর দিয়া নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইল। ডড্‌লে হাল ধরিলেন। কিছুকাল পরে জাহাজখানি সুদূর সীমান্তে মসীচিহ্নের ন্যায় পরিলক্ষিত হইল। বোটখানি পশ্চিমদিগভিমুখে চলিতে লাগিল।

এতক্ষণ পরে ডড্‌লে মিস্ এরস্কাইনকে বলিলেন, "মিস্ এরস্কাইন, আপনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াছেন কি?"

মিস্ এরস্কাইন মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ; আমি মুক্তি-লাভ করিয়াছি! আপনার অনুগ্রহেই আমি আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার

লাভ করিয়া জীবনের রাজ্যে ফিরিয়া যাইতেছি।—মিঃ ডড্‌লে, আমি কি বলিয়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ?”

সেই সময় শুভ্র চন্দ্রালোক খণ্ড-বিখণ্ড মেঘস্তরের ব্যবধান-পথে মিস্ এরস্‌কাইনের অশ্রুপ্লাবিত মুখের উপর পড়িয়াছিল। ডড্‌লে দেখিলেন, সে মুখ বড় সুন্দর! তাঁহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদু'টিতে গভীর কৃতজ্ঞতা পরিব্যক্ত হইতেছিল। ডড্‌লে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি সান্ত্বনা দানের অভিপ্রায়ে মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, “মিস্ এরস্‌কাইন, আপনি হতাশ হইবেন না; আপনার বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আমরা যদিও এখন নিরাপদ নহি, কিন্তু জাহাজে আমাদের যে ভয় ছিল—সে ভয় এখানে নাই। আপনার মামা একটি নরপিশাচ, সে আপনাকে হত্যা করিয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য যড়যন্ত্র করিয়াছিল; কিন্তু পাপিষ্ঠের সেই নিষ্ঠুর সঙ্কল্প আর সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; নারীহত্যা-পাতক হইতে সে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। আমার অনুমান, তীরভূমি এখান হইতে একশত মাইলের অধিক নহে। আমরা লামু-দ্বীপ লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি। সেখানে উঠিতে পারিলে আর আমাদের ভয় নাই। সেখান হইতে আমরা মেলবোটে জাঞ্জিবারে উপস্থিত হইতে পারিব; তাহার পর কেপ্ টাউনে গমন করা কঠিন হইবে না।—আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।”

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “না, আমি উৎকণ্ঠিত হই নাই। আমি যে আপনার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াছি, এই চিন্তায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে; আমার অন্তরে অন্য চিন্তার স্থান নাই। আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে এতদিন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আশা করি আমি শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিব।”

ডড্‌লে পাচককে বলিলেন, “ব্লেক, তুমি জাহাজখানা আর দেখিতে পাইতেছ কি ?”

পাচক বলিল, “না মহাশয়, আর দেখা যাইতেছে না।—উহা যেন আর কখনও দেখিতে না হয়। জাহাজের লোকগুলা এতক্ষণে টের পাইয়াছে—

আমরা পলাইতেছি। কাপ্তেনটা বোধ হয় রাগিয়া জাহাজ মাথায় করিয়াছে, আর আমাদের গালি দিতেছে! আর শয়তান ডাক্তারটা শিকার হাতছাড়া হইয়াছে দেখিয়া দুই হাতে দাড়ি ছিঁড়িতেছে। কি মজা!”

ডড্‌লে হাসিয়া বলিলেন, “ডাক্তার ল্যাম্পিয়নের ত দাড়ি নাই।”

পাচক বলিল, “তাও ত বটে! কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা দাড়ি না থাক, চুল ত আছে; দুই হাতে সে চুল ছিঁড়িতেছে।”

ডড্‌লে দেখিলেন, মিস্ এরস্‌কাইন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন, বোধ হইল, কি ভাবিতেছেন।—তাঁহার চিন্তাস্রোত বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য ডড্‌লে ব্লেককে বলিলেন, “বাবুর্চ্চি, আমাদের খাবারের ঝোড়ায় ব্র্যাণ্ডি কি অন্য কোন রকম মদের বোতল আছে কি?”

পাচক বলিল, “হাঁ, এক বোতল ব্র্যাণ্ডি দিয়াছি। মিস্‌কে আধ ছটাক-খানেক ব্যাণ্ডি দিলে এ সময় তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইত। মনটাও একটু চাঙ্গা হইত।”

ডড্‌লে বলিলেন, “তবে বোতল খোল, আর একটি গ্লাস বাহির কর।”

পাচক তৎক্ষণাৎ ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলিয়া অল্পপরিমাণ ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিল। মিস্ এরস্‌কাইন তাহা পান করিতে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ডড্‌লের আগ্রহাতিশয্যে তাহা তাঁহাকে পান করিতে হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, তাঁহার মানসিক অবসাদও দূর হইল। অনন্তর ডড্‌লে ব্লেককেও কিঞ্চিৎ পান করিতে অনুরোধ করিলে পাচক বলিল, “একটি মাত্র বোতল আনিয়াছি, ভবিষ্যতে আপনাদেরই আবশ্যক হইতে পারে;—এখন উহা অকারণ নষ্ট করিব না।”

ডড্‌লে বলিলেন, “তুমিও অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছ, একটু খাও; আবল্য কাটিলে আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে।—আমার বিশ্বাস, চৌদ্দ পনের ঘণ্টার মধ্যেই তীরভূমি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।—এখন রাত্রি কত? তোমার সঙ্গে ঘড়ি আছে কি?”

পাচকের মণিবন্ধে ঘড়ি বাঁধা ছিল, সে ঘড়ির দিকে চাহিল ; পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে সময় দেখিবার অসুবিধা হইল না। সে বলিল, "এখন রাত্রি একটা বিশ মিনিট।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "তাহা হইলে কাল বেলা তিন চারিটার মধ্যেই আমরা তীরভূমি দেখিতে পাইব ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "এই রকমই ত আশা করিতেছি।"

পাচক বলিল, "আমরা এখন সমুদ্রের কোন্ স্থান দিয়া যাইতেছি, তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন ?"

ডড্‌লে বলিলেন,"সে কথা বলা বড় শক্ত। আমি সেদিন দুই এক মিনিটের জন্য সমুদ্রের যে মানচিত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম—তাহা হইতে অনুমান করিতেছি—কিহু (Kwyhu Island) ও ফর্মোজা উপসাগরের ভিতর দিয়া যাইতেছি ; কিন্তু ইহা আমার অনুমান মাত্র। তবে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। আশা করি আমরা নিরাপদে লামুদ্বীপে পৌছিতে পারিব ; তবে ইতিমধ্যে কোনও চল্‌তি জাহাজ আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া তাহাতে তুলিয়া লইতেও পারে।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "তাহা হইলে ত বাঁচিয়া যাই ! পরমেশ্বর কি এত দয়া করিবেন ? সকালে যদি সম্মুখে কোন জাহাজ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের কি আনন্দই হইবে !"

ইতিমধ্যে পাচক ব্লেক টিনে-অাঁটা মাংসের একটি টিন খুলিয়া খানিক মাংস বাহির করিল, এবং তাহা দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ মিঃ ডড্‌লেকে ও অপর ভাগ মিস্ এরস্কাইনকে খাইতে দিল।—পাচক নিজের জন্য কিছুই রাখিল না দেখিয়া ডড্‌লে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, তুমি ত কিছু লইলে না ?"

পাচক বলিল, "আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আপনাদের আহার শেষ হইলে আমি খাইব। আমার খাবার অন্য স্থান আছে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "এ কোন কাযের কথা নহে। তুমি তোমার খাবারও বাহির করিয়া লও, না হইলে আমরা কিছুই খাইব না।"

অগত্যা পাচকও খানিক মাংস বাহির করিয়া লইয়া খাইতে বসিল। ডড্‌লে একহাতে বোটের হাল ধরিয়া অন্য হাতে আহার করিতে লাগিলেন। সে সময় বোটের হাল ছাড়িবার কোন উপায় ছিল না; কারণ তখন বায়ুবেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল হওয়ায় বোটখানি তরঙ্গরাশির উপর দিয়া হেলিয়া-দুলিয়া অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। মিস্ এরস্‌কাইন অধিক কিছু খাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, আহার শেষ হইলে ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনের শাল-খানির ভাঁজ খুলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া দিলেন।

ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার শীত লাগিতেছে কি?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "না; একটুও শীত লাগিতেছে না। আমার বেশ আরাম বোধ হইতেছে। আমার মনের ভার অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ মামাকে যে নরহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইতে হয় নাই, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের কথা।"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া একটা কথা মনে পড়িল। আশা করি আপনি আমার কৌতূহল দূর করিবেন।—আপনি আপনার কেবিন হইতে ডেকে আসিবার পূর্ব্বে আপনার মামা কি আপনার কেবিনে গিয়াছিল?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "হাঁ, মামা আমার কামরায় গিয়াছিল বলিয়াই ত আমার বাহিরে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তাহার সম্মুখ দিয়া কি করিয়া আসি? রাত্রি নয়টার সময় মামা আমার কুঠুরীতে গিয়া আমাকে বলে, রাত্রি বারটার সময় আবার আসিবে। মামার কথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষু স্থির! আমি বুঝিলাম, অদূরে কোন গুপ্তস্থানে আপনি আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, আমার বিলম্ব দেখিয়া আপনি ছট্‌ফট্ করিতেছেন; কিন্তু উপায় কি? সে সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। সে কথা চিরজীবন আমার মনে থাকিবে। মামা আমার কামরায় ঢুকিয়া কি করিল—জানেন? সে আমার খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার মুখের দিকে কট্-মট্ করিয়া চাহিতে লাগিল। দেখিলাম—তাহার সর্ব্বশরীর

কাঁপিতেছে, চক্ষু দু'টি জবাফুলের মত লাল! তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিলাম—সে মদে চুর হইয়াছে! আমার ভয় তখন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে একটা শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া আমাকে খাইতে বলিল; আমি বলিলাম, 'আমি ঔষধ খাইব না; যদি আমাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়া দাও, তাহা হইলে আমি বাঁচিব না!'—মামা বলিল, 'না, তোমাকে খাইতেই হইবে; খাইলে তোমার শরীর অনেক সুস্থ হইবে।'—আমি তাহার সে কথা গ্রাহ্য করিলাম না। তখন সে আমার ঘাড় ধরিয়া ঔষধটুকু আমার মুখে ঢালিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল, আমি মুখ বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। মামাও ছাড়িবার পাত্র নহে; জোর করিয়া তাহা আমার মুখের ভিতর ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইল! অগত্যা আমি তাহার হাতে এক ধাক্কা দিলাম,—সেই ধাক্কায় ঔষধটুকু বিছানার উপর পড়িয়া গেল। তখন সে রাগ করিয়া বলিল, 'কি, আমার অবাধ্য হইতেছিস্? ঔষধটা সমস্তই ফেলিয়া দিলি! আচ্ছা থাক্ তুই, ঔষধ গিলিস্ কি না দেখিব। তুই সহজে না খাইলে জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিব। ঔষধ না খাইলে ব্যারাম সারে? একগুঁয়ে অবাধ্য মেয়ে'!"

মিস্-এরস্কাইনের কথা শুনিয়া ডড্‌লে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "লোকটা মানুষ, না জানোয়ার? সে সময় আমি যদি তাহার পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতাম—তাহা হইলে সেই ধাড়ি বদ্‌মায়েসটাকে রীতিমত সায়েস্তা করিতাম! যাহা হউক, কাল সকালে যখন সে ঔষধ লইয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিবে—তখন দেখিবে পাখী উড়িয়া গিয়াছে!"

মিঃ ডড্‌লে পাচকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্লেক, আমি তোমার কুঠুরীতে যে চিঠি রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সে চিঠি কোথায়? তুমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ কি?"

পাচক বলিল, "না মহাশয়, আমার খাটিয়ার পাশে যে আলমারিটা আছে, তাহার উপরেই তাহা পড়িয়া আছে। আমি তাহাতে হাতও দিই নাই; যেখানে তাহা রাখিয়াছিলেন, সেইখানেই আছে। আমার কুঠুরীতে ঢুকিলেই তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে।"

পাচক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেখিয়া ডড্‌লে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক ? এমন কি মজা হইয়াছে যে, তুমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলে না ?"

পাচক আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল, "বেটারা আচ্ছা জব্দ হইবে ! জাহাজখানা যতদিন-পর্য্যন্ত এডেন বন্দরে না পৌঁছিবে—ততদিন ক্ষুধার জ্বালায় সকলকে ছট্‌ফট্‌ করিতে হইবে। সাধে কি হাসিয়াছি ? মজাটা টের পাবেন বাছাধনেরা ! জাহাজে আর বাবুর্চ্চি নাই, আমার একটা জোগাড়দার আছে বটে, কিন্তু সে রাঁধিতে জানে না। কাপ্তেন দায়ে পড়িয়া তাহাকেই রাঁধিতে বাধ্য করিবে। সে যাহা রাঁধিবে, তাহা কি কেহ খাইতে পারিবে ? উপোষ মশায়, বিলকুল লোককে উপোষ করিয়া থাকিতে হইবে। শুক্‌নো রুটি, বিস্‌কিট্‌ চিবাইয়া আর কয়দিন কাটাইতে পারা যায় ?—হা হা, হো হো, হি হি !"

পাচকের হাসি আর থামে না !—ডড্‌লে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার ভারি যে হাসির ঘটা !—জাহাজে ত খাইবার জিনিসের অভাব নাই, এক-রকম করিয়া চালাইয়া লইবে।"

পাচক বলিল, "হাঁ, চালাইয়া লইবে বই কি ? কিন্তু কি ভাবে চালাইবে তাহা ভাবিয়াই ত আমার হাসির ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে। আমি আমার সেই জোগাড়দারটাকে কতদিন বলিয়াছি, বাপু, একটু রাঁধিতে শেখ।—কিন্তু সে কথা তাহার গ্রাহ্যই হইত না ; সে ক্রমাগত ফাঁকি দিত। এবার তার ফল পাইবে। এক জাহাজ লোক—খাই-খাই করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিবে।"

ডড্‌লে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, "আপনার বোধ করি ঘুম পাইতেছে। বোটের খোলের মধ্যে আপনার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিব ? ব্লেক, দেখ ত উঁহার শয়নের কি ব্যবস্থা করা যায় !"

মিস্‌ এরস্‌কাইন বলিলেন, "না থাক্‌, আমার ঘুম আসে নাই। আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

ডড্‌লে সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পাচকের সাহায্যে বোটের খোলের মধ্যে কম্বল্ বিছাইয়া তাঁহার জন্য বিছানা করিয়া দিলেন।

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "আপনি আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য কত কষ্টই না করিতেছেন!—আমি আপনাদের কোনও রকম সাহায্য করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।"

ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে সেই শয্যায় শয়ন করাইয়া বলিলেন, "আপনাকে নানা প্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে।—আপনি প্রফুল্ল চিত্তে এই সকল অসুবিধা সহ্য করিলেই আমরা আপনার নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইলাম মনে করিব।"

অনন্তর ডড্‌লে পাচককে বলিলেন, "ব্লেক, তুমি আর বসিয়া থাকিয়া কষ্ট পাও কেন? অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ গলুইয়ে মাথা রাখিয়া ঐখানেই শুইয়া পড়। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি রাখিও; যদি হঠাৎ কোন দিকে জাহাজ দেখিতে পাও, তৎক্ষণাৎ আমাকে সে কথা জানাইও। কেমন, পারিবে ত?"

পাচক বলিল, "এ কায আমি খুব পারিব; কিন্তু আপনিও একটু বিশ্রাম করিয়া লইলে ভাল হয়। ততক্ষণ আমি আপনার হা'ল ধরিয়া থাকিতাম।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তুমি সে জন্য চিন্তিত হইও না; আমি ক্লান্ত হইলে তোমার হাতে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিব।—ঘুম আসিলে একটু ঘুমাইয়া লইও। আজ তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ—তাহা আমরাই জানি।"

পাচক বলিল, "ও কথা কেন বলেন?—আমি আপনাদের সঙ্গে না আসিলে আমারই কি মঙ্গল হইত?"

পাচক গলুয়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, কোন জাহাজ সে দিকে আসিতেছে কি না তাহাই দেখিতে লাগিল; কিন্তু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইল। মিস্ এরস্‌কাইনও বোটের খোলে পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। কেবল মিঃ ডড্‌লে ধ্রুব-নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই গভীর রাত্রে চন্দ্রালোক-প্লাবিত মহাসমুদ্রে নৌ-পরিচালিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে-মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড মেঘ স্তরে-স্তরে নীলাকাশে ভাসিয়া যাইতেছিল, এবং সেই

মেঘের ছায়া চঞ্চল সমুদ্র-তরঙ্গে অভ্রকান্তি বিকাশ করিতেছিল। ক্রমে বায়ু-বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহা ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ মনে করিয়া ডড্‌লে অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ঝটিকা আরম্ভ হইলে মুক্ত-সমুদ্রে ক্ষুদ্র বোট-খানি রক্ষা করা কঠিন হইবে।

ডড্‌লে আরও এক ঘণ্টা নৌ-পরিচালন করিলেন। তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পদপ্রান্তবর্ত্তিনী মিস্‌ এরস্‌কাইনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত! ডড্‌লে বোটের 'গলুই'এর দিকে চাহিয়া পাচকের মাথা দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং তিনি বুঝিলেন, সে-ও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিলেন না। রাত্রিশেষে পাচক একবার মাথা তুলিয়া নিদ্রালস নেত্রে ডড্‌লের মুখের দিকে চাহিল, এবং ডড্‌লে তখনও শয়ন করিতে পান নাই দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বোটের হা'ল গ্রহণের জন্য উঠিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ডড্‌লে ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন, পাচক পুনর্ব্বার শয়ন করিল। ডড্‌লে পূর্ব্ববৎ বোট চালাইতে লাগিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশ ঊষালোকে আরক্তিম হইল; প্রভাতকল্পা শর্ব্বরীর তরল অন্ধকার যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড স্পর্শে ধীরে-ধীরে অপসারিত হইল। বায়ুর বেগ ক্রমে মন্দীভূত হইলেও ডড্‌লে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। সমুদ্রের পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ তরঙ্গের উপর সেই বোটখানি ক্ষুদ্র ঝিনুকের মত ভাসিতে লাগিল; তরঙ্গবেগে এবার তাহা বহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, আবার বহু নিম্নে নিপতিত হয়,—যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ক্ষুদ্র তরীখানি তাঁহাদিগকে লইয়া রসাতল-গর্ভে প্রবেশ করিবে!—ডড্‌লে বহুদর্শী সুদক্ষ নাবিক ছিলেন, তাই ক্ষুব্ধ-তরঙ্গসঙ্কুল ভয়াল সমুদ্রে অতি দক্ষতার সহিত তরণী পরিচালনে সমর্থ হইলেন। নৌচালনে অসামান্য দক্ষতা না থাকিলে বোটখানি রক্ষা পাইত না। কয়েকবার উচ্ছ্বসিত জলরাশি সেই বোটের উপর দিয়া চলিয়া গেল; জলের ঝাপ্‌টায় ডড্‌লের পরিচ্ছদাদি সিক্ত হইল।

প্রভাতে মিস্ এরস্‌কাইন ও পাচক ব্লেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ছয়টার [illegible] তাঁহারা প্রাতর্ভোজন শেষ করিলেন। ডড্‌লে অনুমান করিলেন—এই এক

রাত্রেই তাঁহারা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন। মিস্ এরস্কাইন দীর্ঘ নিদ্রার পর বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলেন; এই নিদারুণ কষ্ট ও অসুবিধায় তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। সকলের আহার শেষ হইলে, ডড্‌লে পাচককে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি কিছুকাল হা'ল ধরিতে পারিবে কি? আমি ওদিকে গিয়া একটু বিশ্রাম করিব মনে করিতেছি। বোট যে ভাবে চলিতেছে—সেই ভাবেই চলিবে। ইহার গতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। তুমি বেশ সতর্কতার সহিত নৌকা চালাইবে; চারিদিকে দৃষ্টি রাখিবে।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "মিঃ ডড্‌লে, আপনি গলুইয়ের দিকে যাইবেন না, ওখানে শয়ন করিতে আপনার কষ্ট হইবে; আপনি বোটের খোলের ভিতর শয়ন করুন, আমি উঠিয়া বাহিরে যাইতেছি। আপনি আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন না; আমি কি আপনার ভারস্বরূপ হইয়াই থাকিব? কোনরূপে আপনার সাহায্য করিতে দিবেন না? এ বড় অন্যায়!"

ডড্‌লে অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বোটের খোলে মিস্ এরস্কাইনের শয্যায় শয়ন করিলেন; মিস্ এরস্কাইন বাহিরে আসিয়া বসিলেন। ডড্‌লে পাচককে বলিলেন, "আমি বোধ হয় শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িব, ইতিমধ্যে যদি আকাশে মেঘ উঠে, কি বায়ুর বেগ প্রবল হয়—অথবা দূরে কোনও জাহাজ দেখিতে পাও, তাহা হইলে আমাকে জাগাইবে।"

ডড্‌লে শয়নমাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন! সমস্তরাত্রি জাগিয়া তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বা কথায় ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তিনি দীর্ঘকাল নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। পাচক বোটখানি চালাইতে-চালাইতে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডড্‌লের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ঝাঁকি দিল; ডড্‌লে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন; বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু মেলিয়া চাহিতে কষ্ট হইল। যাহা হউক, তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিন্তু প্রকৃতির কোন ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন না; বোটখানি যে ভাবে চলিতেছিল, তাহারও কোন

ব্যতিক্রম দেখিলেন না; তখন তিনি পাচককে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—সে কিছু দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ডড্‌লে সেই দিকে চাহিয়া একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ দেখিতে পাইলেন! জাহাজখানি এরূপ বৃহৎ যে, তাহা তিন চারি হাজার টন মাল অনায়াসে বহন করিতে পারিত। ডড্‌লে অনুমান করিলেন, তাঁহাদের বোট হইতে জাহাজখানির দূরত্ব একশত গজের অধিক নহে; এমন কি, জাহাজের নামটিও স্পষ্ট পাঠ করিতে পারিলেন। —জাহাজখানির নাম, "ইউনাইটেড্ ইটালী।"

ডড্‌লে ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "জাহাজখানি এই দিকেই আসিতেছে! যেরূপ বেগে আসিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে আমরা সাবধান না হইলে উহা আমাদের বোটের উপর চাপিয়া পড়িবে; উহার ঢেউ লাগিয়াও আমাদের বোটখানি ডুবিতে পারে।"—তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া এক লম্ফে নৌকার হা'লের নিকট আসিলেন, এবং পাচককে সরাইয়া দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হা'ল গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি বোটের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কয়েক মূহুর্ত্ত মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ গজ তফাতে গিয়া পড়িল! বোটখানি তাহার তরঙ্গ-তাড়নে নাগরদোলার মত দুলিতে লাগিল। নৌকা ডোবে আর কি!—ডড্‌লে কষ্টে ধাক্কা সাম্‌লাইয়া লইয়া জাহাজখানির দিকে চাহিলেন; এবং বলিলেন, "জাহাজের লোকেরা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে; এখনই জাহাজ থামাইয়া আমাদিগকে তুলিয়া লইবে।—পরমেশ্বর বুঝি আমাদের এত কষ্টের পর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।"

কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না; দেখিতে-দেখিতে জাহাজখানি আরও দূরে চলিয়া গেল! জাহাজের লোকেরা হয় তাঁহাদের বোটখানি দেখিতে পায় নাই, না হয় তাঁহাদের জীবনরক্ষা করা আবশ্যক মনে করে নাই! কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজ অদৃশ্য হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে যে ক্ষীণ আশা-দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাহা নির্ব্বাপিত হইল! ডড্‌লে ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "জাহাজের লোকগুলা আমাদের বিপদ বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। পরমেশ্বর আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই,

এ বিশ্বাস রাখিতেই হইবে। ভয় কি?—দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নাই, আমার বোধ হয় তীরভূমি এখান হইতে ত্রিশ মাইলের অধিক নহে।"

একথা শুনিয়া মিস্ এরস্কাইন বা ব্লেকের মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না। সুশীতল জলপূর্ণ গ্ল্যাসটি মুখের কাছে আনিবামাত্র তাহা হাত হইতে খসিয়া-পড়িয়া শতধা বিদীর্ণ হইলে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মনের ভাব যেরূপ হয়, তাঁহাদের মনের অবস্থাও তখন সেইরূপ শোচনীয়।—বোটখানি উঠিয়া পড়িয়া হেলিয়া-দুলিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। পশ্চিম দিকই কর্ণধার ডড্লের লক্ষ্য; তিনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই বোট পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত।—মধ্যাহ্নে বায়ুর বেগ পুনর্ব্বার প্রবল হইল। ডড্লে আশা করিলেন, ঝটিকারম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহারা লামু বা তৎসন্নিহিত কোন দ্বীপে উপস্থিত হইতে পারিবেন।—একবার সেখানে পদার্পণ করিতে পারিলে 'ডিউসি-অস্-আফ্রিকা' লাইনের জাহাজে মোম্বাসায় এবং তথা হইতে জাঞ্জিবারে গমন করা বিশেষ কঠিন হইবে না। কোম্পানীর জাহাজ পাইতে বিলম্ব হইলেও আশ্রয় লাভের ব্যাঘাত হইবে না।

মিঃ ডড্লে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলেন, এবং পাচককে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সকলে ভোজনে বসিলেন। মিস্ এরস্কাইন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আহার করিতে পারিলেন দেখিয়া ডড্লের বড়ই আনন্দ হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মিস্ এরস্কাইনের গণ্ডে স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল! যে বিষে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইতেছিল—তাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তিনি যেন নূতন মানুষ হইলেন।—আহারান্তে ডড্লে মিস্ এরস্কাইনকে পুনর্ব্বার শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তটরেখা দেখিবামাত্র আপনি আমাকে বলিবেন ত? ডাঙ্গা দেখিতে না পাইলে আমার মন স্থির হইবে না।—দিবারাত্রি চারিদিকে কেবল জল! এ আর সহ্য হয় না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তীর দেখা যাইলেই আপনাকে জানাইব ; তবে কতক্ষণে এ আশা পূর্ণ হইবে—বলিতে পারি না। বোট কিছু ধীরে চলিতেছে।"

তখন বাতাসের বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল ; বেলা তিন ঘটিকার সময় বাতাস পড়িয়া গেল। পা'লে আর বাতাস পাইল না। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ডড্‌লের বোধ হইল, বহুদূরে পশ্চিম সীমান্তে মেঘাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অস্পষ্ট তটরেখা দৃষ্টিগোচর হইতেছে! ইহা দৃষ্টিবিভ্রম কি সত্য, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। তিনি বুঝিলেন, উহা তটভূমিই বটে!—তিনি তৎক্ষণাৎ মিস্ এরস্‌কাইনকে এই আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

মিস্ এরস্‌কাইন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ঐস্থান এখান হইতে কতদূর ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "অনুমান পাঁচমাইল।—না, নিশ্চয়ই তাহার অধিক নহে ; কিন্তু উহা কোন স্থান তাহা জানিতে না পারিলে ত ওখানে বোট ভিড়াইতে সাহস হইবে না। তবে উহা লামু না হইলেও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হওয়াই সম্ভব।"

ক্রমে বোটখানি সমুদ্রতটের নিকটে উপস্থিত হইল। কিন্তু তটভূমি অত্যন্ত দুরারোহ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিপূর্ণ। সমুদ্রতরঙ্গ গিরি-পাদমূলে ক্রমাগত প্রতিহত হইতেছিল!—তথাপি ডড্‌লে অতি সাবধানে নৌকা চালাইয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। অপরাহ্ণের লোহিতালোকে তিনি ভূখণ্ডটি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।—তিনি বুঝিলেন, দ্বীপটির নাম যাহাই হউক, উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে ; তাঁহার অনুমান হইল, তাহা পনের বিশ মাইল দীর্ঘ ; কিন্তু তিনি নিকটে বা দূরে গ্রামের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। প্রস্তর-কঙ্করপূর্ণ তটভূমি অরণ্যাবৃত ; অরণ্যে তিন্তিড়ী জাতীয় অসংখ্য বৃক্ষ, এবং দূরে দূরে রাশি রাশি নারিকেল তরু উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। মিঃ ডড্‌লে নানাদিক দিয়া ঘুরিয়া বালুচর ও তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া তীরে বোট ভিড়াইলেন ; এবং উভয়ে নতজানু হইয়া পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনের হাত ধরিয়া তাঁহাকে তীরে নামাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমরা ত কূল পাইলাম ; কিন্তু নিরাপদ হইলাম কি না, কে বলিবে ? এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, এখানে আশ্রয় লাভের তেমন সুবিধা নাই। তবে দ্বীপের ভিতর অগ্রসর হইলে হয় ত মাথা রাখিবার মত একটা স্থান পাইতেও পারি। প্রথমে কিছু খাইয়া লওয়া যাউক ; পরে কখন কোথায় কি জুটিবে-না-জুটিবে, কে বলিতে পারে ? আহারান্তে গ্রামের সন্ধানে যাত্রা করিব।—এতবড় দ্বীপে যে লোকালয় নাই, এরূপ ত মনে হয় না।"

মিঃ ডড্‌লের প্রস্তাবে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না।—মিঃ ডড্‌লের ইঙ্গিতে ব্লেক বোটের উপর হইতে খাদ্যসামগ্রীগুলি নামাইয়া লইল ; তখন তাঁহারা একটি তালগাছের নীচে বসিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। ডড্‌লে মনে মনে বলিলেন, "যদি কোন উপায়ে এই দ্বীপের নামটি জানিতে পারি—এবং এখান হইতে লামুর দূরত্ব কত—তাহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলেও আশ্বস্ত হওয়া যায়। কোথায় আসিয়াছি জানি না, কোথায় এই অরণ্যের শেষ, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না ; কোন্ দিকে যাইলে যে একটু আশ্রয় মিলিবে, তাহা অনুমান করাও অসম্ভব ! এ অবস্থায় কি করিয়া আশ্বস্ত হইব ?"

আহারান্তে ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকাখানি এখানে রাখিয়া আমরা তিন জনেই যাইব, না আমরা দু'জনে যাইব, ব্লেক নৌকার পাহারায় থাকিবে ?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "অজ্ঞাত স্থান, কোথাও আশ্রয় মিলিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই ; আমরা সকলেই নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইলে এই

দ্বীপের অধিবাসীরা যদি দৈবাৎ এখানে আসিয়া পড়ে ও নৌকাখানি চুরী করে—তবে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে! আমার বিবেচনায় ব্লেক: বোটের পাহারায় থাকিলেই ভাল হয়।"

কিন্তু ব্লেক এ প্রস্তাবে আপত্তি করিল, সে বলিল, "যদি দ্বীপের লোকেরা বোট আক্রমণ করে, তাহা হইলে বোটখানি রক্ষা করা দূরের কথা—আমার পক্ষে আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইবে। দূরে গিয়া আপনিও একাকী মিস্ এরস্কাইনকে লইয়া বিপন্ন হইতে পারেন; কিন্তু আমরা তিন জন একত্র থাকিলে আত্মরক্ষার অনেকটা সুবিধা হইবে।"

ডড্‌লে এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া পাচক-প্রদত্ত বন্দুকটি কাঁধে ঝুলাইয়া লইলেন; এবং অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যসহ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মিস্ এরস্কাইন তাঁহার অনুসরণ করিলেন; পাচক ব্লেক তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল। মিস্ এরস্-কাইন বলিলেন, "আশা করি আপনার বন্দুক ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইবে না।—আর বেলা নাই, অন্ধকার গাঢ় হইলে হয় ত জঙ্গলের মধ্যে আমরা হারাইয়া যাইব।—চলুন একটু দ্রুত যাই।"

সেই দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া দ্রুত চলিবার উপায় ছিল না।—একে কোন দিকে পথ নাই, তাহার উপর কণ্টক-লতা ও কণ্টকময় গুল্মে অরণ্য আবৃত। প্রস্তরাকীর্ণ মৃত্তিকাও অত্যন্ত বন্ধুর। যেখানে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ ভিন্ন অন্য বৃক্ষ ছিল না, সেই স্থান দিয়াই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলিতে সমর্থ হইলেন। কোন দিকে পথ-চিহ্ন না থাকায় ডড্‌লের আশঙ্কা হইল, এই দ্বীপে হয় ত মনুষ্যের বসতি নাই।—যে দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকেই তিনি নিরুৎসাহ চিত্তে, লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে লাগিলেন। চলিতে-চলিতে মিস্ এরস্কাইন অস্ফুট শব্দ করিয়া হঠাৎ থামিলেন।—ডড্‌লের আশঙ্কা হইল মিস্ এরস্কাইন হয় ত সাপের ঘাড়ে পা দিয়াছেন! তিনি ফিরিয়া চাহিতেই মিস্ এরস্কাইন পার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কি দেখাইলেন। মিঃ ডড্‌লে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন—একটা সরু পথ বটে!—সেই সঙ্কীর্ণ পথ অরণ্য ভেদ করিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া কিছুদূরে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

ডড্‌লে সেই পথটি দেখিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "চলুন, ঐ পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হই ; কিন্তু পথটি দেখিয়া মনে হইতেছে, অনেকদিন পর্য্যন্ত এ পথে লোক-যাতায়াত নাই ; তথাপি এ পথ ছাড়া হইবে না। যে জলে ডুবিতেছে, সে সামান্য তৃণগুচ্ছও উপেক্ষা করে না।"

ব্লেক বলিল, "এই পথে চলিয়া যদি আমরা কোন একটা সামান্য আশ্রয়ও পাই, তাহা হইলে রাত্রিটা কোন-রকমে কাটাইতে পারিব। বিশেষতঃ সন্ধ্যার অন্ধকার শীঘ্রই গাঢ় হইয়া আসিবে, আকাশে মেঘও ঘনাইয়া আসিতেছে ; বৃষ্টি আসিলে বিপদের সীমা থাকিবে না। এ অবস্থায় যদি একখানি ভাঙ্গা কুটীরও দেখিতে পাই, তাহা হইলে সেখানে অন্ততঃ মাথাটাও বাঁচিবে।"

তাঁহারা তিনজনে সেই সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন ; চলিতে-চলিতে তাঁহারা একটি অনুচ্চ পাহাড়ের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে সূর্য্যাস্ত হইল ; অস্তমিত তপনের লোহিত রশ্মিজাল তাল-নারিকেল-বৃক্ষের পত্রে প্রতিফলিত হইয়া হরিদ্বর্ণ তৃণ-সমাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। সেই আলোকে পথ দেখিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইল না। চারিদিক নিস্তব্ধ ; তাঁহাদের তিনজনের লঘু পদশব্দ ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল না।

ডড্‌লে চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিয়া একদিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন, বলিলেন, "ঐ ওদিকে—জঙ্গলের ওপাশে সাদা মত কি দেখা যাইতেছে ?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "একটা ঘরের সাদা দেওয়াল বলিয়া বোধ হইতেছে না ?—হাঁ, ঘরের দেওয়ালই বটে !—এই পথ দিয়া ঐখানেই যাওয়া যাইবে।"

তখন সকলেই সেই অরণ্যান্তরালবর্ত্তী শুভ্র প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহা সেই দ্বীপবাসী অসভ্য লোকের বাসগৃহ ; মাটীর দেওয়ালের বহির্দ্দেশ চূণকাম করা, উপরে খড়ের চাল ছিল, তাহা সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িয়াছে ; চারিদিকে দেওয়াল মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্যের অন্তরালবর্ত্তী তালীকুঞ্জ-বেষ্টিত সেই

ভগ্নগৃহ গোধূলির অস্ফুট আলোকে তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে পিশাচের লীলাক্ষেত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ডড্‌লে সেই বিধ্বস্তপ্রায় গৃহটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, এস্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য ; এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন ফল নাই।—কিন্তু ঐ দিকে আরও কয়েকখানি ঘর দেখা যাইতেছে না ?—চল, ঐ ঘরগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি, ওখানে রাত্রিবাস করা হয় ত অসম্ভব হইবে না।"

কিছু দূরে আরও কয়েকখানি গৃহ ছিল ; তাঁহারা তাহা পরীক্ষা করিতে চলিলেন। পাহাড় হইতে নামিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে আসিয়া তাঁহারা কয়েকখানি মৃৎকুটীর দেখিতে পাইলেন ; এগুলির অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত গৃহ অপেক্ষা কিছু ভাল। এই ঘরগুলিতে খড়ের চাল ছিল।

ডড্‌লে বলিলেন, "এই দ্বীপে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় লাভের আশা নাই ; বিশেষতঃ, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। মিস্ এরস্‌কাইন, আপনি কি এই কুটীরে রাত্রিবাস করিতে পারিবেন ?"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "আপনি সঙ্গে থাকিলে আমি যে কোন ভয়ানক স্থানে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।"—কথাটি বলিয়াই তাঁহার বড় লজ্জা হইল, তিনি মুখখানি লাল করিয়া অন্য দিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মিস্ এরস্‌কাইনের কথা শুনিয়া ডড্‌লের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; সকল কষ্ট, যন্ত্রণা, পরিশ্রম তিনি সফল মনে করিলেন। তিনি স্থান, কাল সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। একথা যদি মিস্ এরস্‌কাইনের অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার অপেক্ষা অধিক সুখী ?—তাঁহার মনে হইল, এই দ্বীপই তাঁহার নিকট স্বর্গ ; ঐ জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, শ্রীহীন পর্ণকুটীরগুলি সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ !

কিন্তু তাঁহার এই সুখস্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। পাচক ব্লেক বিভিন্ন কুটীরের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "এসকল ঘরে কি ভদ্রলোকে বাস করিতে পারে ? কি জঞ্জাল ! দুর্গন্ধে যে তিষ্ঠিবার যো নাই। কুটীরগুলি সাপ, ছুঁচো, বিছে প্রভৃতির আড্ডা ! সন্ধ্যা না হইতেই ঝিঁঝিঁ

পোকায় সা-রে-গা-মা সাধিতে আরম্ভ করিয়াছে। গৃহস্থেরা বোধ হয় এ সক বাড়ী বাসের অযোগ্য মনে করিয়াই ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।”

ডড্‌লে বলিলেন, “ইহা অপেক্ষা ভাল ঘর যখন পাইবার উপায় নাই তখন এখানেই কোন রকমে রাত্রিবাস করিতে হইবে। ব্লেক, তুমি নৌক হইতে পা’লখানা খুলিয়া আনিতে পারিবে ?—তাহা মিস্ এরস্‌কাইনের শয্যা রূপে ব্যবহার করিতে হইবে ; নতুবা উনি মাটীতে শুইবেন কিরূপে ?”

পাচক বলিল, “এ আর শক্ত কি ? আমি বোটের উপর হইতে পা’ল আনিতেছি। এখনও অন্ধকার তেমন গাঢ় হয় নাই, আমি অনায়াসে এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিব।”

পাচক ব্লেক পা’ল আনিতে সমুদ্রকূলে চলিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। ডড্‌লে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ মধ্যে জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া আছে। একস্থানে কতকগুলি শুষ্ক তালপত্র, এক কোণে মদের ভাঙ্গা বোতল, কোথাও ফর্সির একটা ভাঙ্গা নল, এবং এক দিকে কতকগুলি শুষ্ক জ্বালানী কাঠ !

ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেঝের জঞ্জাল অদৃশ্য হইল তখন তিনি বাহিরে আসিয়া মিস্ এরস্‌কাইনের পাশে দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে বলিলেন, “এদিকে ত সকল যোগাড় শেষ, কিন্তু ব্লেক এখনও আসিতেছে না কেন ? কোন বিপদে পড়িল না কি ?—না, পথ ভুলিয়া বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ?—এখন দেখিতেছি তাহাকে যাইতে না দিলেই ভাল হইত।”

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “আমার জন্যই সে বোধ হয় বিপন্ন হইয়াছে আপনি কেন তাহাকে পা’ল আনিতে পাঠাইলেন ? আমি মাটীতে অনায়াসেই শয়ন করিতে পারিতাম।”

ডড্‌লে বলিলেন, “না, আপনার কোন দোষ নাই ; আমার মনে হইতেছে —যদি তাহাকে না পাঠাইয়া আমি নিজে যাইতাম, তাহা হইলে আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত না।”

আরও দশ মিনিট চলিয়া গেল, ব্লেক ফিরিল না ; তাহার প্রত্যাগমনের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। ডড্‌লে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাহার পদশব্দে ডড্‌লে আত্মসংবরণ করিয়া উৎকর্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।—ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, "এইবার বুঝি ব্লেক আসিতেছে!"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "সে-ই যে আসিতেছে, ইহা কিরূপে বুঝিলেন? ঐ পদশব্দ স্থানীয় কোন লোকেরও ত হইতে পারে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "নিশ্চয়ই নহে। জুতার শব্দেই বুঝিয়াছি ব্লেক আসিতেছে। স্থানীয় অসভ্য লোকগুলা জুতা পাইবে কোথায়?—না, ব্লেকই আসিতেছে।"

কথা শেষ হইতে-না-হইতে পাচক ব্লেক তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ডড্‌লে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ব্লেক, তোমার এত বিলম্বের কারণ কি? তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমার যে কত দুশ্চিন্তা হইয়াছিল—তাহা তোমাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।"

পাচক বলিল, "আমি পথ হারাইয়া অন্যদিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম। আমার বিলম্ব দেখিয়া আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন, তাহা কি আর বুঝিতে পারি নাই?"

ডড্‌লে বলিলেন, "কত রকম আশঙ্কাই মনে হইতেছিল—তাহা আর তোমাকে কি বলিব?—যাহা হউক, যে কাযে গিয়াছিলে তাহার কি হইল? তুমি ত বোটের পা'ল লইয়া আস নাই!"

পাচক বলিল, "না মহাশয়, আমি বোটখানি খুঁজিয়া পাই নাই।—আপনি একবার ওদিকে চলুন।"

ডড্‌লে বুঝিলেন, পাচক তাঁহাকে কোন গোপনীয় কথা বলিবে,—মিস্ এরস্‌কাইনের সাক্ষাতে সে তাহা বলিতে অনিচ্ছুক। তিনি মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, "মিস্ এরস্‌কাইন, পা'ল ত পাওয়া যায় নাই ; আজ রাত্রির মত একখানা কম্বল বিছাইয়াই মাটীর উপর আপনাকে শয়ন করিতে হইবে, অন্য কোন উপায় দেখি না।"

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "ইহাতে আর আপত্তি কি? বিপদের সময় সকলই করিতে হয়। আপনি লোকটাকে না পাঠাইলেই ভাল হইত; বেচারা অনর্থক হয়রাণ হইয়া আসিল।"

মিস্ এরস্‌কাইন সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকায় তাঁহার কম্বল প্রসারিত করিলেন।—ডড্‌লে পাচককে একাকী পাইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "ব্লেক, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমাকে তোমার কিছু বলিবার আছে। তোমার এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? কি জন্যই-বা নৌকার পা'ল-খানি আনিলে না?—আমার বড় ভয় হইয়াছে, ব্যাপার কি বল।"

ব্লেক বলিল, "আপনি ঐদিকে চলুন, মিস্ এরস্‌কাইনকে সে সকল কথা জানিতে দেওয়া হইবে না। তিনি ভয় পাইবেন। ব্যাপার বড় গুরুতর! এতই গুরুতর যে, তাহা শুনিলে আপনি হতবুদ্ধি হইয়া যাইবেন। আমার ত মহাশয়, বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে!"

ডড্‌লে পাচকের হাত ধরিয়া তাহাকে কয়েক গজ দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া উদ্বেগকম্পিত স্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক? শীঘ্র বল।"

পাচক বলিল, "ব্যাপার অতি সাংঘাতিক।—ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও জাহাজের কাপ্তেন আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল; আমাদের ধরিতে তাহারা এখানে পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে!"

কথাটা শুনিয়া ডড্‌লের হৃৎকম্প হইল; তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "সকল কথা খুলিয়া বল। তাহারা এখানে আসিয়াছে—ইহা কিরূপে জানিলে?"

পাচক বলিল, "আমি এই দ্বীপের অদূরে জাহাজখানা দেখিয়া আসিয়াছি।—জাহাজ যেখানে নোঙ্গর করিয়াছে, সে স্থান এখান হইতে পাঁচ মাইলের অধিক দূরে নহে। আমি বোটের সন্ধানে পাহাড়ের উপর দিয়া সমুদ্রকূলের দিকে যাইতেছিলাম; হঠাৎ দেখিলাম, একখানা জাহাজ আসিয়া দ্বীপের নিকট ভিড়িল! আমি জাহাজখানি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। সে যে কেন আসিয়াছে—তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমার আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। অতঃপর কি হয়—তাহা দেখিবার জন্য আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম

কয়েক মিনিট পরে দেখিলাম, জাহাজখানি নোঙ্গর করিয়া একখানি বোট জলে নামাইয়া দিল। বুঝিলাম, ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও কাপ্তেন সেই বোটে আমাদের খুঁজিতে আসিতেছে!—কিন্তু আমি হতাশ হই নাই; উহারা যদি এই দ্বীপের কোন অধিবাসীর সাক্ষাৎ পায়, তাহা হইলেও তাহার নিকট আমাদের কোন সন্ধান জানিতে পারিবে না। আমরা যে এখানে আছি তাহা ত কেহই জানে না। সুতরাং উহারা নিশ্চয়ই জাহাজে ফিরিয়া গিয়া নোঙ্গর তুলিবে, এবং আমাদের সন্ধানে অন্যদিকে যাইবে; তাহা হইলে আর আমাদের ভয় কি?"

ডড্‌লে বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু জাহাজখানা এখনও কি সেইখানে নোঙ্গর করিয়া আছে?"

পাচক বলিল, "আছে বৈ কি!—ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে তাহা আরও গুরুতর। জাহাজের বোটখানি দ্বীপের কিনারায় আসিলে দেখিলাম—ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও জাহাজের কাপ্তেন সেই বোট হইতে তীরে নামিল। অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় এই দ্বীপের কয়েকজন লোককে জঙ্গলের ভিতর দিয়া সমুদ্রকূলের দিকে যাইতে দেখিলাম।—তাহাদের দুই তিন জনের মাথায় এক-একটা ঝোড়া! তাহারা অন্যদিক দিয়া সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইল; সেই স্থানেই আমাদের বোটখানি বাঁধা ছিল। বোটখানি দেখিয়া তাহারা যেন কি বলাবলি করিল; তাহার পর আমাদের বোটে উঠিয়া বোটের মাস্তুল খাটাইয়া তাহাতে পা'ল তুলিয়া দিল, এবং দাঁড় টানিতে-টানিতে তাহারা বোটখানি লইয়া চলিল। আমার ইচ্ছা হইল, আমি দৌড়াইয়া সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বোটখানি চুরী করিয়া লইয়া যাইতে নিষেধ করি;—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, তাহাদিগকে দেখা দেওয়া ভাল হইবে না, তাহারা আমাকে দেখিলেই সেকথা কাপ্তেনের কাছে প্রকাশ করিবে। যাহা হউক, তাহারা বোটখানি লইয়া জাহাজের দিকে চলিল,—আমিও আপনার নিকট ফিরিয়া আসিলাম।"

পাচকের কথা শুনিয়া ডড্‌লের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। অতঃপর তিনি

কি করিবেন, তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। ল্যাম্পিয়ন মিস্ এরস্‌কাইনকে হত্যা করিবার জন্য কাপ্তেনের সহিত যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল—তাহা ডড্‌লে জানিতে পারিয়াছেন, একথা ল্যাম্পিয়ন ও কাপ্তেন উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছে; সুতরাং কথাটা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যে তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। একবার যদি তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাণরক্ষার আশা নাই। তাহারা দ্বীপে আসিয়া তাঁহাদের অন্বেষণ করিতেছে; রাত্রিকালে ধরা না পড়িলেও পরদিন তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতেই হইবে। —এখন কর্ত্তব্য কি?

ডড্‌লে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এখন আমি করি কি? নেটিভগুলা আমাদের বোটখানি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কাপ্তেনের সহিত তাহাদের নিশ্চয়ই দেখা হইবে; এবং বোটের কথা তাহাকে জানাইলেই কাপ্তেন ও ল্যাম্পিয়ন বুঝিবে আমরা এই দ্বীপেই আশ্রয় লইয়াছি।—তখন আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। এখানে ধরা পড়িলে আমাদের প্রাণরক্ষার কোন আশা নাই। বোটখানি থাকিলেও এই রাত্রে স্থানান্তরে পলায়নের চেষ্টা করিতাম,—কিন্তু নেটিভগুলা বোটখানি লইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়ভাবে কয় দিন লুকাইয়া থাকিব?"

ডড্‌লের অভিপ্রায় জানিবার জন্য পাচক উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—ডড্‌লে তাহাকে বলিলেন, "তুমি যে মিস্ এরস্‌কাইনের সাক্ষাতে আমাকে এ সকল কথা বল নাই, ইহা খুব বুদ্ধিমানের কায হইয়াছে। তিনি এ সকল কথা শুনিলে অত্যন্ত ভয় পাইতেন, অথচ ইহাতে তাঁহার কোন উপকার হইত না।"

পাচক বলিল, "সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে। মিস্ এরস্‌কাইন একেই ত অত্যন্ত বিপন্ন, তাহার উপর এ সকল কথা শুনিলে কি তিনি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেন? না মহাশয়, প্রাণ গেলেও আমি এ সকল গোপনীয় কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব না।"

ডড্‌লে বলিলেন, "সে বিশ্বাস আমার আছে। তুমি আমাদের বিপদের বন্ধু। আমরা বিপন্ন হইয়াছি, বিপদের মেঘ আমাদের মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে; যে-কোন মুহূর্ত্তে আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হইতে পারে বটে, কিন্তু আমি এখনও হতাশ হই নাই। আশা আছে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই ভীষণ বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। অতঃপর আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, তাহারই আলোচনা করা যাউক।—এই দ্বীপের কোন্ দিকে লোকালয় আছে—তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছ কি?"

পাচক বলিল, "আমার অনুমান দ্বীপের পশ্চিমাংশে গ্রাম আছে। জাহাজখানি সেই দিকে নোঙ্গর করিয়াছে বলিয়াই এরূপ অনুমান করিতেছি।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য হওয়াই সম্ভব। এখন কথা এই যে, আমরা আপাততঃ এখানেই লুকাইয়া থাকিব, না—এই দ্বীপের প্রধান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অর্থদানে তাহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিব?—সে আমাদিগকে আশ্রয় দান করিলে কাপ্তেন বা ল্যাম্পিয়ন আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। স্বীকার করি ল্যাম্পিয়নও তাহাকে উৎকোচ্ দানে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু সে যে অধিক টাকা দিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। আমরা প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে অনেক অধিক অর্থ প্রদানের লোভ দেখাইলে সর্দ্দার আমাদেরই পক্ষাবলম্বন করিবে। সে যদি আমাদিগকে মোম্বাসা বা জাঞ্জিবারে রাখিয়া আসিতে সম্মত হয়—তাহা হইলে আমি তাহাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিব।—আমার প্রস্তাবে কি সে সম্মত হইবে না? একটা অসভ্য নেটিভকে বশ করা কি এতই কঠিন? তুমি কি বল?"

পাচক বলিল, "আপনার এই প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে।—কিন্তু আপনি কি সেই নেটিভটার সঙ্গে কথা কহিতে পারিবেন?—তাহার ভাষা বুঝিতে পারিবেন?"

ডড্‌লে বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখিব। পূর্ব্ব-আফ্রিকার বহু দেশেই ঘুরিয়াছি; সেই নেটিভ সর্দ্দারটা আরবই হউক, আর হাব্‌সীই হউক,—তাহার কথা বুঝিতে পারিব;—আমার মনের ভাবও তাহাকে বুঝাইতে পারিব।

গ্রামখানি কোন্ দিকে—তাহা ঠিক জানিতে পারিলে, আমি এই মুহূর্ত্তেই নেটিভ সর্দ্দারের সহিত দেখা করিতে যাইতাম।"

পাচক বলিল, "কিন্তু আপনি ত সেখানে মিস্ এরস্কাইনকে আপনার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না। আপনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে মিস্ এরস্কাইনকে কি বলিয়া বুঝাইবেন? এ সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে ভয়ে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবে; আর না বলিয়াই বা উপায় কি?"

ডড্‌লে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভাবিয়া দেখিলাম—তাঁহার নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। ঘরে আগুন লাগিলে নিদ্রিত গৃহবাসীকে সতর্ক না করা মূঢ়ের কার্য্য।—তুমি এখন আমার সঙ্গে যাইও না; আমি একাকী গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিতেছি।"

মিস্ এরস্কাইন গৃহমধ্যে কম্বল বিছাইয়া ডড্‌লের প্রতীক্ষায় দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। ডড্‌লে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ এরস্কাইন, আপনার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে। আপনি এখন তাহা শুনিতে প্রস্তুত আছেন কি? বড়ই জরুরী কথা।"

মিস্ এরস্কাইন তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি কথা, বলুন। আপনি কথা বলিবেন, এজন্য আমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন কেন? আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি কোন দুঃসংবাদ পাইয়াছেন! আপনার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতই দুঃসংবাদ হউক, বলুন, তাহা শুনিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; আমি ভয়ার্ত্ত বালিকা নহি যে, তাহা শুনিলে আমার মূর্চ্ছা হইবে।"

ডড্‌লে মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "এ কথা বলাই বাহুল্য, আমি আপনার সাহসের পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমরা বড়ই বিপন্ন; ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। আমি ব্লেকের নিকট অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ পাইয়াছি।—আপনার মামা ও জাহাজের কাপ্তেন আমাদের অনুসরণ করিয়া এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে!"

মিস্ এরস্কাইনের সাহস যতই অধিক হউক, তিনি রমণীমাত্র। মিঃ ডড্লের কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ভয়ানক বিপদের কথা বটে! কিন্তু এ বিপদে অধীর হইলে চলিবে না। মৃত্যুকবল হইতে আপনি একবার আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে—আপনার চেষ্টায় এ সঙ্কটেও আমার প্রাণরক্ষা হইবে।—এখন আপনি কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন, বলুন।"

মিঃ ডড্লে উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পাচককে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, মিস্ এরস্কাইনকেও তাহাই বলিলেন। তাহা শুনিয়া মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "আপনার এই প্রস্তাবই সঙ্গত মনে হইতেছে। টাকার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আমি জানি আপনি নিঃসম্বল, কিন্তু আমি ত নিঃসম্বল নহি; আমার নিকট যাহা কিছু আছে—সমস্তই আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি। আপনি নেটিভ সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাত করিয়া—সে যাহা চায়, তাহাই তাহাকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হউন; তাহাকে বলুন—সে যদি আমাদিগকে মোম্বাসায় বা জাঞ্জিবারে নিরাপদে পেঁছাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করা হইবে। তাহাকে আগাম কিছু দিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক।—আপনি কখন্ তাহার সহিত দেখা করিতে যাইবেন?"

ডড্লে বলিলেন, "আজ রাত্রেই যাইব মনে করিয়াছি; কিন্তু সে কোথায় বাস করে অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক, নতুবা এই রাত্রিকালে জঙ্গলে-জঙ্গলে তাহাকে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইব? এই দ্বীপে যখন লোক আছে—তখন নিশ্চয়ই তাহাদের বাসস্থান আছে, এবং তাহাদের একজন প্রধানও আছে। আপনি এখানেই থাকুন; স্নেক আপনার পাহারায় থাকিবে। আমি কায শেষ করিয়া যত শীঘ্র পারি এখানে ফিরিয়া আসিব।"

মিস্ এরস্কাইন বলিলেন, "তবে আর আপনি বিলম্ব করিবেন না; পরমেশ্বর আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তিনি অসহায়ের সহায়, বিপন্নের

আশ্রয়। আমার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।—আপনি যতক্ষণ না ফিরিবেন, ততক্ষণ আমার মন স্থির হইবে না।”

অনন্তর ডড্‌লে ব্লেককে ডাকিয়া আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। নিঃশব্দে আহার শেষ হইল। আহার শেষ করিয়া ডড্‌লে উঠিলেন; তিনি মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, “আমি নেটিভ সর্দ্দারের সন্ধানে চলিলাম। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আপনি এখানেই থাকিবেন।”

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “আপনিই আমার একমাত্র অবলম্বন; আপনাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আপনার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় এখানেই বসিয়া থাকিব; কিন্তু আপনি যেন অধিক বিলম্ব করিবেন না। আপনি ফিরিয়া না আসিলে আমার দুশ্চিন্তা দূর হইবে না।”

ডড্‌লে বলিলেন, “যত শীঘ্র পারি—আমি ফিরিয়া আসিব। আপনাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া আমি কি অকারণ বিলম্ব করিতে পারি?—আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, হতাশ হইবেন না।”

মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “আপনি সতর্ক থাকিবেন; সেই ‘রাস্কেল’ দুটো যেন আমাদের সন্ধান না পায়। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি একটি নিরাশ্রয়া অভাগিনী রমণীর উদ্ধারের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন, একথা স্মরণ করিয়া আপনি মনে বল পাইবেন।”

ডড্‌লে বলিলেন, “এ কথা কি আমি ভুলিতে পারি?—ব্লেক, আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি ইঁহার পাহারায় থাকিবে; ঘুমাইয়া পড়িও না। নিজের প্রাণ দিয়াও উঁহার প্রাণরক্ষা করিবে।—কায শেষ হইলেই আমি চলিয়া আসিব।”

ডড্‌লে সেই সান্ধ্য অন্ধকারে নির্জ্জন অরণ্যপথে অদৃশ্য হইলেন। মিস্ এরস্‌কাইন উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সায়ংকালে চন্দ্রোদয় না হওয়ায় সমগ্র প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; ডড্‌লে যখন তমসাবৃত অরণ্য অতিক্রম করিয়া মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন—তখন পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল।—কিন্তু অন্ধকারে অরণ্যমধ্যবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইতে তাঁহার কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল—তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। চতুর্দ্দিকে ঘন বন, তাহার ভিতর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ;—এক হাত দূরের বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায় না! প্রতিপদক্ষেপে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল, নানাজাতীয় আরণ্য-লতায় তাঁহার পদদ্বয় বাধিয়া যাইতে লাগিল; কতবার তিনি পড়িতে-পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইলেন তাহা বলা যায় না। এত কষ্টেও যদি তিনি কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারেন—তাহাহইলে মিস এরস্‌কাইনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে—ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। নিজের সঙ্কটের কথা একবারও তাঁহার মনে পড়িল না। —সেই অরণ্যের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়াও তিনি দিক্‌ভ্রান্ত হইলেন না, সমুদ্রতীর লক্ষ্য করিয়া চলিতে-চলিতে মুক্ত প্রান্তরে পদার্পণ করিলেন। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সুতরাং অসুবিধা অনেকটা দূর হইল; তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে সমুদ্রের দিকে চলিলেন।—তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, যেন সমগ্র প্রকৃতি গাঢ় সুপ্তিঘোরে সমাচ্ছন্ন! সমুদ্র স্থির; গগনবিহারী নক্ষত্রনিকরের শুভ্রজ্যোতি স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় নির্ম্মল সমুদ্রবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। ডড্‌লে দূরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী জাহাজখানির দীপরশ্মি দেখিতে পাইলেন; কিন্তু জাহাজের কাপ্তেন ও দুর্ব্বৃত্ত ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন তখন জাহাজে আছে কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি অনুমান করিলেন, এই রাত্রে তাহারা জাহাজ ছাড়িয়া অপরিচিত দ্বীপস্থ অজ্ঞাত পল্লীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইবে—তাহার সম্ভাবনা অল্প। তিনি জাহাজের বোট চুরী করিয়া আনিয়া-

ছেন; তাঁহার এই অপরাধ সে ক্ষমা করিবে—তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তিনি কোন্ দিকে যাইবেন, সমুদ্রের অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট চিন্তার পর তিনি বাম দিকে ফিরিলেন, এবং পাহাড়ের পাশ দিয়া গ্রামের অনুসন্ধানে চলিলেন। প্রায় অর্দ্ধমাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটা 'বাঁক' ছাড়াইতেই চন্দ্রালোকে কতকগুলি সাদা দেওয়াল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।—তিনি বুঝিলেন, ইহাই স্থানীয় অধিবাসীগণের বাসপল্লী।

এইবার ডড্‌লে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, গ্রামখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গ্রামে গৃহের সংখ্যা শতাধিক; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্‌টি গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাড়ী, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তিনি আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যে বাড়ীখানি দেখিলেন, সেইদিকেই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কোনও লোকের সহিত দেখা হইলে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাসগৃহের সন্ধান লইবেন। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া একটা খোলা বাড়ীতে কয়েকটি লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি গুল্মের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং অন্যের অদৃশ্য থাকিয়া—কাহারা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডড্‌লে শুনিতে পাইলেন,—একজন লোক ইংরাজীতে বলিতেছে, "তুমি ইহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল—উহারা যে এই দ্বীপে আসিয়াছে, ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং তাহার আর একথা অস্বীকার করা চলিবে না। কাল বেলা দুপুরের মধ্যে সে যদি তাহাদিগকে ধরিয়া আমার নিকট হাজির না করে—তাহা হইলে তাহাকে সপরিবারে গুলি করিয়া মারিব, তাহার পর তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিব। ল্যাম্পিয়ন, সে যেন মনে না করে আমি তাহাকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছি। তুমি ইহাকে এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে না পারিলে তোমারও দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না! আমি যে

উহাদের ভাষা জানি না ; উহাদের ভাষা আমার জানা থাকিলে আমাকে তোমার মত অপদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না।"

বক্তা যে জাহাজের কাপ্তেন, ইহা বুঝিতে ডড্‌লের বিলম্ব হইল না। —কাপ্তেন ল্যাম্পিয়নকেই লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিতেছিল।

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না ; এখন আমাদিগকে ধীরভাবে কায করিতে হইবে। লোকটাকে ভয় দেখাইয়া বিশেষ কোনও লাভ হইবে না ; আমাদের উদ্ধত আচরণে সে যদি একবার বাঁকিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করা সহজ হইবে না। বল অপেক্ষা কৌশলে অনেক সময় বেশী কায হয়। আমি আগে কৌশল খাটাইয়া দেখিব।"

ডড্‌লে দেখিলেন, একজন বলবান হাব্‌সী ল্যাম্পিয়নের অদূরে দাঁড়াইয়া আছে! ল্যাম্পিয়ন সেই হাব্‌সীটাকে লক্ষ্য করিয়া দেশীয় ভাষায় বলিল, "আমার দোস্ত বলিতেছেন, সেই তিনজন লোককে কাল সকালে যেরূপে হউক আমাদের নিকট হাজির করাই চাই। তোমাদের সর্দ্দার তাহা পারিলে আশাতীত বকৃশিশ পাইবে। তাহারা এই দ্বীপে আসিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কারণ, তোমাদের লোকেরা তাহাদের বোটখানা পাইয়াছে। কাল রাত্রে তাহারা জাহাজ হইতে বোট চুরী করিয়া তাহাতে পলাইয়া আসিয়াছে। বোধ হয় তাহারা আজ বৈকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা চোর, মানুষ মারিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে। এই সকল চোর ও খুনী আসামী যাহাতে শীঘ্র ধরা পড়ে, তাহার উপায় করা তোমাদেরও কর্ত্তব্য বটে। তাহাদের সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক আছে, সে আমারই ঘরের মেয়ে। চোরেরা তাহাকে চুরী করিয়া আনিয়াছে। তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে না পারিলে আমার মান-সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট হইবে।"

হাব্‌সীটা বলিল, "সর্দ্দারের যাহা সাধ্য তাহার ক্রটি হইবে না ; আপনাদের দুষ্‌মনেরা যদি এই দ্বীপে আসিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি ?"

কাপ্তেন ল্যাম্পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা কি বলিতেছে ?"

ল্যাম্পিয়ন বলিল, "ও বলিতেছে—যদি তাহারা এই দ্বীপে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্দ্দার তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ধরিয়া দিতে পারিবে।—আমি কিন্তু একটা মতলব ঠিক করিয়াছি।"

ল্যাম্পিয়ন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কাপ্তেনকে কি বলিল। ডড্‌লে বুঝিলেন, সে তাহার মতলবের কথাই বলিল; কিন্তু তিনি অনেকটা দূরে ছিলেন, ল্যাম্পিয়নের মতলবটি কি তাহা শুনিতে পাইলেন না। তবে ল্যাম্পিয়নের মতলবটি যে তাঁহাদের অনুকূল নহে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

ডড্‌লে সেই গুল্মের অন্তরালে আরও কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন; অল্পক্ষণ পরে তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিলে তিনি গুল্মান্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "এভাবে যে উহাদের পরামর্শ শুনিতে পাইব—ইহা পূর্ব্বে আশা করি নাই। পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। আমি এই রাত্রেই হাব্‌সী সর্দ্দারটাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। আমার হাতে বন্দুক আছে—সুতরাং ভয়ের তেমন কারণ নাই। যদি সে অসদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আমাদের সাহায্য করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে আমাকেও কৌশল খাটাইতে হইবে; লোভ দেখাইয়া তাহাকে আমার পক্ষে আনিতে হইবে।—সে কাহার বশীভূত হয় শীঘ্রই তাহার পরীক্ষা হইবে।"

ল্যাম্পিয়ন ও কাপ্তেন পূর্ব্বোক্ত হাব্‌সীটার সঙ্গে যেদিকে চলিতেছিল, ডড্‌লেও তাহাদের অলক্ষ্যে সেইদিকে চলিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই হাব্‌সী যুবক তাহাদের সর্দ্দারের সহিত দেখা করিতে যাইতেছে; তাহার অনুসরণ করিলেই তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে।

ডড্‌লে দেখিলেন, সমুদ্রতীরে আসিয়া ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও কাপ্তেন একখানি বোটে উঠিয়া জাহাজে ফিরিয়া গেল; কিন্তু হাব্‌সী যুবকটা আর এক পথ ধরিয়া একটি বাড়ীর দিকে চলিল। ডড্‌লে অদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন। হাব্‌সীটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে একটি বিপুলকায় বৃদ্ধ হাব্‌সীকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীর বাহিরে আসিল সেখানে কিছুকাল নিম্নস্বরে উভয়ের কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর পূর্ব্বোক্ত

হাব্‌সী যুবক বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া অন্যপথে চলিয়া গেল। ডড্‌লে এইবার সেই বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া লঘু-পদবিক্ষেপে বৃদ্ধ হাব্‌সী সর্দ্দারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে সেলাম করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আল্লা আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের মঙ্গল করুন।—আমি আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য বহু দূর-দেশ হইতে এই দ্বীপে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমার দু'টি কথা শুনুন।"

হাব্‌সী সর্দ্দার সবিস্ময়ে ডড্‌লের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি এখানে আমার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছ! কে তুমি? তোমার মতলব কি? তুমি জান আমি এই দ্বীপের মালিক, এখানকার প্রধান লোক?"

ডড্‌লে সবিনয়ে বলিলেন, "হাঁ, তাহা জানি; জানি বলিয়াই ত আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমি কে, তাহা আপনি জানেন কি?"

হাব্‌সী সর্দ্দার বলিল, "তাহা কিরূপে জানিব? মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টিতে গর্ত্ত পূর্ণ হয়; কিন্তু মেঘ কি জানে তাহার করুণা-ধারায় কোথায় কোন্ গর্ত্ত পূর্ণ হইতেছে, বা কোন্ নীরস তরু সরস হইতেছে? তবে অনুমানে বুঝিতেছি—জাহাজের লোকেরা যাহাদের ধরিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে—তুমি তাহাদেরই একজন। তোমাদিগকে ধরিয়া কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে উহাদের হাতে দিতে হইবে, এইরূপ কথা আছে।—কেমন আমার কথা সত্য কি না?"

ডড্‌লে বলিলেন, "হাঁ, একথা সত্য; কিন্তু উহাদের আশা পূর্ণ হইতে দেওয়া হইবে না। উহারা অত্যন্ত বদ্‌লোক, উহারা আমাদের শত্রু। আমার প্রণয়িনীকে উহারা হত্যা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাঁ, তাঁহাকে হত্যা করিয়া অবশেষে উহারা আমাকেও হত্যা করিবে। তাহাদের এই দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য আপনি কি তাহাদের সাহায্য করিবেন? আমরা বিদেশী লোক, বিপদে পড়িয়াছি; এই দ্বীপে আসিয়া আপনার অতিথি হইয়াছি। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—আমাদিগকে আমাদের শত্রুর হস্তে সমর্পণ করা কি আপনার উচিত? আপনি যদি আমাদিগকে রক্ষা করেন,

তাহা হইলে আপনি বিস্তর খেলাৎ ও বক্‌শিশ পাইবেন, এবং আমাদের দেশের রাণী আপনার কার্য্যে অত্যন্ত সুখী হইবেন; কারণ, আমি তাঁহারই চাকরী করি। আপনি আমাদিগকে লামুতে রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা করুন। আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমার কথার খেলাপ হইবে না।”

ডড্‌লে নীরব হইলেন, এবং হাব্‌সী সর্দ্দারের উত্তরের আশায় রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাহার উত্তরের উপর তাঁহাদের তিন-জনেরই জীবন নির্ভর করিতেছে।

হাব্‌সী সর্দ্দার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “ওহে বিদেশী, তুমি বিপদে পড়িয়া আমাকে যথেষ্ট লোভ দেখাইতেছ; কিন্তু আমি আসল কাযের কথা শুনিতে চাই। তুমি বলিতেছ তোমাকে সাহায্য করিলে আমাকে ভাল-রকম বক্‌শিশ দিবে; কত টাকা দিবে—তাহা ত বলিলে না? অঙ্গীকার করা অতি সহজ, কিন্তু তাহা পূর্ণ করাই কঠিন। তোমাদের প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন নহে; কিন্তু বক্‌শিশের পরিমাণ জানিতে না পারিলে, আমি তোমাকে কোনরকম আশা দিতে পারিতেছি না।”

ডড্‌লে বলিলেন; “আপনি কত টাকা বক্‌শিশ পাইলে সুখী হইবেন—তাহা আমার জানা আবশ্যক। আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। প্রাণের তুলনায় অর্থ নিতান্ত তুচ্ছ সামগ্রী; প্রাণরক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে আমরা কুণ্ঠিত নহি।—আমাদের স্বর্ণমুদ্রা সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে কি?”

হাব্‌সী সর্দ্দার দাড়ি নাড়িয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিল, “তা আর নাই? আমি কতবার জাঞ্জিবারে গিয়াছি; তোমাদের দেশের সোণার টাকা লইয়া বাণিজ্য করিয়াছি। আমি সব জানি। আমি বুড়া মানুষ, আমার দাড়ি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। আমি মিথ্যা কথা বলিতে শিখি নাই। আমার সকল কথাই সত্য। বল, তুমি আমাকে কত টাকা বক্‌শিশ দিতে রাজী আছ।”

ডড্‌লে বলিলেন, “আপনি যদি আমাদিগকে অবিলম্বে লামুদ্বীপে লইয়া গিয়া নিরাপদে সেখানকার গবর্ণরের বাড়ী পৌছাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে

আমি আপনাকে পাঁচশত গিনি পুরস্কার দিব।—আপনি এই প্রস্তাবে রাজী আছেন ?"

হাব্‌সী সর্দ্দার তাহার পাগ্‌ড়ী খুলিয়া একবার মাথাটা চুল্‌কাইয়া লইল; তাহার পর ডড্‌লেকে বলিল, "হাঁ, ইহাতে চলিতে পারে বটে, কিন্তু বড়ই ঝুঁকির কায! তবে আমি তোমাদিগকে সেখানে পৌছাইয়া দিলে তুমি যে আমাকে পাঁচশত গিনি গণিয়া দিবে—তোমার এ কথা আমি কিঁ করিয়া বিশ্বাস করি ? সেখানে গিয়া গিনি না দিয়া যদি আমাকে ফাঁকি দাও ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনি আমাদের প্রাণরক্ষা করিবেন, আর আমি আপনাকে প্রতিশ্রুত অর্থ না দিয়া ফাঁকি দিব ?—না, আমি সেরূপ 'বেইমান্‌' নহি। আপনি নিশ্চয়ই পাঁচশত গিনি পাইবেন, আমার শির জামিন। ইহার অধিক আর কি বলিব ? এতগুলি টাকা একসঙ্গে পাইলে আপনি কিরূপ ধনবান হইবেন, আপনার ব্যবসায়-বাণিজ্যের কত সুবিধা হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবেন।"

হাব্‌সী সর্দ্দার বলিল, "যাহারা জাহাজ লইয়া তোমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে আমি তাহাদিগকে কি জবাব দিব ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আপনি বলিবেন, 'আমি তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইলাম না; তাহারা এ দ্বীপে নাই।'—আপনার কথা তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।"

হাব্‌সী সর্দ্দার বলিল, "আচ্ছা, আমি কথাটা ভাবিয়া দেখিব। এখন তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ী চল; তোমার মুখখানি ভাল করিয়া চিনিয়া রাখা দরকার।"

ডড্‌লে দৃঢ়মুষ্টিতে পকেটস্থিত পিস্তলটি ধরিয়া হাব্‌সী সর্দ্দারের অনুসরণ করিলেন। তিনি হাব্‌সী সর্দ্দারকে বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি বটে, কিন্তু আপনি যদি আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা হইলে আপনি ত প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইবেনই না, অধিকন্তু আমাদের দেশের রাণীর যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া আপনাকে সবংশে ধ্বংশ করিয়া যাইবে।"

হাব্সী সর্দ্দার বলিল, "না, আমি কোনরকম নিমকহারামী করিব না। আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না কেন ?"

অল্পক্ষণ পরে ডড্‌লে পাহাড়ের ধারে হাব্সী সর্দ্দারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ডড্‌লে তাহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, সর্দ্দারের আদেশে একটি ক্রীতদাস প্রজ্বলিত 'চেরাগ্' লইয়া আসিল। সেই দীপালোকে ডড্‌লে সর্দ্দারের চেহারাটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। লোকটি মোটা, বেঁটে ; তাহার মুখখানি গোল, মুখে বসন্তের দাগ; চক্ষু দু'টি বাঘের চোখের মত ! তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত ক্রুর, তাহাতে সরলতার চিহ্ন মাত্র নাই।

সর্দ্দার তাহার ফরাসে বসিয়া ডড্‌লেকে তাহার পাশে বসিতে অনুরোধ করিল। তিনি পকেট হইতে হাতখানি বাহির করিলেন না, পিস্তলটি ধরিয়াই রহিলেন। তিনি সর্দ্দারের পাশে উপবেশন করিলে সর্দ্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দলের লোকজন কোথায় আছে ?"

ডড্‌লে প্রথমে মনে করিলেন, তাঁহাদের আশ্রয়স্থানের সন্ধান দিবেন না ; কিন্তু ইহাতে তাহার সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে, এবং তিনি তাহাকে অবিশ্বাস করিতেছেন—ইহা বুঝিতে পারিলে সে-ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে ভাবিয়া, তিনি সত্য কথা বলাই সঙ্গত মনে করিলেন। যাহার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে—তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি ?

সর্দ্দার তাঁহাদের আশ্রয়স্থানের ঠিকানা জানিতে পারিয়া বলিল, "তোমরা বেশ ভাল যায়গাতেই আশ্রয় লইয়াছ ; আপাততঃ ঐখানেই থাক। তোমার শত্রুরা সেখান হইতে তোমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।—আমি তোমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লামুতে পৌঁছাইয়া দিলে আমাকে পাঁচশত গিনি ঠিক দিবে ত ?—তোমার কথার নড়-চড় হইবে না ত ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "আমরা লামুতে পৌঁছিয়াই আপনাকে চক্‌চকে পাঁচশত গিনি গণিয়া দিব।—কিন্তু আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে একটি কাণা কড়িও পাইবেন না।"

সর্দ্দার তাহার দীর্ঘ দাড়ির ভিতর কর-চালনা করিয়া বলিল, "মোয়াহিনীর

পুত্র মঙ্গহোবো নিমক্‌হারামী করিবে? তোবা! আমার যে কথা—সেই কায। যাহা হউক, এখন তুমি তোমার আড্ডায় যাও, খোদা তোমাদের নিরাপদে রাখুন। কাল তোমাদিগকে লামুতে লইয়া যাইবার উপায় স্থির করিব। যতক্ষণ এই দ্বীপ ত্যাগ করিতে না পারিতেছ—ততক্ষণ সাবধানে লুকাইয়া থাকিবে।”

ডড্‌লে হাব্‌সী-সর্দ্দারের নিকট বিদায় লইয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতি তাঁহার আড্ডায় প্রত্যাগমন করিলেন; চন্দ্রালোকে পথ দেখিতে এবার আর তেমন কষ্ট হইল না। তিনি চলিতে-চলিতে ভাবিলেন, “এই অপরিচিত লোভী হাব্‌সীটাকে বিশ্বাস করিয়া কি ভাল করিলাম? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াই বা উপায় কি?—না, লোকটা বোধ হয় বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না; অন্য কারণ না থাকিলেও সে এতগুলি টাকার লোভ ছাড়িতে পারিবে না।—কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ!”

ডড্‌লে দীর্ঘ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রান্তদেহে আড্ডায় প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি মিস্ এরস্‌কাইনকে বলিলেন, “আমি এই দ্বীপের সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। জাহাজের কাপ্তেন ও আপনার মামাকেও দেখিয়াছি। তাহারা আমার প্রায় পাশ দিয়াই চলিয়া গেল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমি সর্দ্দারের সঙ্গে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম।”

মিস্ এরস্‌কাইন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার সহিত আপনার কি কথা হইল?”

হাব্‌সী সর্দ্দারের সহিত তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি সমস্তই মিস্ এরস্‌কাইনের গোচর করিলেন। তাহা শুনিয়া মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, “লোকটা আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না ত?”

ডড্‌লে বলিলেন, “তাহা কিরূপে বলিব? তবে সে যে এতগুলি টাকার লোভ ত্যাগ করিতে পারিবে--এরূপ বোধ হয় না; কিন্তু আমি যে তাহাকে এত টাকা নিশ্চয়ই দিতে পারিব—তাহার মনে এ বিশ্বাস উৎপাদনের কোন উপায় দেখিতেছি না। লামুতে উপস্থিত হইয়া আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে

পারিব কি না—এ সম্বন্ধে তাহার কিছু সন্দেহ আছে। আপনার মামা কাপ্তেনটাকে সঙ্গে লইয়া এই দ্বীপে আসিয়াছে। সে সর্দ্দারকে অনুরোধ করিয়াছে—যেরূপে হউক আমাদিগকে ধরিয়া দিতে হইবে; কিন্তু তাহারা সর্দ্দারকে যে অধিক টাকার লোভ দেখাইয়াছে—এরূপ বোধ হয় না। যেরূপ ব্যবস্থা হয়—কাল করা যাইবে; আপনি এখন শয়ন করুন। আমরা গৃহদ্বারে বসিয়া সমস্ত রাত্রি আপনার পাহারা দিব।"

মিস্ এরস্‌কাইন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ডড্‌লের সম্মুখে প্রসারিত করিলেন; তিনি তাঁহার হাতখানি চুম্বন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করেন; কিন্তু তিনি এই ইচ্ছা দমন করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "আমি তোমাকে কত ভালবাসি তাহা তুমি জান না, তোমার প্রাণরক্ষার জন্য আমি হাসিতে-হাসিতে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি!—হয় ত একদিন তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে।"

মিস্ এরস্‌কাইন অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইলেন; ডড্‌লে কতক রাত্রি জাগিয়া কতক রাত্রি বা ঢুলিয়া কাটাইলেন। পাচক ব্লেকও ঘুমাইয়া-জাগিয়া পাহারা দিল!—পরদিন প্রত্যূষে মিস্ এরসকাইন সেই মৃৎকুটীরের বাহিরে আসিলেন; সুনিদ্রায় তাঁহার শ্রান্তি দূর হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া ডড্‌লের মনে হইল, তাঁহার কিছু বলিবার আছে।

ডড্‌লের এই অনুমান মিথ্যা নহে।—মিস্ এরস্‌কাইন মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত: করিয়া বলিলেন, "মিঃ ডড্‌লে, আপনি কাল রাত্রে আমাকে বলিয়াছিলেন, হাব্‌সী সর্দ্দার আমাদিগকে নিরাপদে লামু-দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিলে আপনি যে তাহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে পারিবেন, এ কথা তাহাকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই। কিন্তু কথাটা তাহাকে বিশ্বাস করাইতেই হইবে; কারণ ইহার উপর আমাদের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। আমাদের কাছে নগদ টাকা নাই বটে, কিন্তু আমরা যে দরিদ্র নহি, ইহা সর্দ্দারকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাকে কিছু লোভ দেখাইতে হইবে। আমি তাহাকে বি

দিতে পারিব—তাহা জানিবার জন্য আপনার আগ্রহ হওয়াই সম্ভব। আমি স্ত্রীলোক,—আমরা জীবন অপেক্ষা অলঙ্কারকে মূল্যবান মনে করি—এ কথা মিথ্যা নহে। আমি যখন জাহাজ ছাড়িয়া আপনার সহিত পলাইয়া আসি—সেই সময় আমার সমস্ত অলঙ্কারই লইয়া আসিয়াছি। সেই সকল হীরক-জহরতের মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। আমার কাছে যে হীরক-খচিত ব্রেস্‌লেট্‌ আছে তাহা মূল্যবান অলঙ্কার—আপনি ইহা লইয়া গিয়া হাব্‌সী সর্দ্দারকে দিয়া আসুন, তাহা হইলে লোকটা হাতছাড়া হইবে না।"

মিস্‌ এরস্‌কাইন তাঁহার পকেট হইতে একছড়া দ্যুতিমান হীরক-খচিত ব্রেস্‌লেট্‌ বাহির করিয়া ডড্‌লের হস্তে প্রদান করিলেন।

ডড্‌লে বলিলেন, "এ যে মহামূল্য অলঙ্কার!—ইহা দেখিলে হাব্‌সী সর্দ্দারের মুখে লাল পড়িবে; কিন্তু এরূপ মূল্যবান অলঙ্কার তাহাকে দিতে আপনার কষ্ট হইবে না ত?"

মিস্‌ এরস্‌কাইন বলিলেন, "জীবন অপেক্ষা অলঙ্কার মূল্যবান নহে। জীবনরক্ষার জন্য তাহাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আপনি ইহা লইয়া যান; আবশ্যক হইলে বলিবেন—আমার সঙ্গে যাহা কিছু আছে সমস্তই দিব।"

ডড্‌লে দিবাভাগে সর্দ্দারের গৃহে গমন করা নিরাপদ মনে করিলেন না; তিনি বুঝিয়াছিলেন, সর্দ্দারই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে।—তাঁহার এই অনুমান মিথ্যা হইল না। বেলা একটু অধিক হইলে হাব্‌সী সর্দ্দার একজন অনুচরসহ সমুদ্রের দিক হইতে তাঁহাদের আড্ডায় উপস্থিত হইল।

হাব্‌সী সর্দ্দার ডড্‌লেকে বলিল, "তোমার মঙ্গল হউক। আমি অনেক পূর্ব্বেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম, কিন্তু তোমার শত্রুরা আমার সহিত দেখা করিতে আসায় আমার এখানে আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তাহারা তোমাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে! আমি তাহাদিগকে মিথ্যা-কথায় না ভুলাইলে তাহারা এতক্ষণ এই দিকেই আসিয়া পড়িত এবং তোমা-দিগকে দেখিবামাত্র বন্দী করিত।"

ডড্‌লে সর্দ্দারের কথা বিশ্বাস করিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু তিনি তাহার কৃপা শুনিয়া তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং বক্‌শিশের কথাটা আর একবার শুনাইয়া দিলেন।

হাব্‌সী সর্দ্দার বলিল, "হঁা, টাকাগুলি অল্প নহে স্বীকার করি; কিন্তু তোমার যে তত টাকা দেওয়ার শক্তি আছে ইহা কিরূপে বুঝিব?—পাঁচশত গিনি ত আমাকে বক্‌শিশ দিবে, কিন্তু লামু পর্য্যন্ত তোমাদের লইয়া যাইতেও অল্প টাকা খরচ হইবে না, সে টাকার কি ব্যবস্থা করিবে?"

ডড্‌লে বলিলেন, "সে টাকাও আমি দিব।—আপনাকে এত টাকা দিবার শক্তি আমার আছে কি না তাহা আপনি জানিতে চান।—ইহার প্রমাণস্বরূপ আপনাকে একখানি বহুমূল্য অলঙ্কার দিতেছি।"

ডড্‌লে পকেট হইতে মিস্ এরস্‌কাইন-প্রদত্ত হীরক-খচিত ব্রেস্‌লেট্ বাহির করিয়া সর্দ্দারকে দেখাইলেন; তাহা দেখিয়া লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ডড্‌লের হাত হইতে ছোঁ-মারিয়া লইয়া সে তাহা লুব্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। প্রভাতের সূর্য্যালোক হীরক-খণ্ডগুলিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাহা ঝক্-মক্ করিতেছিল।

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কি জিনিস?"

ডড্‌লে বলিলেন, "উহা হীরকালঙ্কার, উহার মূল্য একশত গিনিরও অধিক! ঐ অলঙ্কার আমি আপনাকে উপহার দিলাম।—এই অলঙ্কার দেখিয়াই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন—আমরা দরিদ্র নহি; লামুতে উপস্থিত হইয়া আপনাকে অনায়াসেই পাঁচশত গিনি দিতে পারিব।"

সর্দ্দার ব্রেস্‌লেট্‌খানি তাহার অঙ্গরাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দীর্ঘ দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "হঁা, এবার তোমার কথা বিশ্বাস হইয়াছে, তবে এ গহনাখানির এত অধিক মূল্য কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আমি সুযোগ পাইলেই তোমাদিগকে লামুতে লইয়া যাইব। সেখানকার গবর্ণর আমার উপর যাহাতে খুসী থাকে—তাহার ব্যবস্থা করিও; আর টাকাগুলি দিও। তোমাদের প্রাণরক্ষার জন্য আমাকে বিস্তর ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইবে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "টাকা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—এখন বলুন, কখন আমাদের যাত্রা করিবার সুবিধা হইবে।"

সর্দ্দার বলিল, "সে কথা তোমাকে এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না। আগে ত তোমাদের শত্রুদের ভুলাইয়া এখান হইতে বিদায় করি ;—কাযটা বড় সহজ হইবে না।"

সর্দ্দার তাঁহাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে বলিয়া ডড্‌লের নিকট বিদায় লইল। সর্দ্দার তাহার অনুচরসহ প্রস্থান করিলে ডড্‌লে, মিস্ এরস্‌কাইন ও পাচক ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন।—মিস্ এরস্‌কাইন বলিলেন, "লোকটার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সন্দেহ হয়! এই লোভী নেটিভটা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে কি না কে বলিতে পারে? আমাদের কাছে যাহা কিছু আছে—সমস্ত কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করাও উহার পক্ষে অসম্ভব নহে।"

ডডলে বলিলেন, "ইহা যে তাহার পক্ষে অসম্ভব একথা কি করিয়া বলি? —কিন্তু অন্য কোনও উপায়ও ত দেখিতেছি না।"

ব্লেক বলিল, "আমার মাথায় একটা ফন্দি আসিয়াছে ; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা কতদূর সম্ভব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।—আমরা যদি কোন উপায়ে আমাদের বোটখানি হস্তগত করিতে পারি, তাহা হইলে উহাদের অজ্ঞাতসারেই এই দ্বীপ ত্যাগ করিয়া লামুর দিকে যাত্রা করিতে পারিব।"

ডড্‌লে বলিলেন, "বোটখানি পাইলে তোমার প্রস্তাবানুসারে কায করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা পাইব বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ, কাপ্তেন তাহা জাহাজে লইয়া গিয়াছে।—স্থানীয় অধিবাসীদের কোন একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করা যাইতে পারে,—কিন্তু তাহাও যথেষ্ট বিপজ্জনক ; দৈবাৎ ধরা পড়িলে আর নিস্তার নাই।—এ অবস্থায় হাব্‌সী সর্দ্দারের উপর নির্ভর করাই সঙ্গত ; যদি বুঝিতে পারি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে—তখন যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।"

মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া ডড্‌লে দেখিলেন, খাদ্যসামগ্রী যাহা আছে—

তাহাতে সেই-বেলা কোনরকমে চলিতে পারে।—ডড্‌লে বলিলেন, "এ বেলাটা ত চলুক, পরে হাব্‌সী সর্দ্দারের সহিত দেখা করিয়া তাহার নিকট কিছু খাবার চাহিয়া লইব। সন্ধ্যার পর তাহার সহিত দেখা করিব।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে বনভূমি সমাচ্ছন্ন হইলে, ডড্‌লে হাব্‌সী সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন; এবার পথ চিনিয়া যাইতে তাঁহার তত কষ্ট হইল না।—তিনি সর্দ্দারের গৃহের অদূরে উপস্থিত হইয়া, তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন কি না একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।—কাপ্তেন ও ল্যাম্পিয়ন সর্দ্দারের সহিত দেখা করিবার জন্য যদি সেখানে আসিয়া থাকে—তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!—তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইবে।

হঠাৎ একজন লোক ডড্‌লের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—তাহাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পিস্তলে হাত দিলেন।

আগন্তুক নিম্নস্বরে বলিল, "গোল করিও না, চুপ করিয়া আমার কথা শোন।—আমি আজ অনেকবার তোমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দেখা করিতে পারি নাই। পথে তোমাকে আসিতে দেখিয়া তোমার অনুসরণ করিয়াছিলাম। এখানে তোমার সহিত দেখা না হইলে তুমি নিশ্চয়ই আজ রাত্রে ধরা পড়িতে।"

ডড্‌লে বলিলেন, "তুমি কে? তোমার মতলব কি?"

আগন্তুক বলিল, "আজ সকালে আমি আমাদের সর্দ্দার মঙ্গহোবোর সঙ্গে তোমাদের আড্ডায় গিয়াছিলাম; আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? মঙ্গহোবো তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তোমাদের ধরাইয়া দিবে,—এ কথা জানিয়া তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি।—একটু গোপনীয় স্থানে চল, সকল কথা শুনিবে।"

ডড্‌লে আগন্তুকের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিঃশব্দে তাহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা উভয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে আগন্তুক বলিল, "আমার নাম মেগ্‌বাণী, মঙ্গহোবো আমার চাচাত ভাই; আপনি তাহাকে বলিয়াছেন—সে আপনাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লামুতে পৌঁছাইয়া দিলে পাঁচ

শত গিনি বক্‌শিশ দিবেন।—কিন্তু আজ রাত্রে আপনার শত্রুরা জাহাজ হইতে নামিয়া উহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। ভাই আপনাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ না করায় তাহারা রাগিয়া আগুন হইয়াছে। আমার ভাইয়ের একটি ছেলে আছে, তাহারা তাহাকে জাহাজে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে—আপনাদের ধরিয়া দিতে না পারিলে তাহারা কাল তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে।—এ কথা শুনিয়া মঙ্গহোবো অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। ট্যাকা বড় না ছেলে বড় ?—টাকার লোভে সে তাহার ছেলেটির প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে পারিবে না ; এই জন্য সে স্থির করিয়াছে, কাল আপনাদিগকে আপনাদের শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবে।—আমি তাহাদের পরামর্শ শুনিয়াছি। আপনা-দিগকে লামুতে লইয়া যাইবার ছলে নৌকায় তুলিবে—কিন্তু লামুর দিকে না গিয়া অদূরবর্ত্তী আর একটী দ্বীপে উপস্থিত হইবে। আপনার শত্রুরা জাহাজ লইয়া সেখানে লুকাইয়া থাকিবে ; আপনারা সেখানে যাইবামাত্র—বুঝিয়াছেন ?”

আগন্তুকের কথা শুনিয়া ডড্‌লের সর্ব্বাঙ্গ. ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি যে কি বলিবেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তবে বুঝি-লেন, কথাটা সত্য হইতেও পারে; পাঁচশত গিনি বক্‌শিশের লোভেই এই লোকটা তাঁহাদের সাহায্যের প্রস্তাব করিতে আসিয়াছে।—কিন্তু ইহার কথা কি সত্য ? ইহাকে কি বিশ্বাস করা যায় ?

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ডড্‌লে বলিলেন, “তোমার সকল কথা শুনিলাম। তোমার কথাগুলি অসঙ্গত নহে ; কিন্তু তুমি কি আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে ? আমাদিগকে লামুতে রাখিয়া আসিতে পারিবে ? যদি পার—তাহা হইলে তোমার ভাইকে যে পাঁচশত গিনি দিতে চাহিয়াছি, তুমিই তাহা পাইবে। যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে—সে টাকা পাইবে না, অধিকন্তু আমাদের রাণীর জাহাজ আসিয়া তোপে তাহার ঘর-বাড়ী উড়াইয়া দিবে ; আণ্ডা-বাচ্চা একগড় করিবে।”

আগন্তুক বলিল, “আমি নিমক্‌হারাম নহি, সাঁচ্চা লোক। তোমাদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দয়া হইয়াছে, আমার খুব দয়ার শরীর ;

আমি তোমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লামুতে রাখিয়া আসিব, কিন্তু আজ সকালে তুমি আমার ভাইকে যে রকম চক্‌চকে চিজ্‌ দিয়াছিলে, ঐ রকম চিজ্‌ আমিও চাই।”

ডড্‌লে বলিলেন, “নৌকা আনিয়া আগে আমাদের সঙ্গে রওনা হও, তাহার পর তুমি তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান অলঙ্কার পাইবে।—তোমার ‘ধাও’ কোথায় ?”

আগন্তুক বলিল, “সমুদ্রের ধারে বাঁধা আছে। আমার ধাও খুব সরেস নৌকা, একেবারে নূতন! তোমাদের লইয়া পাখীর মত উড়িয়া যাইবে। আমি লামু যাইবার পথ জানি ; আমার সঙ্গে আজ রাত্রেই চল, তোমাদিগকে গোপনে লইয়া যাইব।”

ডড্‌লে বলিলেন, “তোমার প্রস্তাবে রাজী হইলাম, এখন আর এক কথা—তুমি বাড়ী গিয়া আমাদের জন্য কিছু খাবার লইয়া এস, আমাদের খাবার ফুরাইয়া গিয়াছে।—খাবার আনিয়া দিলে বক্‌শিশ পাইবে, বুঝিয়াছ ?—শীঘ্র যাও।”

আগন্তুক বলিল, “তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই আসিব।”

আগন্তুক প্রস্থান করিলে ডড্‌লে উৎকণ্ঠিত চিত্তে একখানি কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া রহিলেন।—তিনি স্থির করিলেন, যেরূপে হউক, রাত্রেই দ্বীপ ত্যাগ করিতে হইবে। বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার প্রভাতে তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দিতে পারে।

প্রায় পনের মিনিট পরে হাব্‌সীটা কতকগুলি খাবার লইয়া ডড্‌লের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিলেন। হাব্‌সী বলিল, “আমি যে খাবার দিলাম, তাহা ছয় জন লোক খাইয়াও ফুরাইতে পারিবে না।—আমার বক্‌শিশ কোথায় ?”

ডড্‌লে পকেটে হাত পূরিয়া তাঁহার রিভলভারটি বাহির করিলেন, এবং হাব্‌সীটাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, “বক্‌শিশ লইবার পূর্ব্বে তোমাকে আর একটা কায করিতে হইবে। আমরা এই দ্বীপে আর এক মুহূর্ত্ত নিরাপদ নহি,

এজন্য আমি স্থির করিয়াছি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করিব। আমার হাতে তুমি যে হাতিয়ার দেখিতেছ, ইহার সাহায্যে আমি এখনই তোমাকে সাবাড় করিতে পারি।—যদি ভাল চাও, তবে আমাকে তোমার নৌকায় লইয়া চল। আমরা সেই নৌকায় অবিলম্বে লামুতে যাত্রা করিব। সেখানে উপস্থিত হইয়া তোমাকে বক্‌শিশ দিব।"

লোকটা এই প্রস্তাবে আপত্তি করিল, বলিল, "অনেকদূর যাইতে হইবে, যোগাড়যন্ত্র করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। এই মূহূর্ত্তেই কি করিয়া রওনা হই ?"

ডড্‌লে বলিলেন, "না, কোন যোগাড়যন্ত্রের আবশ্যক নাই; আমার সঙ্গে চল, সঙ্গীদের লইয়া আসিয়া তোমার নৌকায় উঠিব।—আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইলে তোমাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।"

হাব্‌সীটা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল, এই শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর কথার প্রতিবাদ করিয়া কোনও লাভ নাই; সুতরাং অগত্যা তাহাকে সম্মত হইতে হইল।—ডড্‌লে তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের আড্ডায় উপস্থিত হইলেন, এবং মিস্ এরস্‌কাইন ও পাচক ব্লেককে সঙ্ক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। —উভয়ে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চারিজনে নিঃশব্দে নৌকায় উঠিলে হাব্‌সী নৌকার পাল খাটাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্ধকার রাত্রে নৌকাখানি অনুকূল বায়ু-প্রবাহে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় লামু অভিমুখে ধাবিত হইল।

নৌকায় বসিয়া ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে হাব্‌সী সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর তিনি মেগ্‌বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দ্বীপ হইতে লামু কতদূর ?"

মেগ্‌বাণী নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়াছিল, সে বলিল, "যদি বেশ জোর বাতাস পাই, তাহা হইলে কাল এক সময় আপনাদিগকে লামুতে নামাইয়া দিতে পারিব।"

ক্রমে রাত্রির অবসান হইল; প্রভাতে তাঁহারা লামুর পথে বহুদূর অগ্রসর

হইলেন। সমস্তদিন নৌ-পরিচালনের পর অপরাহ্নকালে ডড্‌লে দেখিলেন, তাঁহারা একটি সমৃদ্ধ নগরের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছেন।—প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণী দ্বীপের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ডড্‌লে বুঝিলেন, ইহাই লামু নগর। তিনি মিস্ এরস্‌কাইনের হাত ধরিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, এতদিনে আমরা রক্ষা পাইলাম। পরমেশ্বর! তুমিই ধন্য; তোমার করুণায় শক্রকবল হইতে মুক্তিলাভ করিলাম, নিরাপদ-স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। কি আনন্দ! কি আনন্দ!"—ডড্‌লে হঠাৎ মিস্ এরস্‌কাইনের পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এতদিন ধরিয়া তিনি যে দুঃখ কষ্ট, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম, ক্লান্তি নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, বিপদের অবসানে তাহা তাঁহার দেহ ও মনের উপর এরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিল যে, তিনি আর কোন মতে আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

মিস্ এরস্‌কাইন ক্রোড়ের উপর তাঁহার মস্তক তুলিয়া লইয়া সযত্নে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; পাচক ব্লেক ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডি পান করাইল।—তাহার পর মিস্ এরস্‌কাইনকে অত্যন্ত ভীত দেখিয়া বলিল, "মিস্, আপনি স্থির হউন, শীঘ্রই উঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে; ভয়ের কোন কারণ নাই।"

কয়েক মিনিট পরে ডড্‌লের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; তাঁহাকে সচেতন দেখিয়া মিস্ এরস্‌কাইন গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "হঠাৎ আপনার মূর্চ্ছা হওয়ায় আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছিল; এখন আপনি কেমন আছেন?"

ডড্‌লে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "না, আমার জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। বিপদের শেষে এভাবে ভাঙ্গিয়া পড়া বড়ই লজ্জাস্কর হইয়াছে।"

নৌকাখানি নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল। ডড্‌লে মিস্ এরস্-কাইনকে বলিলেন, "আমাদের সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, আপনি কি ইহা বিশ্বাস করিতেছেন না? সত্যই আমরা এখন নিরাপদ।"

মিস্ এরস্‌কাইন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "এতদিনে আমরা নিরাপদ

হইয়াছি তাহা বুঝিয়াছি। অতীত ঘটনাগুলি দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু মিঃ ডড্‌লে, আপনার অনুগ্রহেই আমি পুনঃ-পুনঃ মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আপনার এ ঋণ আমি কি করিয়া পরিশোধ করিব? কি করিয়া আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব?"

ডড্‌লে তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাঁহার অশ্রু-প্লাবিত মুখের উপর গভীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "মেরী, আমি যেদিন তোমাকে প্রথম দেখিয়াছি, সেই দিনই মনপ্রাণ দিয়া তোমাকে ভাল-বাসিয়াছি। তোমার অদৃষ্টের সহিত আমার অদৃষ্ট যেন একসূত্রে গ্রথিত! আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি—পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তুমি তাহার কিছু-কিছু পরিচয় পাইয়াছ। যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও অবকাশ থাকে—তাহা হইলে তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পার। আমি বোধ হয় তোমার প্রেমের নিতান্ত অযোগ্য নহি। কিন্তু আগে বল, তুমি কি সত্যই আমাকে ভালবাস?"

মিস্ এরস্‌কাইন কম্পিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি; তুমি ভিন্ন আমার আপনার বলিতে এ সংসারে আর কেহই নাই। যদি তুমি আমাকে দয়া করিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া চিরসুখী হইব।"

প্রণয়ীযুগল পরস্পরের হাত ধরিয়া মৌনভাবে নৌকার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৌকাখানি ক্রমে তীরের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ডড্‌লে পাচককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ব্লেক, আমরা তোমার নিকট কতদূর ঋণী, তাহা বলিতে পারি না। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমরা দুর্ব্বৃত্ত ল্যাম্পিয়নের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না। তোমার মত হিতৈষী বন্ধু জীবনে কখন পাইব না; তোমার উপকার জীবনে ভুলিব না। তোমার জীবিকানির্ব্বাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

ব্লেক কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।—সে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিল।—নৌকা দশ মিনিটের মধ্যে তীরে ভিড়িল।

তাঁহারা তিনজনে লামুর গবর্ণরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।—গবর্ণর এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণের নিকট পূর্ব্বেই ডড্‌লের অভিযান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ডড্‌লেকে সুস্থদেহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মেগ্‌বাণীকে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতে চাহিলেন, কিন্তু ডড্‌লে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাহাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়াই বিদায় করা হইল। মিস্ এরস্‌কাইন তাহাকে একখানি মূল্যবান অলঙ্কার দিলেন।

সেইদিন সায়ংকালে ডড্‌লের বন্ধু লেফ্‌টেনান্ট ব্রাড্‌ফোর্ড 'করিওলেনস্' জাহাজে লামু দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গবর্ণরের গৃহে মিঃ ডড্‌লেকে দেখিয়া তিনি যে কত আনন্দিত হইলেন তাহা বলিবার নহে। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে সুখদুঃখের অনেক কথা হইল। এড্‌মিরাল ডড্‌লেকে আমেদ বেন্ হাসেনের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত দুর্ব্বৃত্ত দস্যুকে ধরিবার জন্য পাঠাইয়া কিরূপ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, ডড্‌লে ব্রাড্‌ফোর্ডের নিকট তাহাও শুনিতে পাইলেন।

ব্রাড্‌ফোর্ড পরদিন মধ্যাহ্নকালে ডাক্তার ল্যাম্পিয়ন ও তাহার ভাড়াটে জাহাজের কাপ্তেনকে ধরিবার জন্য সমুদ্র-যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না।—ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে লইয়া মেগ্‌বাণীর নৌকায় পলায়ন করিলে ল্যাম্পিয়ন বুঝিয়াছিল, তাঁহারা লামুতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের অনুসরণ করা নিরাপদ নহে। তাহার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইলে জেলে যাইবার সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া ল্যাম্পিয়ন কাপ্তেনের সহিত পরামর্শ করিয়া এডেন অভিমুখে পলায়ন করিতে থাকে।—এডেনে আসিয়া ল্যাম্পিয়ন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সেই জাহাজের কাপ্তেন সৈয়দবন্দরে উপস্থিত হইয়া জাহাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে,—তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মেগ্‌বাণী মিঃ ডড্‌লের নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিয়া মোম্বাসায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। সে হাব্‌সী সর্দ্দারের ভয়ে তাহার স্বদেশে যাইতে সাহস করে নাই।—মোম্বাসায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া সে ধনবান হইয়াছে।

মিঃ ডড্‌লে মিস্ এরস্‌কাইনকে লইয়া লামু দ্বীপে উপস্থিত হইবার এক-পক্ষ পরে জাঞ্জিবারের ভজনালয়ে মহাসমারোহে তাঁহাদের পরিণয়োৎসব সুসম্পন্ন হইল। এড্‌মিরাল রেড্‌ফর্ণ কন্যাকর্ত্তা হইয়া মিস্ এরস্‌কাইনকে ডড্‌লের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ব্রাড্‌ফোর্ড বরকর্ত্তার কার্য্য করিলেন। বিবাহের পর ডড্‌লে চাকরী ছাড়িয়া সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি নিতান্ত অল্প ছিল না, তাহার উপর তাঁহার স্ত্রীর বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হওয়ায়, তাঁহার আর চাকরী করিবার আবশ্যকতা ছিল না। ডড্‌লে কিছু দিনের মধ্যেই লণ্ডনস্থ সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারক ও বিপদের বন্ধু ব্লেককে ভুলিলেন না ; কিছু টাকা দিয়া তাহাকে একখানি হোটেল খুলিয়া দিলেন। সেই ব্যবসায়ে সে যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিল। ডড্‌লের গুণবতী পত্নী মেরী অবসর কালে তাঁহার বন্ধুগণকে তাঁহার লোমহর্ষণ বিপদের কাহিনী শুনাইয়া স্তম্ভিত করিতেন। তিনি সেই ভীষণ বিপদ ও অদ্ভুত উপায়ে তাহা হইতে মুক্তিলাভের কাহিনী স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য সকলেরই নিকট আপনাকে "নাবিক-বধূ" বলিয়া পরিচিত করিতে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

সম্পূর্ণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালার ষড়বিংশ খণ্ডে কোনও বৈদেশিক আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইবে না। শারদীয় মহাপূজার আর অধিক বিলম্ব নাই; পূজার পূর্ব্বেই এই খণ্ড প্রকাশিত হইবে। রহস্য-লহরীর শুভাকাঙ্ক্ষী বহুসংখ্যক পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক মহোদয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, আমাদের এই জাতীয় মহোৎসবের অবকাশ কালে তাঁহারা আমাদের বাঙ্গালী-জীবনের সুখ-দুঃখ ও বিরহ-মিলনের অনতিরঞ্জিত চিত্র প্রাপ্ত হইলে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন। 'রহস্য-লহরী'র অধিকাংশ গ্রাহক ও পাঠক মহোদয় তাঁহাদের এই অভিমতের সমর্থন করিবেন, এই আশায় এবার আমরা "পল্লী-কথা" নামক পল্লীকাহিনী প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া তাহারই মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিলাম। 'পল্লী-কথা' প্রকাশিত হইলে তাহা যথাসময়ে অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট প্রেরিত হইবে। আশা করি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ বেদনা-বিষাদ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার এই অনতিরঞ্জিত চিত্রগুলি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে এই অকিঞ্চন গ্রন্থকার-রচিত ও বহুপূর্ব্ব-প্রকাশিত 'পল্লীচিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্যে'র ন্যায় সমাদৃত হইবে।

নিবেদন

'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার পঞ্চবিংশতি উপন্যাস 'নাবিক-বধূ' প্রকাশিত হইল। এই উপন্যাসখানি প্রকাশে অন্যায় বিলম্ব হওয়ায় আমরা 'রহস্য-লহরী'র সদাশয় গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি, এবং এই ক্রটির জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। যথা-সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহে অসামর্থ্য এই বিলম্বের একটি কারণ হইলেও, ইহার প্রধান কারণ—নানা প্রকার ব্যয়ভারে প্রপীড়িত হওয়ায় আমাদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। আমরা এখনও এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই; সুতরাং নানা ঝঞ্ঝাটে বিব্রত হইয়াও আমরা যে 'রহস্য-লহরী'র বর্ত্তমান খণ্ড প্রকাশে সমর্থ হইলাম, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য মনে করিতেছি।

এবার মহাপূজা উপলক্ষে 'রহস্য-লহরী'র যে খণ্ড প্রকাশিত হইবে, তাহাতে কোন বৈদেশিক আখ্যায়িকা থাকিবে না। বাঙ্গালীর এই জাতীয় মহোৎসবকালে আমাদের পল্লী-জীবনের সুখদুঃখের ও হর্ষ-বিষাদের কতকগুলি চিত্রই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে। অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত পল্লীজীবনের এই সকল মর্ম্মস্পর্শী মৌলিক কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য, শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা নাই; সে সম্ভাবনা থাকিলে 'পল্লীচিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্য' বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আশাতীত সমাদর লাভে সমর্থ হইত না।

যাহারা পল্লী-সমাজের মেরুদণ্ড, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্য 'পল্লী-কথা'য় প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু যদি এই আলেখ্যাঙ্কণে কোন ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহা আমাদেরই অঙ্কণ-নৈপুণ্যের অভাববশতঃ হইয়াছে, ইহাই মনে করিতে হইবে। তথাপি আমাদের সুখ-দুঃখের ও হর্ষ-বিষাদের চিত্র

আমাদেরই ঘরের জিনিস ; সুতরাং আশা করি সহস্র অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাহা মহাপূজার আনন্দ-অবসরে স্বদেশীয় পাঠক সমাজের সহানুভূতি ও করুণায় বঞ্চিত হইবে না। 'পল্লী-কথা'কে আমরা রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার নামের অপপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক নহি ; কারণ পল্লী-কথা বাঙ্গালীর পল্লীজীবনের আখ্যায়িকা মাত্র, তাহা বৈদেশিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা লোমাঞ্চকর রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন নহে। পরের কথা যদি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের ঘরের কথা—আমাদেরই তুচ্ছ জীবনের কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। নিজেদের সুখ-দুঃখ-বিজড়িত দৈনন্দিন ঘটনার স্মৃতি কাহার-না আদরণীয় ?